সহীহ বুখারী পরিক্রমা

আল্লাহ ও রসূলকে সন্তুষ্ট করার নিয়াত বৈধ

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول انما الاعمال با لنية۔ وانما لامرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخارى۔

অনুবাদ ঃ হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কর্ম নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষ কর্মের ফল তার নিয়াত অনুসারে পায়। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করবে আর যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা কোন রমনীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাঁর হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে।

তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, ১ নং হাদীস।

এই হাদীস শরীফটি সহীহ বুখারীর সাত জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীসে 'ফামান কানাত হিজরাতুহু ইলাল্লাহি অ রাসূলিহি' অংশটুকু নেই। পরবর্তী ছয়টি হাদীসে এই অংশটুকু বিদ্যমান।

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমানিত আক্বীদা ঃ সহীহ বুখারীর এই হাদীস অনুসারে, 'আল্লাহ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য' কোন কাজের নিয়াত করা বৈধ। এটাই ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর আক্বীদাহ। কিছু লোক বলেন, 'আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলকে সন্তুষ্ট করা'– এরূপ বলা শির্ক। এরূপ ফতোয়া ইসলাম সম্মত নয়। আল কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীসে এরূপ নির্দেশিকা প্রদত্ত হয় নি। ইমাম বুখারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনা মতে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট' করার আক্বীদাকে অনুমোদন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম, এর উপর আমল করেছেন। আলোচ্য হাদীসখানির ভাষা খুব পরিস্কার।

"অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করবে।" যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের সুন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি, তাহলে তাঁর দুআ এবং শাফায়াত প্রাপ্তি আমাদের জন্য সহজ হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক আক্বীদাহ পোষণ করার তৌফিক্ব দান করুন। আমীন।

আবেদন ঃ প্রিয় পাঠক! এই মহা মূল্যবান হাদীস শরীফটি অনুগ্রহ করে মুখস্থ করে নিন এবং নিজ পরিবারের সকল সদস্যের নিকট পৌঁছে দিন।

দারুস হাদীস

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

ঈমানের সংরক্ষণে কুরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরা অপরিহার্য

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول يا ايها الناس انى قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتى اهل بيتى۔

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হে মানববৃন্দ! আমি তোমাদের মধ্যে

(এরপর সাতের পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরা অপরিহার্য

(তৃতীয় পাতার পর)

এমন দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তোমরা সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকো, তাহলে কোন ক্রমেই গোমরাহ হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব এবং দ্বিতীয়টি আমার আহলে বাইত।"

তথ্যসূত্র ঃ ১. তিরমিযি, সুনান, খণ্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৬৬৪, হাদীস নং ৩৭৮৬।

২. তাবরানী, মুয়জামুল আওসাত, খণ্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৭৯, হাদীস নং ৪৭৫৭।

৩. তাবরানী, মুয়জামুল কাবীর, খণ্ড নং ৩. পৃষ্ঠা নং ৬৬, হাদীস নং ২৬৭০।

৪. ইবনে কাসীর, তফসীরুল কুরআনুল আজীম, খণ্ড নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১১৪।

ইমাম তিরমিযি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাদীসটি হাসান।

জরুরী ভাষ্য ঃ আলোচ্য হাদীস অনুসারে, নাজাত প্রাপ্তির মৌলিক শর্ত হল আল কুরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরা। এটাই গোমরাহি থেকে পরিত্রাণের উপায়। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, আমরা আহলে বাইতের পরিচয়, মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে অসচেতন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম তো আমাদেরকে কঠোর নির্দেশ দান করেছেন আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরতে। কিন্তু আমরা যদি আহলে বাইতের পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কেই অন্ধ থাকি, তাহলে কিভাবে আমাদের পক্ষে তাদেরকে আঁকড়িয়ে ধরা সম্ভব? আহলে বাইতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শিথিল থাকার কারনেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে গোমরাহী এবং বদ-আক্বীদাহ।

কেউ ভাবতে পারেন যে, একটি হাদীস শরীফে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আল কুরআন ও তাঁর সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ দান করেছেন। প্রিয় পাঠক! ঠিক তাই। কিন্তু আলোচ্য হাদীস শরীফটি উক্ত হাদীস শরীফের পরিপন্থি নয়। হাদীস দুটি একে অপরের পরিপূরক। আহলে বাইতই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর সুন্নাহর আদর্শ রূপায়নকারী।

ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরার, তাদেরকে ভালোবাসার এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক্ব দান করুন। আমীন।

আবেদন ঃ প্রিয় পাঠক! এই মহামূল্যবান হাদীস শরীফটি অনুগ্রহ করে মুখস্ত করে নিন এবং নিজ পরিবারের সকল সদস্যের নিকট পৌছে দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১৩

দারুল হাদীস

সত্য পথে অবিচল থাকার জন্য

কুরআন ও আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরা অত্যাবশ্যক

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

عن زيد بن ارقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي رواه مسلم واحمد.

অনুবাদ ঃ হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রাদিয়াল্লাহ আনহু) বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম মক্কা ও মদীনার মাধ্যবর্তী স্থলে "খুম" নামক একটি পুকুরের নিকট খুৎবা প্রদানের জন্য দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসা এবং ওয়াজ নসিহতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন– "হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ। খুব শীগগীর আমার প্রতিপালকের নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিকটে আসবেন (ইজরাইল আলাইহিস সালাম) এবং আমিও তার আহ্বানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি অতি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হল, আল্লাহর কিতাব যাতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর। আল্লাহর কিতাবকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন অতঃপর বললেন, দ্বিতীয়টি আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ভয় কর, আহলে বাইতকে অনুসরণ কর এবং তাদেরকে ভালোবাসো।) এই বাক্যটিকে তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ, খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং- ১৮৭৩, হাদীস নং- ২৪০৮।

(২) আহমাদ বিন হাম্বাল-মুসনাদ, খন্ড নং-৪, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৬, হাদীস নং- ১৯২৬৫।

(৩) ইবনে হিব্বান - সহীহ, খন্ড নং- ১, পৃষ্ঠা নং-১৪৫, হাদীস নং ১২৩।

(৪) বাইহাকী - সুনানুল কুবরা, খন্ড নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ১৪৮, হাদীস নং- ২৬৭৯।

জরুরী ভাষ্য ঃ (ক) সনদের দিক থেকে আলোচ্য হাদীসটি সহীহ ও নির্ভুত। এই হাদীস অনুযায়ী, আল কুরআন এবং আহলে বাইত উভয়কেই শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরা ঈমান হেফাজতের জন্য অপরিহার্য। আল কুরআন এবং আহলে বাইত উভয়েই মুসলিম উম্মাহর জন্য হুজ্জাত বা চূড়ান্ত দলীল। আক্বীদা হোক বা ফিকহ, সর্বক্ষেত্রেই তা আহলে বাইতের আদর্শ, জীবনশৈলী ও বানীকে সুদৃঢ় ভাবে ধারণ করতে হবে। "সিরাতুল মুসতাকীম" এর উপর অটল থাকার জন্য, পরকালীন মুক্তি অর্জনের জন্য এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আহলে বাইতের প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রেখে অনুসরণ করতে হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং আহলে বাইতকে পবিত্র কুরআনের পাশে স্থান দিয়েছেন এবং উভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

সুনানে তিরমিযী-হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন– "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে দুটি ভারী (মূল্যবান) জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি আমার পর তোমরা এগুলিকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। যেগুলি একটি অপরটির উপর প্রাধান্য রাখে। (প্রথমটি হল) আল্লাহর কিতাব যা আকাশ থেকে মৃত্তিকা পর্যন্ত প্রসারিত (রহমতের) ঝুলন্ত রশ্মির ন্যায়। (দ্বিতীয়টি হল) আমার বংশধর; আমার আহলে বাইত। হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এরা কখনও একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। অতএব, তোমরা লক্ষ্য রেখ যে, তোমরা এদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ কর।"

তথ্যসূত্র ঃ ১) তিরমিযী - সুনান - খন্ড নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ৬৬৩, হাদীস নং- ৩৭৮৮।

২) নাসাঈ - সুনান - খন্ড নং- ৫, পৃষ্ঠা নং- ৪৫, হাদীস নং- ৮১৪৮।

৩) আহমেদ বিন হাম্বাল - মুসনাদ - খন্ড নং- ৩, পৃষ্ঠা নং-১৪, হাদীস নং- ১১১১৯।

৪) হাকীম - মুস্তাদরাক - খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং- ১১৮, হাদীস নং- ৪৫৭৬।

(খ) প্রিয় পাঠক! সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি আর একবার মনোযোগপূর্বক পাঠ করে নিন। আহলে বাইতের (এরপর সাতের পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(চার পাতার পর)

সত্য পথে অবিচল থাকার জন্য কুরআন ও আহলে বাইতকে

মর্যাদার প্রতি রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি "আমার আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিযে দিচ্ছি" শব্দগুচ্ছটি একবার নয়, দুবার নয়, পর পর তিনবার উচ্চারণ করেছেন। প্রিয় পাঠক! খুব সাবধান! আহলে বাইতের প্রতি আচরণে যেন বিন্দুমাত্র বেআদবী না হয়। এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আহলে বাইতের মর্যাদা ও মাহাত্ম উপলব্ধি করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর এই ফরমানটুকুই কি যথেষ্ট নয় যে, "হাউজে কাওসারে আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (কুরআন এবং আহলে বাইত) কখনও একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।" (তিরমিযী, নাসাঈ)

(গ) গভীর পরিতাপের বিষয়, আজকাল কিছু লোক মহান আহলে বাইতের কটুক্তি করছে এবং ইয়াজিদের প্রশংসা করছে। কেউ কেউ ইয়াজিদের নামের পরে 'রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' ব্যবহার করছে। কেউ কেউ আবার ইয়াজিদকে "সাহাবী" বলে প্রচার চালাচ্ছে। সরলপ্রাণ মুসলিমগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাদীস শরীফের নামে মিথ্যা বলতেও তাদের জিহবা কাঁপছে না। ইয়া আল্লাহ! এই বদনসিবগণকে হিদায়েত দান করুন এবং আমাদেরকে আহলে বাইতের খাঁটি প্রেমিক ও অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন.....

বিনীত আবেদন ঃ প্রিয় পাঠক! এই মহামূল্যবান হাদীস শরীফটি অনুগ্রহ করে মুখস্থ করে নিন এবং নিজ পরিবারের সকল সদস্যের নিকট পৌঁছে দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারসে হাদীস

আহলে বাইত কাদের বলা হয়?

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

عن عائشة رضى الله عنها؛ خرج النبى صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن على رضى الله عنهما فادخله. ثم جاء الحسين رضى الله عنه فدخل معه. ثم جاءت فاطمة رضى الله عنها فادخلها. ثم على فادخله ثم قال انمايريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا (الاحزاب)رواه مسلم والحاكم وابن ابى شيبه.

অনুবাদ ঃ হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, একদিন প্রত্যুষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কালো চাদর পরিধান করে বাইরে এলেন। এমন সময় তাঁর নিকট হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এলেন, তিনি তাঁকে স্বীয় চাদরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এরপরে হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এলেন। তিনি তাঁকেও চাদরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এরপর হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এলেন। তিনি তাঁকেও স্বীয় চাদরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে আহলে বাইত! নিশ্চয় আল্লাহ চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করতে।" (সূরা- আহযাব, আয়াত- ৩৩)

তথ্যসূত্র ঃ (১) সহীহ মুসলিম, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১৮৮৩, হাদীস নং- ২৪২৪।

(২) হাকীম মুস্তাদরাক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৫৯, হাদীস নং-৪৭০৯।

(৩) ইবনে আবি শাইবাহ-মুসান্নাফ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৭০, হাদীস-৩২১০২।

(৪) বায়হাকি-সুনানুল কুবরা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৯, হাদীস-২৬৮।

(৫) আহমদ বিন হাম্বল-ফাদায়েল উষ সাহাবাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৭২, হাদীস-১১৪৯।

(৬) ইবনে কাসীর-তাফসীরুল কুরআন আল আজীম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৮৫।

(৭) সুয়ুতি-আড দুররুল মানসুর, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৬০৫।

জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ এই হাদীস অনুযায়ী, আহলে বাইত বলতে বোঝান হয়েছে পাক পঞ্জাতনকে অর্থাৎ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা), হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে। তবে অন্যান্য হাদীস এবং তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের সম্মানিত সহধর্মীনিগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'কানজুল ঈমান' এর টিকা-টিপ্পনী, 'খাজাইনুল ইরফান' সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের তফসীরে লিখা হয়েছে, "আহলে বাইত এর মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র বিবিগণ, হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা যাহরা (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা), হযরত আলী মুরতাজা (কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহাহু) এবং হাসনাঈন-ই-কারীমাঈন (হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন) রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সবাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আয়াত ও হাদীস সমূহ সংগ্রহ করলে এ ফলই বের হয়।"

তথ্যসূত্র ঃ খাজাইনুল ইরফান- শাইখ মুহাম্মাদ নাইমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), পৃষ্ঠা- ৭৬১। একই ব্যাখ্যা সৌদি আরবের ইফতা থেকে প্রকাশিত "The Holy Quran-English Translation of the meanigs and commentary" তফসীরেও প্রদান করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা নং-১২৫১)

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ সাধারণ ভাবে 'আহলে বাইত' এর অর্থ হল 'পরিবারের সদস্য' অর্থাৎ 'আহলে বাইত' বলতে বোঝান হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে।

জরুরী ভাষ্য নং ৩ ঃ হাদীস পাকে 'আহলে বাইত' বলতে হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, যখন সূরা আলে ইমরাণের ৬১ নং আয়াত "বলুন, এস আমরা ডেকে নিই আমাদের আর তোমাদের সন্তানগণকে.......", তখন হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে ডেকে নিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ- খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮৭১, হাদীস-২৪০৪।

(২) তিরমিযি-সুনান- খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৫, হাদীস-২৯৯৯।

(৩) আহমদ-মুসনাদ- খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮৫, হাদীস-১৬০৮।

(৪) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা- খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৮, হাদীস-৮৩৯৯।

(৫) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস-৪৭১৯।

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, "যখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমার (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা) গৃহে এই আয়াত অবতীর্ণ হল 'হে আহলে বাইত! নিশ্চয় আল্লাহ চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পাকও করতে'। (সূরা আল আহযাব, আয়াত-৩৩)" তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে ডেকে নিলেন এবং তাদেরকে স্বীয় চাদরের ঢেকে নিলেন। পিছনে হযরত আলী ছিলেন। তাঁকেও তিনি স্বীয় চাদরে ঢেকে নিলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। এদের মধ্য থেকে সকল ধরণের ময়লা দূর করে দিন এবং পূর্ণরূপে পবিত্র করে দিন।' হযরত উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমিও তাঁদের সঙ্গে

(এরপর ৫পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে বাইত কাদের বলা হয়?

(চার পাতার পর)

আছি।' তিনি বললেন, 'তুমি তো স্বীয় স্থানে অবস্থান করছো এবং তুমি উত্তম স্থানে অবস্থান করছো।'

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযি-সুনান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫১, হাদীস-৩২০৫।

(২) আহমদ বিন হাম্বাল-মুসনাদ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯২।

(৩) হাকীম-আল মুস্তাদরাক, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৫১, হাদীস-৩৫৫৮।

(৪) তাবরানী-আল মুজাম উল কাবীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪, হাদীস-২৬৬২।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, ছয় মাস পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিয়ম ছিল যে, যখন ফজরের নামাযের জন্য বের হতেন এবং হযরত ফাতেমার ঘরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন বলতেন, 'হে আহলে বাইত! নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ চান তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পাক ও পবিত্র করতে।' (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩)

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযি-সুনান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৫২, হাদীস-৩২০৬।

(২) আহমদ-মুসনাদ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫৯, ২৮৫।

(৩) ইবনে আবি শাইবাহ-মুসান্নাফ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৮, হাদীস-৩২২৭২।

(৪) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৭২, হাদীস-৪৭৪৮।

জরুরী ভাষ্য নং ৪ ঃ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা স্বয়ং যেখানে আল কোরআনে ঘোষণা করছেন যে, 'হে আহলে বাইত! নিশ্চয় আল্লাহ চান তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র করতে। (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৩) এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামও যেখানে দুআ করছেন যে, 'আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। এদের মধ্য থেকে সকল ধরণের ময়লা দূর করে দিন এবং পূর্ণরূপে পবিত্র করে দিন। (সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২০৫), যেখানে আহলে বাইতের মর্যাদা ও ফযীলত কত সুউচ্চ হতে পারে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কোরআন এবং এই আহলে বাইতকেই আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ মুসলিম উম্মাহকে প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় আহলে বাইতের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে সুনির্বাচিত কিছু হাদীস ইন্শাআল্লাহ পরিবেশন করা হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে পবিত্র আল কোরআন ও পবিত্র আহলে বাইতকে যথাযথভাবে আঁকড়িয়ে ধরার তওফীক্ব দান করুন।

আমীন....।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুস হাদীস

আহলে বাইত হল হযরত নূহের নৌকার ন্যায়, যে আরোহন করল, সে পরিত্রাণ পেল।

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

وَعَنْ اَبِى ذَرٍّ اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ اٰخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مَثَلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ.

অনুবাদ ঃ হযরত আবু জার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি পবিত্র কাবার দ্বার আঁকড়িয়ে ধরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "সাবধান! তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইতের উপমা হল হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) এর জাহাজের ন্যায়। যে ব্যক্তি এই জাহাজে আরোহন করল, সে পরিত্রাণ পেয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি পিছনে থেকে গেল, সে ধ্বংস হল।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) হাকীম-মুস্তাদরাক-খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং ৩৪৩, হাঃ নং-৩২৭৯, ইমাম হাকীম (রাদিয়াল্লাহু) বলেন, এই হাদীসখানি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

(২) জালালুদ্দিন সুয়ুতী-জামেউস সাগীর-খন্ড নং-২ পৃষ্ঠা-৫৩৩, ইমাম সুয়ুতী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

(৩) ইমাম সাখাবী-আলবালদাদিয়াত-পৃষ্ঠা-১৮৬; ইমাম সাখাবী বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

(৪) মোল্লা আলী ক্বারী-মিরকাত শারাহ মিশকাত- খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা- ৪৮, মহান মুহাদ্দিস আলী ক্বারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই হাদীসটি সহীহ।

(৫) আহমাদ বিন হাম্বল- ফাজায়ালে সাহাবা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৭৮৬।

(৬) ইমাম ফাখরুদ্দিন রাজী, তাফসীরে কাবীর, খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৬৭।

(৭) আবু নাইম, হিলিয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৬।

(৮) আল বাজজার- মুসনাদ- খন্ড-৩৩২২।

(৯) তাবারানী-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস নং- ২৫৭০।

(১০) তাবারানী-মুয়জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৫৬৯৪।

(১১) তাবারানী- মুয়াজামুল সাগীর-হাদীস- ৩৯২।

(১২) ইবনে হাজর সাকী- সাওয়ায়েক আল মুহরিকা- পৃষ্ঠা-৬২১-৬২২।

(১৩) ইবনে হাজার আসকালানী, আল মাতালিব আল আলিয়া, হাদীস নং- ৪০৭৫।

জরুরী ভাষ্য ঃ এই হাদীস অনুসারে, ঈমান রক্ষার জন্য আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরা অপরিহার্য। দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতে আহলে বাইতকে ভালোবাসা এবং আহলে বাইতকে অনুসরণ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। বিরোধীদের ইমাম শাহ ইসমাইল দেহলবীও একথা স্বীকার করেছেন। ইসমাইল দেহলবী লিখেছেন, "এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, যারা আহলে বাইতকে অনুসরণ করে তারাই কুফর এবং নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। যেমন করে হযরত নূহের জাহাজে আরোহনকারীরা পরিত্রাণ পেয়েছিল। যারা জাহাজে আরোহন করতে প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা ধ্বংস হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত নূহের একজন পুত্রও ছিল যে ছিল অবিশ্বাসী।" (তথ্যসূত্র ঃ তাকবীয়াতুল ঈমান, পৃষ্ঠা-২২৮, ইদারায়ে ইসলামিয়াহ, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুল হাদীস

হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহর শরীরের অঙ্গ, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল সে রসূলুল্লাহকে অসন্তুষ্ট করল

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ رضى الله عنه اَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضعَةٌ مِنّى فَمَن اَغضَبَهَا اَغضَبَنِى مُتَّفَقٌ عَلَيه وَاللَّفظُ لِلبُخَارِى.

অনুবাদ ঃ মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "ফাতিমা হল আমার শরীরের অঙ্গ। যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করল।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) সহীহ বুখারী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৬১, হাদীস ৩৫১০।

(২) সহীহ মুসলিম, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা- ১৯০৩, হাদীস- ২৪৪৯।

(৩) সহীহ বুখারী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৩৭৪, হাদীস- ৩৫৫৬।

(৪) ইবনে আবি শায়বাহ-মুসান্নাফ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৮৮, হাদীস ৩২২৬৯।

(৫) তিবরানী, মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-১০১২।

জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আর রসূলুল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বাইতের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং তাঁদের জীবনশৈলী তথা আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে। কিন্তু হতভাগা আমরা। এই মহামনিষীগণের সুউচ্চ মর্যাদা এবং ফযীলত সম্পর্কেই আমরা অজ্ঞ। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে তাদেরকে অনুসরণ করা তো অনেক দূরের কথা। এই নিবন্ধে "জান্নাতী নারীগণের নেত্রী" মা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে একগুচ্ছ হাদীস পরিবেশিত হল যাতে আমরা আহলে বাইতকে আঁকড়িয়ে ধরতে সক্রিয় হই এবং নিজেদের ঈমানকে বাঁচাতে পারি।

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ সহীহ বুখারীর উপরোল্লিখিত হাদীস শরীফটি থেকে সুস্পষ্ট যে, মা ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং তাঁর দুই নয়ণের মণি ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি বিন্দুমাত্র বেআদবী ঈমান ধ্বংসের কারণ হবে। অনুরূপভাবে, ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারী এবং আহলে বাইতের শত্রু ইয়াজিদের প্রসংশা ও তাঁর প্রতি কোন রকম সহানুভূতি কিংবা ভালোবাসা ঈমানের পক্ষে হুমকি স্বরূপ। এই বিষয়টি মুমিনদের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর যে, এই সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থে অজস্র হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে বলেন। "নিশ্চয় আল্লাহ তোমার অসন্তোষে অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তোষে সন্তুষ্ট হন।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৬৭, হাদীস- ৪৭৩।

(২) তিবরানী-মুয়জামুল কাবীর, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১০৮, হাদীস- ১৮২।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই ফাতেমা আমার শরীরের অঙ্গ। আমি এটা মোটেও পছন্দ করি না যে, কোন ব্যক্তি তাঁকে কষ্ট দিক।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) সহীহ বুখারী, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৩৬৪, হাদীস-৩৫২৩।

(২) সহীহ মুসলিম, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৯০৩, হাদীস- ২৪৪৮।

(৩) ইবনে মাযাহ-সুনান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৪৪, হাদীস- ১৯৯৯।

(৪) আহমাদ-ফাজায়েলে সাহাবা, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ৭৫৯, হাদীস-১৩৩৫।

(৫) ইবনে হিব্বান-সহীহ, খন্ড- ১৫, পৃষ্ঠা-৪০৭, হাদীস- ৬৯৫৬।

(৬) তিবরানী-মুয়জামুল কাবীর, হাদীস-১০১৩।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি.... "আমার কন্যা আমার শরীরের অঙ্গ। তাঁর পেরেশানি আমাকে পেরেশান করে। তাঁর কষ্ট আমাকে কষ্ট প্রদান করে।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৯০২, হাদীস- ২৪৪৯।

(২) তিরমিযি-সুনান, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা-৬৯৮, হাদীস- ৩৮৬৭।

(৩) আবু দাউদ-সুনান, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা-২২৬, হাদীস- ২০৭১।

(৪) ইবনে মাজাহ-সুনান, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৬৪৩, হাদীস- ১৯৯৮।

(৫) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা-১৪৭, হাদীস- ৮৫১৮।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "ফাতেমা আমার শরীরের অংশ। যা তাঁকে কষ্ট প্রদান করে। যা তাঁকে বিব্রত করে তা আমাকেও বিব্রত করে।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৬৯৮, হাদীস- ৩৮৬৯।

(২) আহমাদ-মুসনাদ এবং ফাজায়েলে সাহাবাহ, হাদীস- ১৩২৭।

(৩) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা-১৭৩, হাদীস- ৪৭৫১।

নূর পত্রিকা পড়ুন আদর্শ জীবন গড়ুন।

পত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা
নূর দফতর
নয়াবস্তি, উঃ দারিয়াপুর, কালিয়াচক, মালদা, (পঃ বঃ) পিন-৭৩২২০১
9641967019 (সম্পাদক)
9733301022 (প্রকাশক)

হজ্জ ও উমরাহ-এর জন্য যোগাযোগ করুন–
আন-নূর সাফারে হারামাইন
কেরামাত আলী মার্কেট (গৌসীয়া বস্ত্রালয়ের উপরে) ৫তলা মসজিদ রোড, পোঃ কালিয়াচক, জেলা মালদহ, (পঃ বঃ) পিন ৭৩২২০১, মোবাইল ঃ ৯৬৪১৯৬৭০১৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুল হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

মাওলানা মুহম্মদ এ.কে. আজাদ

"আন আয়েশাতা রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্বলাত দাআন্নাবীয়ু সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ফাতেমাতা বিনতাহু ফী শাকওয়াহু আল্লাযী ক্বোবেদা ফীহা অসার্রাহা বে শাইয়িন ফাবাকাত সুম্মা দায়াহা ফসার্রাহা ফা দাহেকাত ক্বলাত ফাসাআলতুহা আন যালিকা ফাক্বালাত সার্রানিন নাবীয়ু সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ফাআখবারানী আন্নাহু ইউকবাদু ফী অযায়েহিল্লাযী তোঅফ্ফিয়া ফীহে ফাবাকাত সুম্মা সার্রানী ফাআখবারানী আন্নী আওয়ালু আহলি বাইতেহী আতবায়াহু ফাযাহিকতু।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় অন্তিমশয্যায় তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমাকে ডেকে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কেঁদে ফেললেন। রসূসুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম পুণরায় তাঁকে নিকটে ডেকে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতিমা (রাাদিয়াল্লাহু আনহা) হেসে ফেললেন। হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমি হযরত ফাতিমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আমার কানে কানে বলেছিলেন যে, এই অসুখে তিনি ইন্তেকাল করবেন। তাই আমি কেঁদেছিলাম। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন, তাঁর আহলে বাইতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে (ইন্তেকালের পর) সাক্ষাত করব। তখন আমি হেসে উঠেছিলাম।

তথ্যসূত্র ঃ (১) বুখারী-সহীহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা- ১৩৬১, হাদীস ৩৫১১।

(২) মুসলিম-সহীহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯০৪, হাদীস ২৪৫০।

(৩) নাসাঈ-ফাদায়েলিস সাহাবাহ, পৃষ্ঠা ৭৭, হাদীস ২৯৫।

(৪) আহমদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৭৭।

জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ সহীহ বুখারীর এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এজন্যই তিনি নিজের ইন্তেকাল এবং ইন্তেকালের পর তাঁর সঙ্গে সর্ব প্রথম মিলিত হওয়ার সংবাদটি কেবল তাঁকেই (মা ফাতিমাকে) একান্তে প্রদান করেছেন।

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ সহীহ বুখারীর এই হাদীস শরীফ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর ইলমে গাইবের আকীদা স্পষ্ট ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সংশ্লিষ্ট অসুখে তিনি ইন্তেকাল করবেন বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম জানতেন। গাইবের এই সংবাদও তিনি জানতেন যে, তাঁর আহলে বাইতের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করবেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গাইবে অস্বীকার করা কুরআন ও হাদীসকে অস্বীকার করা এবং ধর্মদ্রোহীতা।

জরুরী ভাষ্য নং ৩ ঃ হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে মহা নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন, সে সম্পর্কের আরও বহু হাদীস বর্ণিত আছে। নীচে কয়েকটি হাদীস শরীফ পরিবেশিত হল –

হাদীস নং ২ ঃ হযরত জুমাই ইবনে উমাইর আত তাইমী বর্ণনা করেন যে, আমি আমার ফুফির সঙ্গে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর নিকটে গিয়েছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে ছিলেন? হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, হযরত ফাতিমা, পুণরায় জিজ্ঞাসা করা হল 'পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কে ছিলেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁর স্বামী হযরত আলী। আমার জানামতে তিনি খুব... রোযা রাখতেন এবং রাত্রে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৭০১, হাদীস- ৩৮৭৪।

(২) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা ১৭১, হাদীস ৪৭৪৪।

(৩) তিবরানী-মুয়জামুল কাবীর, খন্ড- ২২, পৃষ্ঠা ৪০৩, হাদীস- ১০০৮।

(৪) মিয্যী-তাহযীবুল কামাল, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা ৫১২।

হাদীস নং ৩ ঃ হযরত ইবনে বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলইহি অসাল্লাম-এর নিকট নারীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৯৮, হাদীস ৩৮৬৮।

(২) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা ১৪০, হাদীস ৮৪৯৮।

(৩) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৮, হাদীস ৪৭৩৫।

হাদীস নং ৩ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলইহি অসাল্লাম-এর দাস হযরত সাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলইহি অসাল্লাম কোন সফরে বেরোতেন তখন পরিবারের মধ্যে সবশেষে যাঁর সঙ্গে কথা বলতেন তিনি হলেন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে যাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন তিনি হলেন হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)

তথ্যসূত্র ঃ (১) আবু দাউদ-সুনান, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা ৮৭, হাদীস ৪২১৩।

(২) আহমাদ-মুসনাদ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৫।

(৩) বাইহাকী-সুনানুল কুবরা, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুস হাদীস

হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হলেন বেহেশ্‌তী নারীদের নেত্রী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

"আন আয়েশাতা রাদিয়াল্লাহু আনহা ক্বলাত ফাক্বালান্নাবীয়ু সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আমা তারদাইনা আন তাকুনি'য়ে সাইয়েদাতান্নেসায়ে আহলিল জান্নাতে আও নেসায়িল মু'মেনীনা"

অনুবাদ ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে বলেন, "(হে ফাতিমা!) তুমি কি একথার উপর সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হলে জান্নাতের নারীবর্গের নেত্রী অথবা মু'মীন নারীবর্গের নেত্রী।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) বুখারী-সহীহ-খন্ড নং ৩, পৃষ্টা ১৩২৬, হাদীস ৩৪২৬।

(২) বুখারী-সহীহ-খন্ড নং ৩, পৃষ্টা ১৩২৭, হাদীস ৩৪২৭।

(৩) মুসলিম-সহীহ-খন্ড নং ৪, পৃষ্টা ১৯০৪, হাদীস ২৪৫০।

(৪) আহমদ বিন হাম্বাল-মুসনাদ-খন্ড নং ৬, পৃষ্টা ২৮২।

জরুরী ভাষ্য ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এই হাদীস থেকে হযরত মা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর গৌরবান্বিত মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। জান্নাতী নারীবর্গের নেত্রী তিনি! মুমীন নারীবর্গের নেত্রী তিনি! এই বিষয়বস্তুর উপর আরও বহু হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে আমি কয়েকটি হাদীস পরিবেশন করছি ঃ

হাদীস নং ২ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'হে ফাতিমা! তুমি কি এই কথার উপর সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হলে মুসলিম নারীবর্গের সর্দার অথবা আমার এই উম্মতের সকল নারীবর্গের সর্দার।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) বুখারী-সহীহ- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-২৩১৭, হাদীস নং ৫৯২৮।

(২) মুসলিম-সহীহ- খন্ড ৪, পৃষ্ঠা-১৯০৫, হাদীস নং ২৪৫০।

(৩) নাসাঈ-ফাদায়েলিস সাহাবাহ- খন্ড ১, পৃষ্ঠা-৭৭, হাদীস নং ২৫৩।

(৪) আহমাদ-ফাদায়েলিস সাহাবাহ- খন্ড ২, পৃষ্ঠা-৭৬২, হাদীস নং ১৩৪২।

হাদীস নং ৩ ঃ হযরত হুজায়ফা (রাদিয়াল্লাহু অনহা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাই অসাল্লাম বলেন, একজন ফারিস্তা যে কখন ও রাত্রের পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করে নি, সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল যে আমার দরবারে এসে আমাকে সালাম জানাবে এবং আমাকে এই সুসংবাদ দান করবে যে, ফাতেমা জান্নাতের সকল নারীর নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতের সকল যুবকদের নেতা।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযি-সুনান- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-৬৬০, হাদীস নং ৩৭৭১।

(২) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-৮০, হাদীস নং ৮২৯৮।

(৩) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-৯৫, হাদীস নং ৮৩৬৫।

(৪) আহমাদ-মুসনাদ- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-৩৯১।

(৫) ইবনে আবি শাইবাহ-মুসান্নাফ- খন্ড ৬, পৃষ্ঠা-৩৮৮, হাদীস নং ৩২২৭১।

(৬) হাকীম-মুস্তাদরাক- খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস নং ৪২৭১।

হাদীস নং ৪ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আকাশের একজন ফেরেশতা যে কখনও আমার জিয়ারত করে নি, সে আল্লাহর নিকট আমাকে জিয়ারত করার জন্য অনুমতি চাইল এবং আমাকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করল যে, হযরত ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আমার উম্মতের সকল নারীগণের নেত্রী।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিবরানী-মুয়াজামুল কাবীর- খন্ড ২২, পৃষ্ঠা-৪০৩, হাদীস নং ১০০৬।

(২) বুখারী-তারীখুল কাবীর- খন্ড ১, পৃষ্ঠা-২৩২, হাদীস নং ৭২৮।

(৩) যাহাবী-সাইয়ির আলাম আন নাবালা- খন্ড ২, পৃষ্ঠা-১২৭।

(৪) মিয়যি-তাহযীবুল কামাল- খন্ড ২৬ পৃষ্ঠা-৩৯১।

হাদীস নং ৫ ঃ হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'হে ফাতিমা! তুমি কি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট নও যে তুমি সকল জান্নাতবাসী নারীবর্গের, আমার উম্মতের সকল নারীবর্গের এবং সকল মু'মীন নারীবর্গের নেত্রী।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) নাসাঈ-সুনাসুল কুবরা- খন্ড ৪, পৃষ্ঠা-২৫১, হাদীস নং ৭০৭৮।

(২) নাসাঈ-সুনাসুল কুবরা- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা-১৪৬, হাদীস নং ৮৫১৭।

(৩) হাকীম-মুস্তাদরাক- খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-১৭০, হাদীস নং ৪৭৮।

(৪) ইবনে সায়াদ-তাবাকাতুল কুবরা- খন্ড ২, পৃষ্ঠা-২৪৭।

আল্লাহ পাক আহলে বাইতকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরার আমাদের সকলকে তওফীক দান করুন। আমীন.....

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ সাহেবের কলমে রচিত "ইসলামী সমাজ গঠনের রূপরেখা" গ্রন্থটি প্রকাশের পথে।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুস সুন্নাহ হাদীস

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সুউচ্চ মর্যাদা

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

"আন যাইদ ইবনে আরকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াকুলো আওয়ালো মান আসলামা আলী'উন"

অনুবাদ ঃ হযরত যাইদ বিন আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমীযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫৪৩, হাদীস ৩৭৩৫।

(২) আহমাদ বিন হাম্বাল-মুসনাদ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৬৭।

(৩) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪৭, হাদীস ৪৬৬৩।

(৪) ইবনে আবি শাইবাহ-মুসান্নাফ, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৭১, হাদীস ৩২১০৬।

(৫) তাবারানী-মুয়জামুল কাবীর, খন্ড ১১, পৃষ্ঠা ৪০৬, হাদীস ১২১৫১।

(৬) হাইশামী-মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ১০২।

জরুরী ভাষ্য ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সর্বপ্রথম হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নামায পাঠ করেছিলেন।' ইমাম তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, এসম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু বিদ্বান বলেছেন যে, সর্বপ্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিছু মুহাদ্দিস বলেন, সর্ব প্রথম হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিছু মুহাদ্দিসের অভিমত হল যে, পুরুষদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহনকারী হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু), বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহনকারী হলেন হযরত খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)।

তথ্যসূত্র ঃ তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৪২, হাদীস ৩৭৩৪।

হাদীস নং ৩ ঃ হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মাদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ প্রদান করলেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তুমি কি এসম্পর্কে সন্তুষ্ট নও যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঐরূপ, যেরূপ সম্পর্ক হযরত হারুণের ছিল হযরত মুসার সঙ্গে। তবে আমার পরে কেউ নবী হবে না।

তথ্যসূত্র ঃ (১) বুখারী-সহীহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬০২, হাদীস ৪১৫৪।

(২) মুসলিম-সহীহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৭০, হাদীস ২৪০৪।

(৩) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৩৬, হাদীস ৩৭২৪।

(৪) আহমাদ-মুসনাদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫, হাদীস ১৬০৮।

হাদীস নং ৪ ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ভালোবাসেন ঃ হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কিছু যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে (মাদীনাতে) পেছনে থাকার নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে নারী ও শিশুদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'তুমি কি এসম্পর্কে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঐরূপ, যেরূপ সম্পর্ক হযরত হারুণের ছিল হযরত মুসার সঙ্গে। তবে আমার পরে আর কেউ নবী হবে না।' আমি (বর্ণনাকারী) খয়বরের দিন (মহা নবীকে) বলতে শুনেছি, আগামীকাল আমি ঐ ব্যক্তি হাতে পতাকা ন্যস্ত করব যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে এবং যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালোবাসেন। সুতরাং আমরা সকলে ঐ সৌভাগ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'আলীকে আমার নিকটে নিয়ে এস। হযরত আলীকে ডেকে নিয়ে আসা হল। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলীর চোখে নিজের পবিত্র থুথু লাগালেন এবং তাঁর হাতে পতাকা ন্যস্ত করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর হাত দিয়েই খইবার জয় করালেন।'

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৮৭১, হাদীস ২৪০৪।

(২) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৩৮, হাদীস ৩৭২৪।

নূরানী ইসলামী জ্ঞান

১. প্রথম হিজরী ১২ রাবিউল আওয়ালে সর্বপ্রথম জুমআর নামায পড়া হয়।
২. কাবা ঘরের মধ্যে সর্ব প্রথম নামায পড়া হয় হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহনের দিন।
৩. ১৭ই রমজান সোমবার থেকে হুযূরের প্রতি কোরআন পাকের নজুল শুরু হয়।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুল হাদীস

কেবল মুনাফিক ব্যক্তিই হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং কেবল মুমিনই তাঁকে ভালোবাসে

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

"আন যিররিন ক্বালা ক্বালা আলীউন, অল্লাযী ফালাকাল হাব্বাতা অ-বারাআন নাসামাতা ইল্লাহু লাআহাদান নাবীউন উম্মী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এলাইয়া আন লা ইয়ুহিব্বুনী ইল্লা মোমিনুন অলা ইয়ুবগিযনী ইল্লা মুনাফিকুন রাওয়াহু মুসলিমুন।"

অনুবাদ ঃ "হযরত জির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, শপথ ঐ সত্বার যিনি শষ্যদানাকে অঙ্কুরিত করেছেন এবং প্রাণীকুলকে সৃষ্টি করেছেন। নবী উম্মী সাল্লাল্লহো আলাইহি অসাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কেবল মুমিনই আমাকে ভালোবাসবে এবং কেবল মুনাফিকই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ-খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা ৮৬, হাদীস ৭৮।

(২) ইবনে হিব্বান-সহীহ-খন্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা ৩৬৭, হাদীস ৫৯২৪।

(৩) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা-খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা ৪৭, হাদীস ৮১৫৩।

(৪) ইবনে আবি শাইবাহ-মুসান্নাফ-খন্ড নং৬, পৃষ্ঠা ৩৬৫, হাদীস ৩২০৬৪।

(৫) আবু ইয়ালাহ-মুসনাদ-খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা ২৫০, হাদীস ২৯১।

(৬) বাজজার-মুসনাদ-খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা ১৮২, হাদীস ৫৬০।

জরুরী ভাষ্য ঃ এই হাদীস শরীফখানির গুরুত্ব ব্যপক। চতুর্থ খালীফা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি খারিজী বিদআতীরা বিদ্বেষ পোষণ করে। এটা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সমসাময়িক খারিজীগণও তাঁর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করত এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। খারিজীরা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য ধিকৃত এবং শিয়ারা প্রথম তিন খালীফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য ধিকৃত। তাই নিজেদের ঈমানকে নিরাপদ রাখার জন্য আহলে সুন্নাত অ-জামাআতকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকা অত্যাবশ্যক।

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ভালোবেসা যে মু'মিনের বৈশিষ্ট এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যে মুনাফিকেরই বৈশিষ্ট, এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি পরিবেশিত হল।

হাদীস নং ২ ঃ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবীয়ুল উম্মী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কেবল মুমিনই তোমাকে ভালোবাসবে এবং স্রেফ কোন মুনাফিকই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। (তথ্যসূত্র ঃ তিরমিযী-জামেউস সহীহ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৪৩, হাদীস ৩৭৩৬)

হাদীস নং ৩ ঃ হযরত উম্মে সালমাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, কোন মুনাফিক হযরত আলীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ভালোবাসতে পারে না এবং কোন মু'মিন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-জামেউস সহীহ-খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৩৫।

(২) আবু ইয়ালা-মুসনাদ-খন্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩৫২, হাদীস ৬৯৩১।

(৩) তাবরানী-মুয়জামুল কাবীর, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫, হাদীস ৮৮৬।

হাদীস নং ৪ ঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের যুগে আমরা আমাদের মধ্যেকার মুনাফিকদেরকে হযরত আলীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি বিদ্বেষ থেকেই চিনে নিতাম।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তাবরানী-মুয়জামল আওসাত-খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬৪, হাদীস ৪১৫১।

(২) হাইশামী-মাজমাউজ জাওয়ায়েদ-খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ১৩২।

হাদীস নং ৫ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন নবীগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের নিকট থেকে রাজত্ব কাড়বেন হযরত আলীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার জন্য।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) দায়লামী-ফিরদৌস-খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৪, হাদীস ১৩৮৪।

(২) জাহাবী মীযামুল এয়তেদাল খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৫১।

হাদীস নং ৬ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আমরা আনসারগণ মুনাফিকদেরকে চিনতে পারতাম হযরত আলী বিন আবু তালেবের প্রতি বিদ্বেষ থেকে।

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-জামেউস সহীহ-খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৩৫, হাদীস ৩৭১৭।

জরুরী সতর্কীকরণ ঃ উপরে উল্লেখিত হাদীস শরীফ সমূহের দর্পনে ঈমান পরীক্ষার একটি মাপকাঠি হল হযরত আলীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রতি ভালোবাসা। কোন মুনাফিক হযরত আলীকে ভালোবাসতে পারে না। পক্ষান্তরে কোন মু'মিন হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম মুনাফিকদেরকে হযরত আলীর প্রতি বিদ্বেষ থেকে চিনে নিতেন! বর্তমান যুগেও এই মাপকাঠি ব্যবহার করে মুনাফিকদেরকে চিনে নেওয়া যেতে পারে! আজকাল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় কিছু স্বঘোষিত সংস্কারক ইসলাম সম্পর্কে লম্বা লম্বা ভাষণ দেয় কিন্তু একটু মনোযোগ ও সতর্কতাপূর্বক শ্রবন করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এদের অন্তর আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরিতায় পরিপূর্ণ। আল্লাহ পাক খারিজী বিদয়াতীগণের খপ্পর থেকে মুসলমানদেরকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুস হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যা মাওলা (অভিভাবক) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার মাওলা (অভিভাবক)

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

"আন শো'বাতা ..... আন নাবীয়ো সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ক্বলা ঃ মান কুনতু মাওলাহু, রাঅহুত তারমিযি'উ অ ক্বলা হাযা হাদীসুন হাসানুন স্বাহিহুন।"

অনুবাদ ঃ "হযরত শুয়বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমি যার মাওলা (অভিভাবক) আলী তার মাওলা (অভিভাবক)"।

এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর "জামে-উস-সহীহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, "এই হাদীসটি হাসান সহীহ"। ইমাম তিরমিযী আরও বলেন, "এই হাদীসটি হযরত শুয়বাহ মায়মুন আবু আব্দুল্লাহর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি জায়েদ বিন আকরামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন এবং যিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

অতি জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ এই হাদীসটির 'সহীহ' হওয়ার বিষয়ে সকল হাদীস-বিশেষজ্ঞ এবং ইমামগণের ঐক্যমত রয়েছে। এমন কি হাদীস অস্বীকারকারীদের ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানীও এই হাদীসটিকে 'সহীহ' বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, এই হাদীসের সনদ বুখারী এবং মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। (তথ্যসূত্র ঃ সিলসিলাত উল আহাদীসিস সহীহাহ, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৩১, হাদীস ১৭৫০)

উপরের হাদীসটির বিশদ তথ্যসূত্র ঃ

১। তিরমিযী-জামে উসসহীহ-খন্ড ৬, পৃষ্ঠা- ৭৯, হদীস ৩৭১৩।

২। আহমাদ বিন হাম্বাল-ফাদায়েলউস সাহাবাহ-খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫৯, হাদীস ৯৫৯।

৩। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল কাবীর, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৯৫, হাদীস ৫০৭১।

৪। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল কাবীর, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৪, হাদীস ৫০৯৬।

৫। ইবনে কাসীর- আল বিদায়া অন নিহায়াহ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬৩।

৬। ইবনে হাজার আসক্বালানী-তাজিল উল মানফাহ, পৃষ্ঠা ৪৬৪, হাদীস ১২২২।

৭। ইবনে আবি আসিম-আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬০৩, হাদীস ১৩৬১।

৮। ইবনে আসাকির-তারিখ দিমাস্ক আল কাবীর।

৯। ইবনে আসীর-আসাদ উল গাবাহ, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩২।

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ এই হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে–

১। হাকীম-আল মুস্তাদরাক, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৪, হাদীস ৪৬৫২।

২। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল কাবীর, খন্ড ১২, পৃষ্ঠা ৭৮ হাদীস ১২৫৯৩।

৩। খাতিব বাগদাদী-তারিখে বাগদাদ, খন্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

৪। হাইশামী-মাজমা উজজাওয়ায়েদ, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ১০৮।

৫। ইবনে আসাকির-তারিখ দিমাস্ক আল কাবীর।

৬। ইবনে কাসীর-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, খন্ড ৫ পৃষ্ঠা ৪৫১।

জরুরী ভাষ্য নং ৩ ঃ এই হাদীসটি হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে –

১। ইবনে আবি আসিম-আস সুন্নাহ- পৃষ্ঠা ৬০২, হাদীস ১৩৫৫।

২। ইবনে আবিশাইবাহ-আল মুসান্নাফ-খন্ড ১২, পৃষ্ঠা ৫৯, হাদীস ১২১২১।

জরুরী ভাষ্য নং ৪ ঃ এই হাদীসটি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে–

১। ইবনে আবি আসিম-আস-সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬০২, হাদীস ১৩৫৪।

২। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল কাবীর, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৩, হাদীস ৪০৫২।

৩। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল কাবীর, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৯, হাদীস ৩৪৮।

জরুরী ভাষ্য নং ৫ ঃ এই হাদীসটি হযরত সাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে –

১। ইবনে আবি আসিম-আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬০২, হাদীস ১৩৫৮।

২। ইবনে আবি আসিম-আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬০৫, হাদীস ১৩৭৫।

৩। ইবনে আসাকির-তারিখ দিমাস্ক আল কাবীর, খন্ড ২০ পৃষ্ঠা ১১৪।

৪। দিয়া মাকদিসি-আল অহাদীস উল মুখতারাহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৯, হাদীস ৯৩৭।

জরুরী ভাষ্য নং ৬ ঃ এই হাদীসটি হযরত আবু বুরায়দা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে –

১। আব্দুর রাজ্জাক-মুসান্নাফ, খন্ড ১১, পৃষ্ঠা ২২৫, হাদীস ২০৩৮৮।

২। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল সাগীর, খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৭১।

৩। ইবনে আবি আসিম-আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬০১, হাদীস ১৩৫৩।

৪। ইবনে কাসীর-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৫৭।

৫। হিন্দী-কানজ উল উম্মাল, খন্ড ১১, পৃষ্ঠা ৬০২।

জরুরী ভাষ্য নং ৭ ঃ এই হাদীসটি হযরত হাবসা বিন জুনাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গন্থাবলীতে ঃ

১। ইবনে আমি আসিম- আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৬০২, হাদীস ১৩৫৯।

২। হিন্দী-কনজ উল উম্মাল, খন্ড ১১, পৃষ্ঠা ৬০৮।

জরুরী ভাষ্য নং ৮ ঃ এই হাদীটি হযরত মালিক বিন হুয়ায়রিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে–

১। তাবারানী-আল মুয়াজাম উল কাবীর, খন্ড ১৯, পৃষ্ঠা ২৫২, হাদীস ৬৪৮।

২। হাইশামী-মাজমা উজজাওয়ায়েদ, খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ১০৬।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

দারুস সুন্নাহ হাদীস

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল মুমিনের মাওলা ও ওলী (অভিভাবক)

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رِوَايَةٍ طَوِيلَةٍ مِنْهَا إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي

অনুবাদ ঃ "হযরত ইমরান বিন হুসাঈন এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে এবং আমার পরে সে প্রত্যেক মুসলমাদের ওলী (অভিভাবক)।"

এই হাদীসটি ঈমাম তিরমিযী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এই হাদীসটি হাসান।

তথ্যসূত্র ঃ ১। তিরমিযি-জামেউস সহীহ-খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৩২ # ৩৭৯২।

২। ইবনে হিব্বান -সহীহ - খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৩৭৩ # ৬৯২৯।

৩। হাকিম - মুস্তাদরাক -খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৯ # ৪৫৭৯।

৪। নাসাঈ -সুনানুল কুবরা- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩২ # ৮৪৭৪।

৫। ইবনে আবী শাইবাহ-মুসান্নাফ - খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৭৩ # ৩২১২১।

৬। আবু ইয়ালা - মুসনাদ -খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৩ # ৩৫৫।

৭। তাবারানী - মুয়াজামুল কাবীর - খন্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১২৮ # ২৬৫।

জরুরী ভাষ্য ঃ চতুর্থ খালীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর নাম ইসলামের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। যাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং মুসলমানদের 'মাওলা' এবং 'ওলী' হিসেবে বিশেষিত করেছেন তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে আর কি বলার থাকতে পারে! হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে মুসলমানদের 'মাওলা' এবং 'ওলী' সে সম্পর্কে আরও অজস্র হাদীস বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটি পরিবেশিত হল –

হাদীস নং ২ ঃ হযরত সায়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "আমি যার অভিভাবক, আলী তার অভিভাবক'। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে আরও বলতে শুনেছি (হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে), 'আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক সেরূপ, যেরূপ মুসার ছিল হারুণের সঙ্গে, তবে আমার পরে কেউ নবী হবে না'।

তথ্যসূত্র ঃ ১। ইবনে মাজাহ-সুনান, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৪৫ # ১২১।

২। নাসাঈ - আল খাসায়েস আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবি ত্বলিব, পৃষ্ঠা ৩২ # ৯১

হাদীস নং ৩ ঃ হযরত ইবনে আ-জির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ সম্পাদন করলাম। তিনি রাস্তায় এক জায়গায় থামলেন এবং জামাআতের সঙ্গে নামায পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি হযরত আলীর হাত ধরে বললেন, "আমি কি মু মিনদের প্রানের চেয়ে অধিক নিকট নই?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই'। তিনি বললেন, "এ (হযরত আলী) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির ওলী (অভিভাবক) যার আমি অভিভাবক। হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এঁকে ভালোবাসে তাকে তুমি ভালোবাস, যে এর সঙ্গে শত্রুতা করে তার সঙ্গে তুমিও শত্রুতা কর।"

তথ্যসূত্র ঃ ১। ইবনে মাজাহ - সুনান - খন্ড - ১, পৃষ্ঠা ৮৮ # ১১৬।

২। ইবনে কাসীর - আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ - খন্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ১৬৮।

৩। ইবনে আসাকীর - তারিখ দিমাশক আল কাবীর - খন্ড ৪৫, পৃষ্ঠা ১৬৭।

৪। ইবনে আবী আসীম - আস সুন্নাহ - পৃষ্ঠা ৬০৩ # ১৩৬২।

হাদীস নং ৪ ঃ হযরত বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আলীর সঙ্গে ইয়ামেনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলাম এবং তাঁর সম্পর্কে আমার কিছু অভিযোগ ছিল। যখন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকটে ফিরে এলাম তখন হযরত আলীর কথা কিছুটা আপত্তিকর ভাবে উত্থাপন করলাম। আমি দেখলাম যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখমন্ডল আরক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "হে বুরাইদাহ! আমি কি মুমিনদের প্রাণের চেয়ে নিকটতর নয়?" আমি বললাম, 'অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম!' তিনি বললেন, "আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা।"

তথ্যসূত্র ঃ ১। নাসাঈ-আসসুনানুল কুবরা - খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩০ # ৮৪৬৫।

(এরপর ৩ পাতায়)

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরসে হাদীস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হলেন জ্ঞানের শহর এবং হযরত আলী হলেন দরজা

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

হাদীস নং ১ ঃ

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ: اَنَا دَارُالْحِكْمَتِ وَ عَلِيّ بَابُهَا

অনুবাদ ঃ "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমি হলাম হিকমাতের ঘর এবং আলী তার দ্বার।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-জামেউস সহীহ-খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা ৬৩৪, হাদীস নং ৩৭২৩।

(২) আহমাদ বিন হামবল- ফাদায়েলুস সাহাবা, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা ৬৩৭, হাদীস নং ১০৮১।

(৩) আবু নঈম-হিলয়াতুল আওলিয়া, খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা ৬৪।

হাদীস নং ২ ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَ قَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী হল তার দ্বার। সুতরাং যে ব্যক্তি শহরে প্রবেশ করতে চাই, তাকে এই দরজার মাধ্যমে প্রবেশ করতে হবে।"

তথ্যসূত্র ঃ হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩৭, হাদীস নং ৪৬৩৭।

ঈমাম হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন এই হাদীসটি সহীহ।

কৌমে মুসলিমের প্রতি

বেরাদারানে ইসলাম! আস্সালামো আলাইকুম।

বর্তমানে মিল্লাতে ইসলামের করুণ দশার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন মনে হয় না। পরপর আমাদের প্রবীন নেতৃত্ব দুনিয়া ছাড়ছে, কেউ অবসার চাইছে, আর কেউ ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু ফারযে কেফায়ার মত কাজ করে কৌমের 'দূর্দশা' চুপচাপ বসে বসে দেখতে রয়েছেন। এইসব দেখে খুব দুঃখ হচ্ছে। আমরা নতুন প্রজন্ম, প্রবীনদের কাছে কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা চেয়েছিলাম। কিন্তু আফসোস, তাদের চরণধুলির নাগাল পেলাম না। অবশেষে কালিয়াচকের সারযমিনে "এদারা-এ-শারীয়া" নামক সংস্থার মাধ্যমে, নতুন প্রজন্মের ইসলামী কাজের উদ্যোগকে পুঁজি করে, মুসলিম উম্মাহর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে আরম্ভ করেছি। আমরা এখন শুরু করতে পেরেছি দারুল ইফতা, দাওয়াতে হাক, পত্রিকা, বই-পুঁথি প্রকাশনা ইত্যাদি। আমাদের অনেক বড় কর্মসূচী আছে। এখন এর কার্যালয়ের জন্য একটি জায়গা ক্রয় করা হয়েছে এবং অফিসের জন্য দুটি ঘর ক্রয় করা হয়েছে। এবার এর নির্মান কার্যের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। আল্লাহর ওয়াস্তে, দ্বীনের খাতিরে আপনাদের সহযোগিতার ও জাকাত, ফিতরা, আকীকা, কুরবানী, ওশর ছাড়াও আপনাদের এককালিন দান করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা সমস্ত আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের জনগণের সঙ্গে পূর্ণ আন্তরিক। আমাদের কাজগুলো যদি সাত্যি ইসলামের উন্নয়নের জন্য হয় তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গ দেবেন, অন্যথায় ভুল হলে আমাদের সংশোধন করার দায়িত্ব আপনাদের আছে।

ইতি–

সম্পাদক,

এদারা-এ-শারীয়া কালিয়াচক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারসে হাদীস

ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ভালোবাসা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ভালোবাসা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মহানবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

হাদীস নং ১

١٠/٣٤٩ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ عليهما السلام، فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

অনুবাদ ঃ হযরত আলী ইবনে আবীত্বলীব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঈমাম হাসান এবং ইমাম হুসাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর হাত ধরলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে, এই দুজনকে এবং তাঁদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে থাকবে।

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান-খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৪১, হাদীস ৩৭৩৩।

(২) আহমদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৭, হাদীস ৫৭৬।

ঈমাম তিরমিযী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই হাদীসটি হাসান।

হাদীস নং ২

١٦/٣٥٠ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﷺ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

অনুবাদ ঃ হযরত জাইদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান, এবং হযরত হুসাঈন রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তার সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব।'

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৯৯, হাদীস ৩৮৭০।

(২) ইবনে মাজাহ-আল মুকাদ্দামাহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫২, হাদীস ১৪৫।

(৩) হাকীম-মুস্তাদরক, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬১, হাদীস ৪৭১৪। (৪) তিবরানি-মুয়জামুল আওসাত, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮২, হাদীস ৫০১৫।

(৫) তিবরানি-মুয়জামুল কাবীর, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০, হাদীস ২৬২০।

হাদীস নং ৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

অনুবাদ ঃ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসল সে আমাকেই ভালো বাসল আর যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনের প্রতি বিদ্বেষ রাখল সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

তথ্যসূত্র ঃ (১) ইবনে মাজাহ-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১, হাদীস ১৪৩।

(২) নাসাই-সুনানুল কুবরা, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৯, হাদীস ৮১৬৮।

(৩) আহমদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮৮, হাদীস ৭৮৬৩।

(৪) তিবরানি-মুয়জামুল আওসাত, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০২, হাদীস ৪৭৯৫।

হাদীস নং ৪

١٨/٣٥٢ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

অনুবাদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালো বাসে তার প্রতি আবশ্যক হল সে যেন হাসান ও হুসাইন কেও ভালো বাসে।

তথ্যসূত্র ঃ (১) নাসাই-সুনানুল কুবরা, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫০, হাদীস ৮১৭০।

(২) ইবনে খুজাইমাহ-সহীহ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮, হাদীস ৮৮৭।

(৩) বায্যার-মুসনাদ, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২৬, হাদীস ১৮৩৪।

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

- ☐ বর্তমান পরিস্থিতি। ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
- ☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
- ☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক। ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
- ☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
- ☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
- ☐ নারী সম্পর্কীয়। - *সম্পাদক।*

দারসে হাদীস

নামায বর্জনের ভয়াবহ পরিণতি

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

হাদীস নং ১

١٣٤/١٦. عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ أَبُوْ عِيْسَى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

অনুবাদ ঃ হযরত আবু বুরাইদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের, অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরি করল।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান-খন্ড ৫, পৃষ্ঠা- ১৩, হাদীস ২৬২২।

(২) নাসাঈ-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩১, হাদীস ৪৬৩।

(৩) ইবনে মাজাহ-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪২, হাদীস ১০৭৯।

(৪) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৮, হাদীস ১১।

(৫) বাইহাকী-সুনানুল কুবরা, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৬, হাদীস ৬২৯১।

হাদীস নং ২

١٣٣/١٣. عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ

অনুবাদ ঃ হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "মানুষ এবং কুফরের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে নামায পরিত্যাগের"।

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৮, হাদীস ৮২।

(২) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩, হাদীস ২৬২।

(৩) নাসাঈ-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩১, হাদীস ৪৬৩।

(৪) ইবনে মাজাহ-সুনান, খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৪২, হাদীস ১০৭৮।

(৫) আবু দাউদ-সুনান, খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ২১৯, হাদীস ৪৬৭৮।

হাদীস নং ৩

١٢٩/١١. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَاَحْمَدُ.

অনুবাদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সন্তান-সন্ততি যখন সাত বছরে পদার্পন করবে তখন তাদেরকে নামায পাঠের নির্দেশ প্রদান কর। যখন সে দশ বছরে পদার্পন করে এবং যদি নামায পাঠ না করে তাহলে তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের ঘুমানোর জায়গা পৃথক করে দাও।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫৯, হাদীস ৪০৮। (২) আবু দাউদ-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৩, হাদীস ৪৯৪,

(৩) আহমাদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৭।

(৪) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১১, হাদীস ৭০৮।

(৫) বাইহাকি-সুনানুল কুবরা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৮, হাদীস ৩০৫০।

জরুরী ভাষ্য ঃ নামায পরিত্যাগকারী কাফের নয় কিন্তু কঠোর গুনাহগার। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন যে, সর্বাধিক হতভাগা ও বঞ্চিত হল নামায পরিত্যাগকারী ব্যক্তি। রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন যে, যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে অবস্থায় আল্লাহ ক্রোধান্বিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুস হাদীস

ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর দুটি ফুল

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

হাদীস নং ১

عَنِ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ، فَقَالَ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُوْنَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ.

অনুবাদ ঃ হযরত ইবনে আবিনা'ম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এহরাম বন্ধনকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। শোয়বা বলেন যে, আমার মনে হয় এহরাম বন্ধনকারীর দ্বারা মাছিকে হত্যা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইরাকীরা মাছিকে হত্যা করা সম্পর্কে জানতে চাইছে অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর দৌহিত্র (ইমাম হুসাঈন) কে হত্যা করেছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন যে ঐ দুজন (ইমাম হাসান ও হুসাইন) হলেন পৃথিবীতে আমার দুটি ফুল"।

তথ্যসূত্র ঃ (১) সহীহ বুখারী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩৭১, হাদীস ৩৫৪৩।

(২) আহমাদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৯, হাদীস ৫৫৬৮।

(৩) ইবনে হিব্বান-সহীহ, খন্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৪২৫, হাদীস ৬৯৬৯।

হাদীস নং ২

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَعْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ؟ فَقَالَ ابْنُ إِلَى آخر الحديث

অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবিনা'ম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন ইরাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাপড়ে মশার রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এর দিকে চেয়ে দেখ! মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে অথচ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর সন্তান (ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করেছে এবং আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হাসান ও হুসাইন হল পৃথিবীতে আমার দুটি ফুল।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) তিরমিযী-সুনান, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৫৭, হাদীস ৩৭৭।

(২) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫০, হাদীস ৮৫৩।

(৩) আহমাদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৩, হাদীস ৫৬৭৫।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

দারুস হাদীস

প্রিয় নবীজী ﷺ নিজের মীলাদ নিজেই পাঠ করেছেন

সম্পাদকের টেবিল থেকে

একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন–

مَنْ اَنَا قَالُوْارَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ.

অর্থাৎ ঃ "তোমরা বল- আমি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন- আপনি আল্লাহর রাসূল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আব্দুল মোত্তালিবের নাতী, হাশেমের প্রপৌত্র এবং আবদ মনাফের পুত্রের প্রপৌত্র।" এই হাদীসের গুরুত্ব মতেই ইমামগণ চার কুরসিকে ফরজ বলেছেন।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও এরশাদ করেন–

وَمِنْ كَرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَىٰ اَحَدٌ سَوْاَتِىْ (طَبْرَانِىْ . زُرْقَانِىْ)

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, আমি খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউই দেখেনি।" (তাবরানী, জুরকানী) অন্যান্য রেওয়াতে পাক পবিত্র, নাভি কর্তনকৃত, সুরমা পরিহিত, বেহেস্তি লেবাস পরিহিত অবস্থায় ভূমিষ্ট হওয়ার বর্ণনা এসেছে। (মাদারেজুন্নুবুয়ত)

এছাড়াও জঙ্গে হোনায়নের যুদ্ধে যখন হাওয়াজিনের তীর নিক্ষেপে মুসলিম সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন, তখনও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একা যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন–

اَنَاالنَّبِىُّ لَا كَاذِبْ ، اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ .

অর্থাৎ ঃ "আমি আল্লাহর নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর।"

উপরোক্ত প্রথম ঘটনাটি দাঁড়িয়ে বলা এবং বর্ণনা করার নামই মীলাদ ও কেয়াম। সুতরাং মীলাদুন্নাবী ও কেয়াম স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরই সুন্নাত। দ্বিতীয় বর্ণনায় "অলাদাত" শব্দ এসেছে। এর অর্থ হলো আমি জন্মগ্রহন করেছি- ভূমিষ্ট হয়েছি- আবির্ভুত হয়েছি। সব বর্ণনায়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কেয়াম অবস্থায় ছিলেন। তিনি নিজেই কেয়াম করেছেন। সুতরাং বেলাদতের বর্ণনাকালে কেয়াম করা নবীজীরই সুন্নাত।

দরূদের ফযীলত

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আসমানে একজন অতি সম্মানিত ফেরেশতা দেখেছি, যিনি একটি পালঙ্কের উপর উপবেশন করে আছেন, তার চারপাশে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঘিরে উপবিষ্ট রয়েছে; সকলেই তার খেদমতে নিয়োজিত। এ ফেরেশতার প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে আল্লাহ তাআলা এক একজন ফেরেশতা পয়দা করেন, কিন্তু সেই সম্মানিত ফেরেশতা বর্তমানে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় 'কাফ পর্বতে' বসে বসে কাঁদছেন এবং তার সুন্দর ডানাগুলো ভেঙ্গে একাকার হয়েগেছে। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'হে জিবরাঈল! তুমি কি আমার জন্য আল্লাহর সমীপে সুপারিশ করবে? আমি তার এ করুণ অবস্থার হেতু জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মেরাজের রাতে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে অভিবাদন করতে না দাঁড়িয়ে পালঙ্কের উপরেই উপবিষ্ট ছিলাম। এ অবহেলার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে এ শাস্তি প্রদান করেছেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন ঃ 'অনন্তর আমি তার জন্য আল্লাহর সমীপে কান্নাকাটি করে সুপারিশ করলাম।' তখন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, 'হে জিবরাঈল! আমি তাকে আগের অবস্থা দিতে পারি, যদি সে আমার প্রিয় হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পড়ে।' এরপর সে ফেরেশতা আপনার প্রতি দরূদ শরীফের বদৌলতে পূর্বাবস্থায় ফিরতে সক্ষম হয়েছে।'

বাঁচুন এবং বাঁচান

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নাবী

এবং ওলামায়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ এ.কে. আজাদ

প্রিয় মোহতারাম, আস্‌সালামো আলাইকুম,

মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্মদিবসে আল্লাহ পাকের সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, সীরাত চর্চা করেন, নফল ইবাদত করেন ও আনন্দ প্রকাশ করেন। কুরআন-হাদীসে বিশেষজ্ঞ মনিষাবর্গের মতে, মীলাদুন্নাবী উদযাপন প্রশংসনীয় ও কল্যানকর কর্ম। শীর্ষস্থানীয় আহলে হাদীস-সালাফী ওলামাগণও এসম্পর্কে একমত। সাহাবাগণের আমলে মীলাদুন্নাবী বর্তমান স্বরূপে উদযাপিত হোত না যেমন সাহাবাগণের আমলে আল কুরআন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাদীস শাস্ত্র তথা উসুলে হাদীস বর্তমান স্বরূপে ছিল না কিন্তু এগুলি কোনটিই শির্ক, বিদআত বা হারাম নয়। মীলাদুন্নাবীকে ফরজ বা ওয়াজিব বলা যেমন গোঁড়ামি, তেমনি একে শির্ক বা বিদআত বলা ফিৎনা ও উগ্রবাদ। আল কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই বা এমন একটিও হাদীস নেই যেখানে মীলাদুন্নাবী পালনকে শির্ক, বিদআত বা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কুরআনে মীলাদুন্নাবী সম্পর্কে দিক নির্দেশনা

নং ১ - আল্লাহ পাক বলেন, "আপনি বলুন, আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।" (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)।

এই আয়াতে দুটি বিষয়কে আনন্দ হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল 'ফাজল' অপরটি 'রহমত'। এমন অভাগা মুসলমান কে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে আল্লাহর রহমত মনে করে না। আল্লামা ইবনে জাওজী 'জাদাল মাসির ফি ইলমুল তাফসীর' (৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪০) এবং ইমাম জালালু দ্দিন সুয়ূতী 'দাররুল মানসুর' (খঃ ৪, পৃঃ ৩৩০) গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে রাহমাত বলতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে বোঝান হয়েছে। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীবকে কুরআনের একাধিক জায়গায় 'রাহামাত বলে বিশেষিত করেছেন। যেমন, আল্লাহপাক বলেন, "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭) সোজা কথায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহ পাকের 'অনুগ্রহ'। সুতরাং সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াত অনুযায়ী, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর পবিত্র বিলাদতের উপর আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহ পাকেরই নির্দেশ।

নং ২ - "ঈসা ইবনে মারিয়াম বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব (ঈদ) হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে।" (সূরা মা-ইদাহ, আয়াত ১১৪)। এ থেকে প্রতীয়মান হল, যে দিনে আল্লাহ তাআলার খাস রহমত নাজিল হয়, সেদিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা ও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরই অনুসৃত পথ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর আগমন ঐ খাঞ্চা থেকে অনেক বড় নিয়ামত। সুতরাং তাঁর পবিত্র জন্মদিনও ঈদের মত এবং এই দিনটিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, খুশী প্রকাশ করা ও ইবাদত করা আল্লাহর মকবুল বান্দাদেরই তরীকা।

নং ৩ - নবী-রসূলগণের জন্মদিনে ও তিরোধান দিবসে তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ পাক বলেন, "তাঁর (য়্যাহয়া) প্রতি শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহন করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মারিয়াম, আয়াত ১৫)। এই আয়াত সমূহ থেকে প্রমানিত হয় যে, মীলাদুন্নাবী উদযাপন করা আল কুরআনের নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা মু'মিনদের হৃদয়কে নব সঞ্জীবনা সুধায় প্রাণবন্ত করে।

এক শ্রেণির মানুষ সূরা মা-ইদার ৩ নং আয়াত "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" এর অপব্যাখ্যা করে সরলপ্রাণ মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন যেদিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তারপরে মীলাদুন্নাবী পালন প্রচলিত হয়েছে এবং তাই এটি ইসলামে মৌলিক সংযোজন ও হারাম।

প্রিয় মোহতারাম! আল কুরআনের আয়াত অস্বীকার করা বা এমন কোন বিধান প্রচলন করা যা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী, তাই হারাম। মীলাদুন্নাবীতে সম্পাদিত কোন কর্মই কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি আল কুরআনে বর্ণিত মূলনীতির অধীন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে সাহাবায়ে কেরাম তো একগুচ্ছ নতুন বিষয় সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলন করেছিলেন। উপরের সংকীর্ণ ফতোয়া যদি গ্রহন করা হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামও কি ধর্মে সংযোজন ও হারাম কাজ করেছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ)। সাহাবায়ে কেরাম কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছিলেন (সহীহ বুখারী), হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জুমআয় দ্বিতীয় আযান পালন করেন (বাইহাকী), ইবনে উমর তাশাহুদের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ প্রচলন করেন (বুখারী) ইত্যাদি। সাহাবায়ে কেরাম এ কাজগুলিকে কল্যানকর মনে করেছিলেন বলেই প্রচলন করেছিলেন। এগুলি ধর্মে পরিবর্তন নয়। অনুরূপভাবে মীলাদুন্নাবীও ধর্মে পরিবর্তন নয় বরং কুরআন-হাদীসে নির্দেশিত মূলনীতির অধীন।

একটি প্রশ্নের উত্তর - এক শ্রেণির মানুষ এই হাদীস "তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নতকে দাঁত দ্বারা শক্ত করে ধরে থাকা।" হাদীসটির অপব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে, মীলাদুন্নাবী সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রচলিত ছিল না, তাই মীলাদুন্নাবী পালন করা হারাম। প্রকৃত পক্ষে এই হাদীসের মর্মার্থ হল, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ হচ্ছে হিদায়ত প্রাপ্তির সহায়ক এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে গুমরাহির নামান্তর। এমন একটিও হাদীস নেই যেখানে বলা হয়েছে কুরআন হাদীসের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্দেশাধীন কোন ভিন্ন কাজই করা যাবে না। যদি ঐ ব্যক্তিদের যুক্তিই ঠিক হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান জগন্য বিদআতী বলে পরিগণিত হবে। সালাফী সৌদি রাজতন্ত্র প্রতি বৎসর পবিত্র কাবাকে দুবার ধৌত করেন (www.saudigazette.com.sa\index.cfm) এবং এই কার্যে ব্যবহৃত কাপড় স্মারক হিসেবে ধৌত করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কেবলমাত্র একবার মক্কা বিজয়ের সময় পবিত্র কাবাকে ৩৬০

pdf By Syed Mostafa Sakib

টি মূর্তির কালিমা থেকে পবিত্র করার জন্য ধৌত করেছিলেন। কিন্তু তারপরে নিয়ম মত বৎসরে দু বার না তো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কাবাকে ধৌত করেছেন না তো খুলাফায়ে রাশিদীন, তাবেঈগণ করেছেন। তা বলে কাজটি কি ঘৃণ্য বিদআত বা হারাম? এই কাজটি যদি উত্তম বা বৈধ হয় তাহলে মীলাদুন্নাবী পালন কেন উত্তম বা বৈধ হবে না!!! এই বিভ্রান্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিয়েছেন– "তোমরা সাওয়াদে আজম (বৃহত্তম জামাআতের) অনুসরণ কর। যারা এই জামাআত থেকে বিচ্যুত তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (ইবনে মাজা)

হাদীসে মীলাদুন্নাবীর দিক নির্দেশনা

হাদীস নং ১ - প্রিয় মোহতারাম! হাদীস শরীফ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর মীলাদ উদযাপন করেছেন, বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনের মাধ্যমে। সর্বশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস সীরাত লেখক ছুফিউর রহমান মোবারকপুরী লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) জন্মলগ্নে শাম দেশের প্রাসাদ সমূহ সমুজ্জল হয়ে উঠেছিল। পারস্যের কিসরার রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি গুম্বজ ভেঙে পড়েছিল, অগ্নি পূজকদের বহু দিনকার প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড নিভে গিয়েছিল। বহিরা রাহেবের গীর্জা ধ্বংস হয়েছিল। (আর রাহিকুল মাখতুম, পৃঃ ৬২) কাবা শরীফ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই অলৌকিক ঘটনাবলী ইমাম শায়বানি, ইমাম তাবরানী, ইমাম নইম, ইবনে হিব্বান, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখগণ তাঁদের সীরাতগ্রন্থে রেওয়ায়েত করেছেন।

হাদীস নং ২ - রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) স্বয়ং স্বীয় জন্মদিবসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবু কাতাদা আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন "এদিন আমি জন্মগ্রহন করেছি এবং এদিন আমার উপর ওহী নাজিলের সূচনা হয়েছিল।" (সহীহ মুসলিম, পৃঃ ১১৬২)

প্রিয় মোহতারাম! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ রোযা পালন করেছেন। রোযা একটি ইবাদাত। সুতরাং মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে রোযার ন্যায় অন্যান্য যেকোন নফল ইবাদত যেমন, দান-খয়রাত, নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াত সবই বৈধ। তেমনি সেমিনার, কনফারেন্স, দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ সবই বৈধ।

হাদীস নং ৩ - ইমাম বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্মদিবসে খুশি প্রকাশ করার জন্য আবু লাহাবের ন্যায় অভিশপ্ত কাফেরও প্রতিদান লাভ করে। প্রতি সোমবার তার শাস্তি প্রশমিত হয়। (সহীহ বুখারী কিতাবুল নিকাহ, পৃঃ ৪৮১৩)। এই হাদীস প্রমান করে যে, মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে খুশি-আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীগণ এই সহীহ হাদীসটি বিভিন্ন ছুতোয় প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রথমতঃ হাদীস অস্বীকারকারীগণ বলেন, কোন আয়েম্মা এই হাদীসকে মীলাদুন্নাবী পালনের দলিল হিসেবে ব্যবহার করেন নি। এই দাবী মিথ্যা। ইমাম বাইহাকি 'শায়াবুল ইমানে' (পৃঃ ২৬১/২৮১), ইমাম সুয়ূতি 'হাসান আল মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ' (পৃঃ ৬৫-৬৬), ইমাম কাসতালানী আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়াহ্ তে (১ঃ১৪৭), ইমাম লাবাহানি 'হুজ্জাতুল্লাহ আলাল আলামিন' গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৭), শায়খ আব্দুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবী 'মাদারেজুন নাবুয়াহ' তে (২ঃ১৯), ইমাম বাগাভী 'শারাহ আশ সুন্নাহ' (৯ঃ৭৬), ইমাম কিরমানী 'আল কাওয়াকেবুল দারারি' তে (১৯:৭৯), ইমাম আইনি 'উমদাতুল কারী' তে (২০:৯৫), প্রমুখ হাদীস স্কলারগণ এই হাদীসটিকে মীলাদুন্নাবীর দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

এমনকি আহলে হাদীস আলেমদের নয়নের মনি ইবনে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী ইবনে জাওজী কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "আবু লাহাব হল ঐ কাফের যে আল কুরআনে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যদি এরূপ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর মীলাদ পালনের জন্য পুরস্কৃত হয়, তাহলে ভেবে দেখুন একজন মুসলমান যদি এটি পালন করে তাহলে কি মহান প্রতিদানই না লাভ করবে।" (মুখতাসার সিরাত উঃ রসূল মীলাদ-উন-নাবী, পৃঃ ১৩)

দ্বিতীয়তঃ হাদীস অস্বীকারকারীগণ এই বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে, হযরত আব্বাস যখন এই স্বপ্ন দর্শন করেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহন করেন নি এবং মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা আবু লাহাবের সুন্নাত। এই যুক্তি শিশুসুলভ। মুসলিম উম্মাহর মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের ভিত্তি আবু লাহাবের বর্ণনা নয় বরং সাহাবী হযরত আব্বাস কর্তৃক সার্টিফাইড বর্ণনা। আল কুরআনের মুফাসসির হযরত আব্বাস জাগ্রত অবস্থায় এই ঘটনার সার্টিফাই করেন। সর্বোপরি, এই দাবি ঠিক নয় যে, স্বপ্ন দর্শনের সময় হযরত আব্বাস মুসলিম ছিলেন না। সংশ্লিষ্ট স্বপ্ন দর্শনের ঘটনাটি ঘটে বদর যুদ্ধের আনুমানিক দুই বৎসর পর। আবু লাহাব মৃত্যু বরণ করে বদর যুদ্ধের এক বছর পর এবং হযরত আব্বাস তাকে স্বপ্নে দেখেন তার মৃত্যু এক বছর পর। যখন হযরত আব্বাস বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে আসেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) সাহাবাবর্গকে নির্দেশ দেন "আব্বাস বিন মুত্তালিবকে কেউ হত্যা করোনা কারণ তাকে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়েছে।" (আল কামিল ফি আল তারিখ) সুতরাং, স্বপ্ন দর্শনের সময় হযরত আব্বাস মুসলিমই ছিলেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে স্বপ্ন দর্শনের সময় তিনি অমুসলিম ছিলেন কিন্তু এতে তো কারও সন্দেহ নেই যে, তিনি ঘটনাটি রেওয়ায়েত করেন ইসলাম গ্রহনের পর। যদি এই বিবরণ অগ্রহনযোগ্য হত তাহলে হযরত আব্বাস এটি বর্ণনাও করতেন না এবং অন্যান্য সাহাবা এবং তাবেঈগণ তা গ্রহনও করতেন না। এই হাদীসের গ্রহনযোগ্যতার বিষয়ে এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি হতে পারে যে ইমাম বুখারী একে গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করেছেন এবং স্বীয় সহীহ তে রেওয়ায়েত করেছেন। কেবলই কি ইমাম বুখারী! ইমাম বুখারীর শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম বাইহাকি, ইমাম শাইবানি, ইমাম আসকালানী সহ বহু আয়েম্মা এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী ও এই আয়েম্মাগণ সকলেই কি বিদআতি ছিলেন? সুরতাং আবু লাহাবের বর্ণনা নয়, হযরত আব্বাস কর্তৃক এর রেওয়ায়েত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ কর্তৃক এই রেওয়ায়েত গ্রহন এবং ইমাম বুখারী সমেত যশস্বী আয়েম্মাগণ কর্তৃক এই রেওয়ায়েতের স্বীকৃতি মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের শরয়ী প্রমান।

হাদীস নং ৪ - জুমআর দিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন (ইবনে মাজা, হাঃ নং ১০৯৮)। এই দিনটিকে বলা হয় সাইয়েদুল আইয়াম। জুমআর দিনের এত মর্যাদা এজন্যই যে এটি হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর বিলাদত দিবস। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের দিবস সমূহের মধ্যে উত্তম দিবস হল শুক্রবার। এদিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়। এদিন তাঁর রুহ কবজ করা হয় এবং এদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।" (আবু দাউদ, হাঃ নং ১০৪৭)

প্রিয় মোহতারাম! আদম আলাইহিস সালাম এর বিলাদাত দিবস যদি ঈদের দিন হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর বিলাদাত দিবস শির্ক হতে পারে কি ভাবে? শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে হাজার আল হাইশামি তাঁর অনবদ্য 'আন নিয়ামাতুল কুবরা' গ্রন্থে মিলাদুন্নাবী সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশিদীন সহ মনিষী ইমামগণের অভিমত সংকলন করেছেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, 'যে ব্যক্তি মীলাদু-

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ন্নাবী উপলক্ষে এক দিরহাম ব্যায় করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে অবস্থান করবে।" (আল নিয়ামাতুল কুবরা, পৃঃ ৫-৬)

মীলাদুন্নাবী উদযাপন কি ইহুদী নাসারাদের অন্ধ অনুকরণ ?

কিছু ব্যক্তি বলেন, মীলাদুন্নাবী উদযাপন হোল ইহুদী নাসারাদের অন্ধ অনুকরণ। এটি খারিজীপনা। মাদীনার ইহুদীদেরকে আশুরার রোযা রাখতে দেখে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) নিজে আশুরার রোযা রাখেন এবং মুসলিমদেরকে আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দান করেন। (সহীহ মুসলিম, পৃঃ ১৪৭, হাদীস ১১৩০) এই প্রসঙ্গে কেউ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর সমীপে আরজ করলেন যে, এতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে। বেঁচে থাকলে আগামী বছর দুটি রোযা রাখব। (মিশকাত কিতাবুস সওম)।

প্রিয় মোহতারাম! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) আশুরার রোযাকে ইহুদীদের অন্ধ অনুকরণ বলে বর্জন করেন নি, বরং দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে স্বতন্ত্রতা দান করলেন। মীলাদুন্নাবী পালনে ও মুসলিমগণ স্বতন্ত্রতা বজায় রাখেন। জন্ম দিবসে ইহুদী-খৃষ্টানরা রং তামাসা, রঙীন বিনোদন ও মাদকতাময় প্রমোদে অবগাহন করে কিন্তু মীলাদুন্নাবীতে মুসলমানরা নফল ইবাদত করে। এর পরেও কেউ যদি গা জোয়ারী কুৎসা করে তাহলে আমরা মহান স্রষ্টার সমীপে তার হেদায়েত প্রার্থনা করি।

মীলাদুন্নাবী শব্দটি কি অনৈসলামিক ?

কিছু ব্যক্তি বলেন, মীলাদুন্নাবী শব্দটি অনৈসলামিক এবং আরবী অভিধান তথা হাদীসগ্রন্থাবলীতে এর অস্তিত্ব নেই। তাদেরকে অত্যন্ত বিনীতভাবে ইমাম তিরমিজী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 'আল জামেউস সহীহ) গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে অনুরোধ করছি। ইমাম তিরমিজী তাঁর গ্রন্থের 'কিতাবুল মানাকের' এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম করণ করেছেন 'মা জায়া ফি মীলাদুন্নাবী'। মীলাদুন্নাবী শারঈ ঈদ নয়। শরঈ ঈদ দুটিই - ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। মীলাদুন্নাবী আভিধানিক ও আমলী ঈদ। তাই এদিন রোযা রাখা অবৈধ নয়।

মীলাদুন্নাবী উদ্‌যাপন কি বিদয়াত?

কিছু ব্যক্তি বলেন মীলাদুন্নাবী উদ্‌যাপন জঘন্য বিদআত। যুক্তি হিসেবে তারা তোতা পাখির মত আওড়ান "কুল্লু বিদআতিন ঘলালাহ ওয়া কুল্লু ঘলালাহ ফিন্নার" হাদীস খানি। কিন্তু এই হাদীসের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা সূচক অন্যান্য হাদীসসমূহ থেকে প্রমানিত হয় যে, বিদআতে ঘুমরাহী বলতে ঐ কর্মকে বুঝানো হয় যা সুন্নাতের বিপরীত। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আল হাইশামি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "কুল্লু বিদআতিন....." হাদীসে হারাম বিদআতের কথা বলা হয়েছে। (ফতওয়া আল হাদীসিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৯) ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রেওয়ায়েত করেন, "যদি কেউ এমন কিছু প্রচলন করেন যা আমাদের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাহলে তা মরদুদ। (সহীহ বুখারী তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৮৬১)। সহীহ হাদীসে নির্দেশিত আছে যে, কেউ যদি ইসলামে ভাল রীতি প্রচলন করেন তিনি এর জন্য সওয়াব পাবেন, তবে তাদের সওয়াবের মধ্যে কমতি হবে না এবং যারা ইসলামে মন্দ রীতি প্রচলন করেন এর জন্য তাদের পাপ হবে এবং তার জন্য সে পাপের ভাগী হবে, তবে ওদের পাপের কোন কমতি হবে না।" (সুনান তিরমিযি, ৫ম খন্ড, হাদীস ২৬৭৫)

সর্বশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস স্কলার নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী লিখেছেন, "বিদআত ঐ কর্মের নাম যার বদলে কোন সুন্নাত রদ হয়ে যায়। যে বিদআতের কারণে সুন্নাত পরিত্যক্ত হয় না, তা বিদআতও নয়। প্রকৃতপক্ষে তা হল মুবাহ।" (হিদায়াতুল মাহাদী, পৃঃ ১১৭) শরীয়তের মানদন্ড অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তু মূলত মূবাহ ও হালাল। যদি কোন বস্তু ধর্মের বিপরীত হয় কেবল সেটাই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "হালাল ঐ সমস্ত জিনিস, যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ নিজ কেতাবের মধ্যে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ নিজগ্রন্থের মধ্যে হারাম করেছেন এবং যার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি সেটি আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমা জনক।" (জামে তিরমিযি ইবনে মাজা)

প্রিয় মোহতারাম! মীলাদুন্নাবীকে বিদআত বলা বাড়াবাড়ি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি মোটেও শুভ নয়। শিরক ও বিদআত সম্পর্কে উগ্রবাদীতা ও বাড়াবাড়ির কারণে সালাফি আহলে হাদীস ফিরকা একশটির বেশি উপফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (Ref: cifiaonline.com/salafigroups intheworld.htm)) সালাফি শ্রদ্ধাভাজন ডাঃ জাকির নায়েকও স্বীকার করেছেন যে তারা বহু ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে কাফের বলছে।

(Ref: wa.com\drzakirnaik talksaboutsalafi.....)

প্রিয় মোহতারাম! একটু ভাবুন! আয়েম্মা ও মনিষীগণ কি বিদআতী মুশরিক ছিলেন ????? হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ বিন জাফর আল মাক্কী, শায়খ মঈনুদ্দিন উমর বিন মুহাম্মাদ, আল্লামা ইবনে জাওজী, ইমাম হাফেজ আবুল খাত্ত্বব, হাফেজ শামসুদ্দিন আল জাজারি, কাজী সাদরুদ্দিন মাওহুব আল শাফেঈ, ইমাম জহীরুদ্দীন জাফর বিন ইয়াহিয়া শাফেঈ, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হাজ আল মালিকী, ইমাম জাহাবী, ইমাম কামালুদ্দিন আবুল ফাদল, ইমাম তাকীউদ্দিন সুবকী, ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম বুরহানউদ্দিন আবু ইসহাক আল শাফেঈ, হাফেজ শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন নাসেরুদ্দিন দাসেশকি, ইবনে হাজর আসকালানী, ইমাম শাখাবী, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি, ইমাম কাসতালানী, ইমাম জামালুদ্দিন বিন আব্দুর রহমান আল মালিকী, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালেহী, ইমাম ইবনে হাজর হায়শামী, আল্লামা কুতুবুদ্দিন হানাফী, শায়খ মোল্লা আলি কারী, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, ইমাম জুরকানি, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মনিষীগণ মীলাদুন্নাবী উদযাপনকে প্রশংসনীয় কর্ম বলে বিশ্লেষিত করেছেন।

মুজাদ্দিদে আলফীসানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাজায়েজ কর্ম সম্বলিত মীলাদকে নাজায়েজ বলেছেন এবং ত্রুটিমুক্ত মীলাদকে (মাকতুবাত- ৩য় খন্ড, পৃঃ ৭২) জায়েজ বলেছেন। ইমাম সৈয়দ আহমাদ দাহলান আল মাক্কী, সৈয়দ আলাভী আল মাক্কী প্রমুখগণও মীলাদুন্নাবী উদযাপন করতেন। প্রিয় মোহতারাম! একটু ভেবে দেখুন। আয়েম্মা ও মুহাদ্দিসগণ কি সব বিদআতি ছিলেন? আল্লাহ পাক তো আমাদেরকে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দান করেছেন (সূরা ফাতেহা)। আর আমরা যদি তাঁদেরকে বিদআতি বলি, আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করবেন কি?????

প্রিয় মোহতারাম! শীর্ষস্থানীয় সালাফী ইমামগণও কি বিদআতি ছিলেন?

কেবল আহলে সুন্নাত অজামাআত ভুক্ত হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বেলী হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগণই নন, শীর্ষস্থানীয় সালাফী আহলে হাদীস ইমামগণও মীলাদুন্নাবী উদযাপনকে প্রশংসনীয় কর্ম বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরাও কি সকলে বিদআতি ছিলেন?

প্রমান নং ১ - সালাফী-আহলে হাদীস ভাইগণের শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্মকে শ্রদ্ধা করা, উদযাপন করা এবং একে পবিত্র মরসুম বলে গ্রহন করা, যেমনটা কেউ কেউ করেন, উত্তম কার্য এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সৎ নিআতের জন্য তাঁরা উত্তম প্রতিদান পাবেন।" (মাজমা, ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, খন্ড-২৩, পৃঃ ১৬৩)

প্রমান নং ২ - বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সালাফী স্কলার শায়খ ইউসুফ আল কুরদওয়ী মীলাদুন্নাবীকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। (Source : Mufti Islam online Fatwa Commit-

ice Fatwa ID : 34150)

প্রমান নং ৩ - ডাঃ জাকির নায়েকের গুরু শায়খ আহমেদ দীদাত মীলাদুন্নাবী উদযাপন করতেন। তিনি মীলাদুন্নাবী দিবসকে ('auspious occasion') বলে অভিহিত করেছেন (Ref. Muhammad the Great) প্রসঙ্গক্রমে বলি, ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলাম প্রচন্ড বীতশ্রদ্ধ ও ক্রুদ্ধ। এমন কি সালাফী-আহলে হাদীস উলেমাগণ ডাঃ জাকির নায়েকের দাওয়াকার্যকে শয়তানি দাওয়াকার্য বলে বিশেষিত করেছেন এবং ডাঃ জাকির নায়েককে 'জাহিল' বলে বিশেষিত করেছেন। (সালাফী শাইখ ইয়াহিয়া বিন আলী আল হাজুরীর ডাঃ নায়েক সম্পর্কে ফতোয়া পড়ুন)

প্রমান নং ৪ - উপমহাদেশের সর্ব শ্রেষ্ঠ সালাফী স্কলার নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী লিখেছেন : "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ অনুভব করেনা এবং এই রাহমাত প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করে না, সে মুসলমানই নয়।" (আশ শামামাতুল আনবারিয়া)

প্রমান নং ৫ - দেওবন্দী মুফতি, মুফতি মুহাম্মাদ ইবনে অ্যাডম (দারুল ইফতা, লেইশেসটর, ইংল্যান্ড) মীলাদুন্নাবীকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। (প্রশ্ন নং ২০৫২৪২১২, তাং ২১.০৬.২০০৬)

প্রমান নং ৬ - শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীকে আহলে সুন্নাত অ-জামাআত, আহলে হাদীস, দেওবন্দী সকলেই 'শিক্ষক' বিবেচনা করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন যে মীলাদুন্নাবীর মহফিলে তিনি নূর ও বরকত অবতীর্ণ হতে দেখেছেন। (ফুয়ুজুল হারসাইন, পৃঃ ৮০-৮১)

প্রিয় মোহতারাম! শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাদিয়াল্লাহ আনহু) ও কি বিদআতি ছিলেন?

মীলাদুন্নাবীর বিরোধীদের নিকট ৯টি বিনীত প্রশ্ন

যারা এত কিছু প্রমানাদি উপস্থাপনের পরেও বলেন মীলাদুন্নাবী উদযাপন শির্ক-বিদআত, কারণ সাহাবায়ে কেরামের আমলে বর্তমান স্বরূপে মীলাদুন্নাবী উদযাপিত হোত না, তাদের নিকট আমার বিনীত প্রশ্ন–

১। সুন্নীদের ন্যায় আপনারাও কেন সাহাবায়ে কেরামের নামের পার্শ্বে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" ব্যবহার করেন? কোন সাহাবা, তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈ তো ব্যবহার করেন নি।

২। আপনারা নিজেদেরকে 'সালাফী' কেন বলেন? খুলাফায়ে রাশিদীন বা তাবেঈগণ তো কেউ বলেন নি?

৩। ডাঃ জাকির নায়েক নিজেকে 'আহলে সহীহ হাদীস' বলেন। খুলাফায়ে রাশিদীন বা তাবেঈগণ তো কেউ বলেন নি।

৪। ডাঃ জাকির নায়েক প্রতি বৎসর 'পিস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত করেন। খুলাফায়ে রাশিদীন বা তাবেঈগণ করেছিলেন কি?

৫। আপনারা তাওহীদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, রুবুবিয়া, উলুহিয়া, আসমা অয়াস সিফাত। কোন সাহাবা বা তাবেঈ করে ছিলেন কি?

৬। সালাফিগণ প্রতি বৎসর আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত করেন। সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈগণের পর যদি কোন কাজ প্রচলন করা বিদআত বা হারাম হয়, তাহলে আপনাদের নিজেদের উপর কি ফতোয়া আরোপিত হবে?

৭। একজন ইমামের পিছনে তাহাজ্জুদ নামায জামাআত সহকারে পাঠ তো সাহাবা বা তাবেঈগণের সময় ছিল না। আপনারা কেন প্রচলন করেছেন?

৮। রামজানের শেষে তারাবীর নামাযে কুরআন খতমের পর দোআর প্রচলন আপনারা কেন করেছেন?

৯। ২৭শে রমজান তাহাজ্জুদের জামাআতে ইমাম কর্তৃক খুৎবাদান আপনারা কেন চালু করেছেন? "কুল্লু বিদআতীন দলালাহ" এর যুক্তিকে যদি ঈদের মীলাদুন্নাবী বিদআত হয়, তাহলে একই যুক্তিতে আপনাদের উপরিল্লিখিত কর্মাবলীর জন্য আপনাদের উপর কি ফতোয়া আরোপিত হওয়া উচিত???

বন্ধুগণ আসুন! তরজা, বিভেদ, বিচ্ছেদ ভুলে সম্প্রীতি-ঐক্য ও সহযোগিতার চেষ্টা করি। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে যথাযথভাবে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের তওফীক্ব দিন। আমিন অমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

ইসলাম কি প্রচারিত হয়েছে তরবারির জোরে? সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির অপপ্রচারের পোষ্ট-মর্টেম

মাওলানা মুহাম্মাদ এ.কে. আজাদ

সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রচার করে যে, ইসলাম প্রচারিত হয়েছে তরবারির জোরে। এ দাবি স্বপরিকল্পিত এবং বিদ্বেষ-দোষে দুষ্ট। অমুসলিমের হৃদয়ে ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই অপপ্রচার। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, পক্ষপাতহীন অনুসন্ধিতসা এবং বৈজ্ঞানিক নিরিখের মাধ্যমে ইসলামের প্রসারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইসলাম প্রচারিত হয়েছে তার অনন্য শান্তিকামী আদর্শের জন্য এবং তার আদর্শবান শান্তিকামী মাহাত্মা সুফী ধর্ম প্রচারকদের জন্য। O.Learly and De Lacy লিখেছেন, "ইতিহাসে এটি সুস্পষ্ট যে, ধর্মান্ধ মুসলমানরা বিশ্বের সর্বত্র ঝড়ের বেগে ছুটে গেছেন, ভূখন্ড দখল করেছেন এবং দখলিকৃত ভূখন্ডে তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে জনসমষ্টিকে বাধ্য করেছেন। ঐতিহাসিকদের বারে বারে উচ্চারিত এই কিংবদন্তি সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাস্য ও অসত্য।" (তথ্যসূত্র ঃ Islam at the Cross roads - O.Learly and De Lacy পৃঃ ৮)

বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের অভিযোগ ঃ সম্প্রতি বিজেপি পশিচম বঙ্গীয় নেতা তথাগত রায় আনন্দবাজার পত্রিকায় ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে যুক্তি দিয়েছেন যে, "কিন্তু শিরোনামের বিষয়টি সম্বন্ধে আর একজন মার্কিন পন্ডিত, মূলত ইতিহাসবিদ, দার্শনিকও কি বলেছেন দেখা যেতে পারে। তাঁর নাম উইল ডুরান্ট। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী এরিয়েল লিখিত 'সভ্যতার কাহিনি'তে (১ম খন্ড, ১৬শ পরিচ্ছেদ) পড়ি ঃ সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সম্ভব সব চাইতে নিষ্ঠুর কাহিনি হচ্ছে মুসলিমদের ভারত জয়..... গজনীর মাহমুদ মথুরার মন্দির থেকে মনিমানিক্য খচিত স্বর্ণ এবং রৌপ্য মূর্তি সমেত বিশাল পরিমান সোনা-রূপা ও হিরে-জওরী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপর মন্দির পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন.... সুলতান মহাম্মাদ বিন তুঘলকের (যাঁকে আমরা শুধু এক খাম খেয়ালি রাজা বলে জানি) রাজ সভার সামনে হিন্দুদের মৃত দেহের পাহাড় জমে থাকত।" তাঁর পুত্র ফিরুজ শাহ তুঘলকের রাজত্বের ইতিহাস 'তারিখ-ই-ফিরুজ শাহ' তে আছে, হিন্দুদের জিজিয়া কর দিতে হত এবং মন্দির নির্মানের শাস্তি ছিল গ্রামকে গ্রাম গণহত্যা।" (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক সমীপেষু, কেন সবাই ধর্ম বদলাননি- ১০ই মার্চ, ২০১৫)

ইতিহাসবিদ প্রফেসর রাজ কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক তথাগত বাবুর অভিযোগের খন্ডন ঃ বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের ভিত্তিহীন অভিযোগগে খন্ডন করেছেন পঃ বঙ্গের বারাসাত সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর রাজ কুমার চক্রবর্তী 'ইতিহাসটা ঠিক করে জানা দরকার' শীর্ষক নিবন্ধে প্রফেসর রাজ কুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে, "তথাগত রায় তাঁর চিঠিতে (কেন সবাই ধর্ম বদলাননি, ১০-৩) উইল ও এরিয়েল ডুরান্ট এর লেখা উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামের ভারত জয়ের নিষ্ঠুর ও কলঙ্কজনক কাহিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস চর্চার সঙ্গে যুক্ত একজন মানুষ হিসেবে বলি, উইল ডুরান্ট বড় মাপের পন্ডিত হলেও সিরিয়াস ইতিহাসবিদ হিসেবে গণ্য হন না। কোনও কলেজ বা বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে কেউ তাঁর বই রেফার করেছেন বলেও শুনি নি। ভারতীয় ইতিহাস ও মধ্যযুগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনও ইতিহাসবিদের কাছ থেকেই এ ব্যাপারে প্রামাণ্য জ্ঞানলাভ করা যেতে পারে।" (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক সমীপেষু, ইতিহাসটা ঠিক করে জানা দরকার, ২৩শে মার্চ, ২০১৫)

'ইতিহাসটা ঠিক করে জানা দরকার' শীর্ষক নিবন্ধে প্রফেসর রাজকুমার চক্রবর্তী আরও লিখেছেন যে, "ইতিহাসবিদ মহলে বর্তমানে এটা স্বীকৃত সত্য যে, দিল্লীর মুসলিম শাসকেরা রাজনৈতিক উদ্যোগে গণধর্মান্তকরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেননি... তথাগত বাবুর চিঠিতে ডুরান্টদের উদ্ধৃতিতে তাঁর (মহাম্মদ বিন তুঘলকের) রাজ সভার সামনে 'হিন্দুদের মৃতদেহের পাহাড় জমে থাকার কথা বলা হয়েছে। খুব বিভ্রান্তিকর মন্তব্য। আসলে মহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে দিল্লীতে সাত বছর স্থায়ী ভয়ঙ্কর এক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যাতে বহু মানুষ মারা যান। সুতরাং 'মৃতদেহের পাহাড়' মানেই ধর্মীয় গণহত্যা নয়"। (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক সমীপেষু, ইতিহাসটা ঠিক করে জানা দরকার, ২৩ই

pdf By Syed Mostafa Sakib

মার্চ, ২০১৫)

ইসলাম যে কোন মতেই বলপূর্বক প্রচারিত হয় নি সে সম্পর্কে প্রফেসর রাজ কুমার চক্রবর্তী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন যে, "ধর্মান্তকরণ ও ইসলামের প্রসার প্রসঙ্গে বলা যায়, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনুমান ভিত্তিক অনেক কথা চালু আছে। মন গড়া নানা ব্যাখ্যা অনেককে দিতে দেখি। কিন্তু এটা প্রমানিত সত্য, এ দেশে ইসলামের প্রসার শাসকের তরবারির জোরে হয়নি। ইসলামের প্রসার ঘটেছে প্রধানত নিঃশব্দে, শান্তিপূর্ণ ভাবে, আর এ ব্যাপারে সুফী সন্তদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে।" (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক সমীপেষু, ইতিহাসটা ঠিক করে জানা দরকার, ২৩ই মার্চ, ২০১৫)

স্বামী বিবেকানন্দর চমকপ্রদ মূল্যায়ণ ঃ ইসলাম যে বল পূর্বক প্রচারিত হয় নি সে সম্পর্কে অসাধারণ মূল্যয়ন করেছেন হিন্দু মনিষী স্বামী বিবেকানন্দ। 'দেবতা ও অসুর' প্রবন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন যে, "দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায় আদিম-নিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতিয়ত্ব আজও বর্তমান। খ্রিষ্টান ধর্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরব, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম-নিবাসীরা কোথায়? খ্রিষ্টানেরা ইউরোপীয় ইহুদীদের কি দশা এখন করছে? এক দান সংক্রান্ত কার্যপ্রণালী ছাড়া ইউরোপের আর কোন কার্য পদ্ধতি, গসপেলের অনুমোদিত নয়- গসপেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি খ্রিষ্টানির শক্তি থাকত তাহলে 'পাস্তের' এবং 'ককে'র ন্যায় বৈজ্ঞানিক-সকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারুইন-কল্পদের শুলে দিত... এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপর সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজ কর্মচারীদের বহু পুজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।" (তথ্যসূত্র ঃ দেবতা ও অসুর, স্বামী বিবেকানন্দ)

'দেবতা ও অসুর' প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আরও লিখেছেন যে, "এদিকে আবার আরব মরুভূমি মুসলমানি ধর্মের উদয় হল। বন্য পশুপ্রায় আর এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশিচম পূর্ব দুপ্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোতমুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রিসের বিদ্যাবুদ্ধি ইউরোপে প্রবেশ করতে লাগল....এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পেন দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চা করলে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হল; ইতালি,ফ্রান্স, সুদূর ইংল্যান্ড হতে বিদ্যার্থী শিখতে এল; রাজা-রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল।" (তথ্যসূত্র ঃ দেবতা ও অসুর, স্বামী বিবেকানন্দ)

আনন্দবাজার পত্রিকার মূল্যায়ন ঃ বাংলা ভাষার সর্বাধিক জনপ্রিয় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় এ সম্পর্কে লিখা হয়েছে যে, "দরিদ্য ও সামাজিক অত্যাচারের সামনে ইসলামে ধর্মান্তরই এ দেশের প্রধান ধারা। অতীতেও। বর্তমানেও। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের মেরঠ জেলার মোগা গ্রামের এক দলিত শ্যাম সিংহের ঘটনাটি আবার দেখিয়া দিল, কী ভাবে সেইট্রাডিশন আজও চলিতেছে..... শ্যাম সিংহের ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা দেখাইয়া দেয়, কেন বিগত হাজার বছর ধরে দলিত অনুসুচিত সম্প্রদায়ের হিন্দুরা জাতিভেদ প্রথার বৈষম্য, বঞ্চনা ও অসম্মান সহ্য করতে না পেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই মার্চ, ২০১৫)

প্রিয় পাঠক! সুবিখ্যাত ওলী শাইখ মঈনুদ্দিন চিশতী রাদিয়াল্লাহু আনহু ভারতবর্ষে প্রায় ৯০ লক্ষ লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি কি কোন অস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন? আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা রাদিয়াল্লাহুর খলিফা শাইখ আব্দুল আলীম সিদ্দিকী রাদিয়াল্লাহু আনহু ত্রিনিদাদ, টোবাগো প্রভৃতি পশিচম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমূহে অসংখ্য লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি কি কোন অস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন? মনিষী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় কি যথার্থই না বলেছেন যে, "আমাদের স্কুল-কলেজে ছাত্রদের যেসব ভ্রম প্রমাদপূর্ণ ইতিহাস শেখানো হয় তার চরম ফল আত্মাবমাননা।" তিনি আরও বলেন যে, "এক বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী তাঁকে (অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়)-কে দেশের ইতিহাসের মর্যাদা লংঘন করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধর জন্য স্কুল-পাঠ্য ভারত ইতিহাস রচনার কাজে এক লক্ষ টাকা দিতে চাইলে তিনি তা ঘৃণ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এইভাবে তিনি স্বেচ্ছাদারিদ্র্য বরণ করে দেশের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। অপরপক্ষে কবি নবীন চন্দ্র সেন ও বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঐতিহাসিক বিকৃতি করায় তিনি তাদের তীব্র ভাষায় অভিযুক্ত করেন।" (তথ্যসূত্র ঃ দেশ - বৈশাখ, ১৩৭৩)

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

"শারীয়াত-সম্মত পদ্ধতিতে মাযার শরীফ যিয়ারত করুন ঃ মাযার শরীফে সাজদাহ করবেন না এবং নারীগণকে মাযার শরীফে নিয়ে আসবেন না

সম্পাদকের টেবিল থেকে

আওলিয়ায়ে কেরামের মাযার শরীফ বা কবর শরীফ যিয়ারত করা অতি পবিত্র আমল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং কবর যিয়ারত করেছেন এবং সকলকে কবর যিয়ারত করতে নির্দেশ দান করেছেন। কিন্তু আমাদের অতীব-সতর্ক থাকা অপরিহার্য যে, মাযার শরীফ যিয়ারত করতে গিয়ে যেন শরীয়ত বিরোধী কোন কর্ম সংঘটিত না হয়। মাযার শরীফে সাজদাহ, নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ, হৈ-হল্লা, আনন্দ-তামাসা সম্পূর্ণ রূপে হারাম ও পরিত্যাজ্য। যিয়ারতের উদ্দেশ্য যেন হয় মৃত্যুকে স্বরণ করা, আখেরাতকে স্বরণ করা, মাযার শরীফে বিশ্রামরত নেক বান্দার দুআ লাভ করা এবং তাঁর আদর্শে নিজের জীবন শৈলীকে পরিচালিত করে পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহর ওলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করার পরেও যদি আখেরাতের স্মরণ না আসে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির ব্যাকুলতা না আসে, জীবন-শৈলী সংশোধনের সুদৃঢ় উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমাদের নিআতে ত্রূটি আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছু লোক অজ্ঞতা বশতঃ মাযার শরীফ যিয়ারতকে মাযার পূজা বা কবর পূজা বলে। স্মরণ রাখতে হবে যে, মাযার শরীফ যিয়ারতকে মাযার পূজা বা কবর পূজা বলা ইসলাম দ্রোহিতা, গোমরাহি এবং পথভ্রষ্টতা।

মাযার শরীফ যিয়ারতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ মাথায় রাখুন ঃ

১। পর্দাহীনতার এই যুগে নারীগণকে মাযার শরীফ নিয়ে আসবেন না। আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের ফতোয়া অনুযায়ী, বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীগণকে মাযার শরীফ নিয়ে আসা নিষিদ্ধ।

(তথ্যসূত্র ঃ ফাতওয়ায়ে রেযভীয়া, খন্ড ৪, পৃঃ ১৭০)।

'গুন্নিয়াত' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কঠোরতম ভাষায় লিখা হয়েছে যে, "ইমাম কাজীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, নারীগণের মাযার শরীফ যিয়ারত করা জায়েয কি না? উত্তরে তিনি বলেছেন যে, জায়েয কি না এটা জিজ্ঞাসা করো না, বরং একথা জিজ্ঞাসা করো যে, এক্ষেত্রে নারীগণের উপর কতটা অভিশাপ বর্ষিত হয়? যখন নারীরা কবরের উদ্দেশ্যে গৃহ থেকে বের হওয়ার নিআত করে তখন তাদের উপর আল্লাহ এবং তাঁর ফারিশ্তাবর্গের অভিশাপ বর্ষিত হয়। যখন সে গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার সঙ্গ নেয়। যখন সে কবরে পৌছায় তখন কবরস্থ ব্যক্তির রূহ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। যখন সে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়।"

(তথ্যসূত্র ঃ গুন্নিয়াত, পৃঃ ৫৫০) আল্লামা শায়খ আমযাদ আলী বলেন যে, "নারীদেরকে কবর যিয়ারত থেকে বিরত রাখাই নিরাপদ"।

(তথ্যসূত্র ঃ বাহারে শরীআত, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৫৪৯)

২। মাযার শরীফের আশে-পাশে যেন হৈ-হুল্লোড়, খেলাধুলা, হাসি-তামাশা, আনন্দ-বিনোদন, তরুণ-তরুণীর সংমিশ্রণ ইত্যাদি হারাম কাজের সমাহার গড়ে না উঠে সেদিকে সতর্ক থাকুন এবং আপনার সন্তান-সন্ততি যেন ঐ অবাঞ্ছিত কাজ সমূহে লিপ্ত না হয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকুন।

৩। আদবের সঙ্গে মাযার শরীফে প্রবেশ করুন। মাযার শরীফে বিশ্রাম রত নেক বান্দার পায়ের নিকট দাঁড়ান। জায়গা না থাকলে অন্যদিকে দাঁড়ান। কোন বুযূর্গের জীবদ্দশায় তার সম্মানে যতটা নিকটে বা দূরে বসা হয় ততটা দূরে বা নিকটে বসবেন। তাওয়াফ করবেন না। মাযার শরীফ স্পর্শ করবেন না বা চুমু খাবেন না; বেআদবি হবে।

(তথ্যসূত্র ঃ হুরমাতে সাজদায়ে তা'জীম, আলা হাযরাত শাহ ইমাম আহমাদ রেযা, পৃঃ ৫৪)

৪। শায়খুল ইসলাম মুজাদ্দিদ ঈমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় ফতোয়ায় বলেছেন, "মাযার শরীফে বিশ্রাম রত নেক বান্দার চার হাত দূরত্বে অবস্থান করবে। তারপরে বিনম্র ভাবে এভাবে সালাম প্রদান করবে, "আস্সালামু আলাইকুম ইয়া সাইয়িদী! অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ্"। এরপরে পাঠ করবে-

ক) দরূদে গাওসিয়া ৩বার (বা যেকোন দরূদ শরীফ)

খ) সূরা ফাতিহা ১বার, গ) আয়াতুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরসী ১বার, ঘ) সূরা ইখলাস ৭বার, ঙ) দরূদে গাউসিয়া ৭বার (বা যেকোন দরূদ শরীফ)

হাতে সময় থাকলে 'সূরা ইয়াসিন' এবং সূরা মুলক'ও তেলাওয়াত করবে। তারপরে আল্লাহ পাকের নিকট এভাবে দুআ করবে, হে আল্লাহ! আমি যা পাঠ করলাম তার সওয়াব তোমার প্রিয় বান্দাহকে (মাযার শরীফে বিশ্রাম রত নেক বান্দাকে) প্রদান করুন, ততটা পরিমাণে প্রদান করুন যতটা আপনার মহানুভতার উপযুক্ত, আমার আমলের অনুপাতে নয়।' এরপরে আল্লাহ পাকের নিকটে শরীয়ত সম্মত যেকোন দুআ করুন এবং বলুন 'হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দাহর (মাযার শরীফে বিশ্রাম রত নেক বান্দার) অসীলায় আমার দুআ কবুল করুন'। অতঃপর, পূর্বের ন্যায় সালাম প্রদান করে ফিরে আসবে"

(তথ্যসূত্র ঃ ফাতাওয়ায়ে রেযভীয়া, খন্ড ৪, পৃঃ ২৩১)

৫। সাবধান! খু-উ-ব সাবধান! মাযার শরীফে সাজদা করবেন না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, "হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের এক জামাআতে অবস্থান করছিলেন। তথায় একটি উট এসে হুযূরকে সাজদা করল। সাহাবীগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনপাকে চতুস্পদ জন্তু এবং বৃক্ষ-সাজদা করে। কিন্তু আমরা হলাম আপনাকে সাজদা করার অধিক হকদার। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "আল্লাহর ইবাদত কর ও আমার তা'যীম কর। যদি আমি কাউকে সাজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম নিজ স্বামীকে সাজদা করার জন্য।" (তথ্যসূত্র ঃ আহমাদ বিন হাম্বল-মুসনাদ, খন্ড ৬, পৃঃ ৭৬, হাদীস ২৪৫১৫) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরও বলেন, " নিকৃষ্ট লোক হচ্ছে তারা, যারা কবরকে সাজদা গাহে পরিণত করে।" (তথ্যসূত্র ঃ মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, সংগৃহিত- হুরমাতে সাযদায়ে তা'জীম, আলা হাযরাত শাহ ইমাম আহমাদ রেযা, পৃঃ ৩৩)

আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের সুস্পষ্ট ফতোয়া হল যে, মাযার শরীফে সাজদা করা কঠোর হারাম। ইমামে আহলে সুন্নাত শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লহি আলাইহি অসাল্লাম লিখেছেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়তে সাজদাহ করা নিঃসন্দেহে শিরক এবং সুস্পষ্ট কুফরী এবং তাজিমী সাজদা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।" (তথ্যসূত্র ঃ হুরমাতে সাজদায়ে তা'জীম, আলা হাযরাত শাহ ইমাম আহমাদ রেয়া, পৃঃ ৫) শাইখ ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'হুরমাতে সিজদায়ে তা'জীম' গ্রন্থে কুরআন শরীফের আয়াত, চল্লিশটি হাদীস এবং একশত ফিকহী প্রমাণ দ্বারা তা'জীমী সাজদাকে হারাম প্রামাণিত করেছেন।

মাযার শরীফ যিয়ারতকে মাযার-পূজা বা কবর-পূজা বলা ইসলাম দ্রোহিতা, গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা ঃ

কিছু লোক অজ্ঞতা বশতঃ মাযার শরীফ যিয়ারতকে মাযার পূজা বা কবর পূজা বলে। এটা সুস্পষ্ট ইসলাম দ্রোহিতা। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করছিলাম, এখন থেকে যিয়ারত কর" (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৪) সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং ওহুদের শহীদগণের মাযারাত যিয়ারত করেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল যে, তিনি একা যিয়ারতে যান নি; নিজের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে নামায পড়েছিলেন বা দুআ করেছিলেন এবং ভাষণ প্রদান করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি এই ভয় করি না যে, আমার পর তোমরা শির্ক করবে বা মুশরিক হয়ে যাবে। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৪৮৬, হাদীস ৩৮১৬) ওহুদের শহীদগণের মাযারাত যিয়ারত এবং দুআর পর মাযারাতে অবস্থান কালে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর এ ঘোষণা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি জানতেন যে, অজ্ঞ বেআদবরা এক সময় কবর যিয়ারতকে কবর পূজা বলে অভিহিত করবে এবং একে শির্ক বলবে। তাই তিনি নিজ ঘোষণার দ্বারা সম্পূর্ণ বিষয়টির মিমাংসা করে গেছেন। এর পরেও যারা করব যিয়ারতকে কবর পূজা বলে অভিহিত করবে, তারা নিজেরাই ইসলাম দ্রোহী, পথভ্রষ্ট এবং ঈমান-হীন বলে বিবেচিত হবে কারণ তারা সরাসরি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে শরীয়ত সম্মত ভাবে কবর যিয়ারতের তৌফীক দান করুন। আমীন।

রচয়িতার মতামতের সঙ্গে সম্পাদকের একমত হওয়া জরুরী নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

"সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শিক্ষা" গ্রন্থের ভূমিকা ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

কেন এই গ্রন্থ রচনা?

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহীম। সকল প্রশংসা লা-শরীক আল্লাহর। কোটি কেটি দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর প্রিয়তম রসূল মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর উপর।

"সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শিক্ষা" গ্রন্থখানি দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে। প্রথমতঃ কিছু ভাই বারংবার অনুরোধ করেছেন যে বাংলা ভাষায় তথ্যনিষ্ঠ এমন একটি সহীহ নামায শিক্ষার গ্রন্থ রচনা করতে, যেখান থেকে নামায পাঠের ধারাবাহিক নিয়মাবলী সহজে শিক্ষালাভ করা যাবে এবং যার দ্বারা পরিবারের সকলকে সুশৃঙ্খলভাবে ও ধাপে ধাপে নামায পাঠের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। এই অনুরোধ মাথায় রেখে গ্রন্থখানি বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ও দলীলের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, মুসলিদের মধ্যে কলহ ও অন্তর্দ্বন্দসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু অপরিণামদর্শি অর্বাচিন বন্ধু অপপ্রচার চালান যে আহলে সুন্নত অজামাআতের লোকজন, বিশেষতঃ হানাফী ফিকাহ এর অনুসারীগণ হাদীস মোতাবেক নামায পাঠ করেন না। সত্যি বলতে কি, এর চেয়ে নির্জলা মিথ্যা পাওয়া দুস্কর। এই অপরিণামদর্শিঅর্বাচিন বন্ধুগণ নামাযকে বিবাদের বিষয়ে পরিণত করেছেন। "সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শিক্ষা" গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে, "হানাফী ফিকহে" বর্ণিত নামাযের প্রতিটি অংশই হাদীস-সুন্নাহ থেকে আহরিত এবং দলীলের নিরিখে সর্বাধিক শক্তিশালী।

বিরোধীদের ইমামগণও একথা স্বীকার করেন। তাঁরা একথাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, চার মহান মুজতাহিদ ইমামের মধ্যে যেকোন একজনের অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। যে সব বিধি-বিধান শরীয়তে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত নেই, ঐ বিধি-বিধানসমূহ মহান ইমাম চতুষ্টয় কুরআন হাদীস থেকে গবেষণা ও ইজতেহাদ প্রয়োগ করে মুসলিম উম্মাহর ধর্ম যাপন করা সহজ করে দিয়েছেন। এ সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তির কর্তব্য হল, যে কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করা। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। এমনকি, বিরোধীদের তথাকথিত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, "উম্মাহর আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়ই বৈধ। সবার জন্য ইজতিহাদ ওয়াজিব, তাকলীদ হারাম কিংবা সবার জন্য তাকলীদ ওয়াজিব, ইজতিহাদ হারাম– বিষয়টি এমন নয়। ইজতিহাদের যোগ্যতা যার আছে সে ইজতিহাদ করবে আর যার যোগ্যতা নেই সে তাকলীদ করবে। এরপর যে প্রশ্ন থেকে যায় তা হল, ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তির পক্ষেও তাকলীদ বৈধ কি না। এ বিষয়ে আলেমগণের একাধিক মত রয়েছে। সঠিক মত এই যে, সেসব ক্ষেত্রে মুজতাহিদের পক্ষে ইজতিহাদ করা সম্ভবপর হয় না, সেসব ক্ষেত্রে তার জন্যও তাকলীদ বৈধ। বিভিন্ন কারণে ইজতিহাদ করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। যেমন কোন বিষয়ে উভয় দিকেই সমান মাপের দলীল রয়েছে কিংবা এ মুহূর্তে মুজতাহিদের সময় স্বল্পতা রয়েছে কিংবা এই মাসআলার দলীল তাঁর জানা নেই ইত্যাদি।" (তথ্যসূত্র ঃ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, খন্ড ২০, পৃষ্ঠা ২০৩)। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিরোধিরা নিজেদের গুরু বলে দাবি করেন। এই শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ হতে পারদর্শী নয়, তার পক্ষে যেহেতু কুআন-সুন্নাহ থেকে মাসাইল খুঁজে বের করা কিংবা কুরআন-সুন্নাহ থেকে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোনটাই সম্ভব নয়, তাই তার কর্তব্য হল, কোন ফকীহর নিকট থেকে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা জেনে তা অনুসরণ করা। সে নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহ হতে থাকতে পারে অথবা কুরআন-সুন্নাহ হতে উল্লেখিত সমধেণির মাসআলার উপর কিয়াস করাও হয়ে থাকতে পারে। এটা হল ওয়াজিব তাকলীদ। এভাবে আমল করা হলে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর হাদীসেরই অনুসরণ করা হয় এবং এই পদ্ধতি সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে সকল যুগের ওলামা একমত।" (তথ্যসূত্র ঃ ইক্বদুলজীদ, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, পৃষ্ঠা ৪২)

সৌদি আরবের কথিত সালাফী আহলে হাদীস মৌলভীগণও সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে, সাধারণ মুসলিমগণের জন্য চার ফিকহী মাযহাবের মধ্যে যেকোন একটি অনুসরণ করা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে তাঁরা একটি রেজুলেশনও গ্রহন করেছেন। এই রেজুলেশনে স্বাক্ষর করেছেন উপরোল্লিখিত ফির্কার শীর্ষস্থানীয় আলেম ইবনে বাজ, সালেহ ইবনে ফাওজান, ডাঃ আব্দুল্লাহ উমর নাসিফ প্রমুখগণ। রেজুলেশনটিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, "কিছু বিধানের ক্ষেত্রে ফিকহী মাজহাবসমূহের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্যের বহু শাস্ত্রীয় কারণ আছে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতে আল্লাহ তাআলার নিগুঢ় হিকমত রয়েছে। যেমন বান্দাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ এবং নুসূস থেকে আহকাম ও বিধান উদঘাটনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করা। তাছাড়া এটা হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নেয়ামত এবং ফিকহ ও কানূনের মহা সম্পদ, যা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা দিয়েছে। ফলে তা নির্ধারিত একটি হুকুমের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা থেকে কোন অবস্থাতেই বের হওয়ার সুযোগ নেই। বরং যেকোনো সময়ই কোন বিষয়ে যদি কোন একজন ইমামের মাযহাব সংকীর্ণতার কারণ হয়ে যায় তাহলে শরয়ী দলীলের আলোকেই অন্য ইমামের মাযহাবে সহজতা ও প্রশস্ততা পাওয়া যাবে। তা হতে পারে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা মুআমালা সংক্রান্ত অথবা পারিবারিক কিংবা বিচার ও অপরাধ সংক্রান্ত। তো আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে এ ধরণের মাযহাবী ইখতিলাফ আমাদের দ্বিনের জন্য দোষের কিছু নয় এবং তা স্ববিরধিতাও নয়। এ ধরণের মতভেদ না হওয়া অসম্ভব। এমন কোন জাতি পাওয়া যাবে না যাদের আইন-ব্যবস্থায় এ ধরণের ইজতিহাদী মত পার্থক্য নেই। 'অতএব বাস্তব সত্য এই যে, এ ধরণের মতভেদ না হওয়ায় অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন নুসূসে শরঈ অনেক ক্ষেত্রে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে অন্যদিকে শরঈ নস সম্ভাব্য সকল সমস্যাকে সুস্পষ্টভাবে বেষ্টন করতে পারে না। কারণ নুসূস হল সীমাবদ্ধ আর নিত্য নতুন সমস্যার তো কোন সীমা নেই। অতএব কিয়াসের আশ্রয় নেওয়া এবং আহকাম ও বিধানের ইল্লত, বিধান দাতার মাকসাদ; শরীয়তের সাধারণ মাকসাদ সমূহ বোঝার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতে হবে। এখানে এসেই উলামায়ে কেরামের চিন্তার বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং সম্ভাব্য বিভিন্ন দিকের কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য হয়। ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আসে। অথচ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হক্ব ও সত্যের অনুসন্ধান। কাজেই যার ইজতিহাদ সঠিক হবে সে দুইটি বিনিময় পাবে এবং যার ইজতিহাদ ভুল হবে সে একটি বিনিময় পাবে। আর এভাবেই সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততার সৃষ্টি হয়। 'সুতরাং যে মত পার্থক্য কল্যাণ ও রহমতের ধারক তা বিদ্যমান থাকলে দোষ কেন হবে? বরং এতো মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহ। বরং মুসলিম উম্মাহর গর্ব ও গৌরবের বিষয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু মুসলমান তরুণ বিশেষ করে যারা বাইরে লেখাপড়া করতে যায় তাদের ইসলামী জ্ঞানের দূর্বলতার সুযোগে কিছু গোমরাহকারী লোক তাদের সামনে ফিকহী মাসআলার এ জাতীয় মত পার্থক্যকে আক্বীদার মতভেদের মতো করে তুলে ধরে। অথচ এ দুয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যাবধান! 'দ্বিতীয়ত যে শ্রেণির লোকেরা মানুষকে মাযহাব বর্জন করার আহবান করে এবং ফিকহের মাযহাব ও তার ইমামগণের সমালোচনা করে এবং মানুষকে নতুন ইজতিহাদের মধ্যে নিয়ে আসতে চায় তাদের কর্তব্য, এই নিকৃষ্ট পন্থা পরিহার করা। যা দ্বারা মানুষকে গোমরাহ করছে এবং তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। অথচ এখন প্রয়োজন ইসলামের দুশমনদের ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করা। (তথ্যসূত্র ঃ মাজাল্লাতুল মাজলায়িল ফিকহী, রাবিতাতুল আলামিন ইসলামী, মক্কা মুকাররমা বর্ষ ঃ ১, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ৫৯,২১৯)

সর্বাধিক বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি করেছেন বিরোধীদের প্রবাদ প্রতীম ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন বিটালবী। তকলীদ পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বিটালবী লিখেছেন, "পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, যারা অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও মুজতাহিদ বনে যায় এবং তাকলীদকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, তারা পরিশেষে ইসলামকেই বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বসে। মুরতাদ বা ফাসিক হওয়ার বহু কারণ পৃথিবীতে আছে। কিন্তু দ্বীনদার মানুষের বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল, অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তকলীদ পরিত্যাগ করা। আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সে সব অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি তাকলীদ পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেয়, তাদের উচিত নিজ পরিণাম সম্পর্কে ভীত হওয়া। এই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা দিন দিন মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে।" (তথ্যসূত্র ঃ ইশআতুস সুন্নাহ, রিসালা, খন্ড ১১, সংখ্যা ২-১৯৮৮)। এখন তো পরিস্থিতি ভয়ংকর জায়গায় গিয়ে পৌছেছে। চার ফিকহী মাযহাব সমূহের মধ্যে যেকোন একটির তাকলীদ পরিহারকারীরা একশোটিরও অধিক উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সবাই সবাইকে কাফের বলছে। তাকলীদ পরিত্যাগকারীদের সৌদি আরবীয় মৌলভীরা কেবল নামাযেরই চল্লিশটি বিষয়ে তীব্র মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন এবং একে অপরের ফতোওয়ার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন। আল্লাহ পাকের অসীম রহমত যে, তিনি আমাদেরকে আহলে সুন্নত অজামাআদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই জামাআত-ভুক্ত চার ফিকহী মাযহাবের মধ্যে গবেষণা জনিত কিছু ফিকহী মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু কোন বৈরীতা নেই। আছে কেবল সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য।

আশা করি সত্য অনুসন্ধানীগণ "সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শিক্ষা" গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন এবং আহলে সুন্নত অজামাআতের উপর অটল ও অবিচল থাকবেন। হে আল্লাহ! অধমের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুণ এবং আমাদেরকে আহলে সুন্নাত অজামাআতের উপর অটল রাখুন। আমাদেরকে ঐভাবে নামায পাঠ করার তৌফীক দান করুণ যেভাবে আপনার প্রিয়তম রসূল মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নামায পাঠ করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,"তোমরা ঐভাবে নামায পাঠ কর যেভাবে আমাকে নামায পাঠ করতে দেখো।"

(তথ্যসূত্র ঃ বুখারী-সহীহ, কিতাবুল আদাব, বাব রহমাতুন নাস ওয়াল বাহায়িম, খন্ড ৫, পৃষ্ঠা ২২৩৮, হাদীস ৫৬৬২)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

প্রিয় ভাই ও বোন! নামায পরিত্যাগ করে আমরা কি নিজেদেরকে প্রকৃত মুমিন ও আশিকে রাসূল বলে দাবি করতে পারি?

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন! ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধ করে নেওয়ার পর সকল ফরয সমূহের মধ্যে নামায কি সর্বাপেক্ষা বড় ফরয নয়? নামায কি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নয়? নামায পরিত্যাগ করা কি কবীরা গুনাহ নয়? নামাযকে ফরয বলে অস্বীকারকারী অথবা নামাযের অবমাননাকারী কি ইসলাম থেকে খারিজ নয়? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে কেন নামাযের প্রতি আমাদের এত হিম-শীতল ও নির্মম উদাসীনতা? ঝা চকচকে নয়নাভিরাম মসজিদ সমূহ কেন এরূপ নামাযী শূণ্য? পঞ্চাশ, পঞ্চাশ একশ ওভারের এক দিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচগুলো তো আমরা সাত ঘন্টা ধরে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি কিন্তু নামাযের জন্য দশটা মিনিট সময় আমরা বের করতে পারি না কেন? ষোল-সতের রিলের হিন্দী সিনেমাগুলি তো আমরা আড়াই-তিন ঘন্টা ধরে এক নিঃশ্বাসে গিলি কিন্তু নামাযের জন্য খানিকক্ষণ মাত্র সময় আমরা বের করতে পারি না কেন? গেমস খেলার জন্য বা পতিতা বিউটি কুইনদের রূপ-সুধা পান করার জন্য বা কথিত নায়ক-নায়িকাদের নাচ-গান উপভোগ করার জন্য তো আমরা দামী মোবাইলের চওড়া রঙ্গীন স্ক্রীনে ঘন্টার পর ঘন্টা চেতনা-শূণ্য হয়ে মুখ ডুবিয়ে থাকি কিন্তু নামাযের জন্য কয়েকটা মিনিট মাত্র সময় আমরা বের করতে পারি না কেন?

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন! আল্লাহ পাক কি বলেন নি যে, "এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫) তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। (তিরমিযী) তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "ব্যক্তি ও কুফর-শিরকের মাঝে ব্যবধান হল সালাত ত্যাগকারী। (মুসলিম) তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "সালাতেই আমার চোখ জুড়ানো শীতলতা নিহিত। (নাসাঈ) তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, " যেকোন মুসলমানের জন্য যখন ফরয সালাতের সময় উপস্থিত হয়, অতঃপর সে সুন্দর ভাবে ওযু করে এবং সুন্দর ভাবে রুকু সাজদা করে, এতে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যদি সেকোন কাবিরা গুনাহ না করে, আর এভাবে সর্বদা চলতে থাকে। (মুসলিম)

তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "যে ব্যক্তি ইচ্ছকৃত ভাবে নামায ছেড়ে দেয়, জাহান্নামীদের তালিকায় তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিপিবদ্ধ করে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (আবু নুয়াইম) তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দেয় সে যেন তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিল (তাবরানী)। তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "ফরজ নামায ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিও না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামায ছেড়ে দেয় সে আল্লাহর জিম্মাদারী থেকে সরে পড়ে। (ইবনে মাজাহ)। তাহলে আমরা নামাযের প্রতি এত উদাসীন কেন?

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন! আমরা নিজেদের আশিকে রসূল বলে দাবি করি। এই দাবি কি যথার্থ? আসুন, খানিক আত্ম-বিশ্লেষণ করি। কিছু লোক প্রচার করেন যে, কেবল মহানবীর নির্দেশ পালন করার নামই ইশকে রসূল। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, মহানবীর নির্দেশাবলীর প্রতি উদাসীন থেকে কেবল নিজেকে আশিকে রসূল বলে দাবি করলেই ব্যাস হয়ে গেল! প্রকৃতপক্ষে, এই দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। মহানবীর প্রতি প্রগাঢ়তম ও নিবিড়তম আন্তরিক টানও থাকতে হবে, মহা নবীর সীরাত এবং নির্দেশাবলীর অনুসরণও করতে হবে, অধিক হারে মহানবীকে স্মরণও করতে হবে, মহানবীর দীদারের জন্য লালায়িতও থাকতে হবে, মহানবীকে সর্বাধিক তাজীমও করতে হবে, মহানবী যাদের যাদের ভালো বাসতেন এবং ভালো বাসার নির্দেশ প্রদান করেছেন, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত এবং আউলিয়ায়ে কেরামকে ভালো বাসতে এবং অনুসরণও করতে হবে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মঙ্গল কামনা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্টও থাকতে হবে, মহানবীকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র আকিদাও পোষণ করতে হবে। এত কিছুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমষ্টিগতরূপ হোল ইশকে রসূল। যেখানে কঠোর হাদীস রয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জিম্মা থেকে মুক্ত।" (এহইয়াউল উলুমুদ্দিন), যেখানে নামায পরিত্যাগ করে আমরা নিজেকে আশিকে রসূল বলে দাবি করি কোন মুখে?

প্রিয় ভাই ও প্রিয় বোন! নামায পরিত্যাগ কারীর শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে একবার ভেবে দেখুন! সুবিখ্যাত "জান্নাতী জেওর" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, "যে ব্যক্তি নামায পড়বে না, সে ব্যক্তি বিরাট গোনাহগার হবে এবং জাহান্নামের আজাবের উপযুক্ত হবে। প্রথমতঃ মুসলিম বাদশাহ তাকে সাবধান করবে এবং শাস্তি দিবে। এরপরেও যদি নামায না পড়ে তাহলে তাকে ততদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখবে যতদিন পর্যন্ত তওবা করে নামায পড়া আরম্ভ না করে। বরং ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম আহমাদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর নিকটে বাদশাহে ইসলাম তাকে কতল করার আদেশ প্রদান করবে। (জান্নাতী জেওর-আল্লামা আব্দুল মুস্তাফা আজমি, পৃষ্ঠা-৩৯)। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুচারু রূপে নামায কায়েম করার তৌফিক্ব দান করুন।

আমীন....।

? শরয়ী সমাধান

মুফতীর কলমে

প্রশ্নঃ- শির্ক কাহাকে বলে ?

উঃ- আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে ও গুণাবলীতে কারও অংশীদার করা শির্ক। অস্তিত্বে শরীক করার অর্থ ইহাই যে, দুই অথবা দুয়ের অধিক খোদা স্বীকার করা। যথা, খৃষ্টানরা তিন খোদা মানিয়া মুশরিক হইয়াছে। আর যেমন হিন্দুরা বহু খোদা মানিবার কারণে মুশরিক এবং গুণাবলীতে শরীক করিবার অর্থ ইহাই যে, খোদা তাআলার গুণাবলীর ন্যায় অন্য কাহার জন্য কোন গুণ প্রমাণ করা। যথা, শ্রবণ ও দর্শন ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার জন্য নিজস্ব ভাবে প্রমাণ রহিয়াছে। কাহার প্রদত্ত নয়। অনুরূপ অন্য কাহার জন্য শ্রবণ এবং দর্শণ ইত্যাদি নিজস্ব স্বীকার করা যে; খোদা প্রদত্ত নহে। উহার এই গুণগুলি নিজ থেকেই রহিয়াছে। তাহা হইলে শির্ক হইবে। আর যদি কাহার জন্য প্রদত্ত স্বীকার করে যে, খোদা তাআলা উহাকে এই গুণগুলি প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে শির্ক নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষের সম্পর্কে বলিয়াছেন। "ফা জাআল নাহু সামীয়ান বাসীরা" অর্থাৎ "আমি মানুষকে শ্রবণকারী ও দর্শণকারী করিয়াছি।" (পারা ২৯ রুকু ১৯)

প্রশ্নঃ- কুফর কাহাকে বলা হয় ?

উঃ- ইসলামের জরুরী বিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা কুফরী। ইসলামের জরুরী বিষয় বহু রহিয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কয়েকটি ইহাই। আল্লাহ তাআলাকে এক এবং 'ওয়াজিবুল অজুদ' (অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব অপরের মুখাপেক্ষী নহে।) স্বীকার করা, উহার অস্তিত্বে ও গুণে কাহার শরীক ধারণা না করা, অত্যাচার এবং মিথ্যা ইত্যাদি সমস্ত দোষ হইতে উহাকে পবিত্র স্বীকার করা, উহার ফেরেশ্‌তা এবং উহার সমস্ত কিতাব মান্য করা, কোরআন মজীদের সমস্ত আয়াতকে সত্য ধারণা করা, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এবং সমস্ত নবীগণের নবুওয়াতকে মান্য করা, উহাদের সবাইকে সম্মানিত মনে করা উহাদিগকে খারাপ ও ছোট ধারণা না করা, উহাদিগের প্রতিটি কথা, যাহা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা সত্য জানা, হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে 'খাতামান্নাবীঈন' স্বীকার করা। উহার পর কোন নবীর পয়দা হওয়াকে জায়েয ধারণা না করা, ক্বিয়ামত, হিসাব, কিতাব এবং রোযা এবং হজ্জ ও যাকাতের ফরয হওয়াকে স্বীকার করা, ব্যাভিচার, চুরি এবং মদ্যপান ইত্যাদি অকাট্য হারামের হারাম হওয়া বিশ্বাস করা এবং কাফেরকে কাফের ধারণা করা ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ- কাহার দ্বারা শির্ক অথবা কুফর হইয়া যায়, তাহা হইলে কি করিবে ?

উঃ- তওবা এবং নতুন করিয়া ঈমান আনিবে, স্ত্রী থাকিলে পুনরায় বিবাহ করিবে এবং মুরীদ হইলে পুণরায় বায়েত গ্রহণ করিবে।

প্রশ্নঃ- শির্ক ও কুফর ছাড়া কোন দ্বিতীয় গোনাহ হইয়া গেলে ক্ষমার উপায় কী ?

উঃ- তওবা করিবে, খোদা তাআলার দরবারে কাঁদিবে, বিনয় করিবে, নিজের ভুলের প্রতি লজ্জিতও দুঃখিত হইবে এবং অন্তরে খাঁটি অঙ্গিকার করিবে যে, আর কোন সময় এই প্রকার ভুল করিব না। কেবল মুখে তওবা বলিয়া নেওয়া তওবা নয়।

প্রশ্নঃ- সমস্ত প্রকার গোনাহ কি তওবায় ক্ষমা হইতে পারে ?

উঃ- যে গোনাহ কোন মানুষের হক নষ্ট করিয়া হইয়াছে। যথা, কাহার মাল কাড়িয়া লইয়াছে, কাহার অপবাদে গিয়াছে অথবা অত্যাচার করিয়াছে। তাহা হইলে ঐ গোনাহগুলির ক্ষমার জন্য জরুরী যে, প্রথমে সেই মানুষের হক ফিরাইয়া দিবে অথবা উহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইবে। তারপর আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করিবে। তাহা হইলে ক্ষমা হইতে পারে এবং কোন বান্দার হক নষ্টের সহিত যে গোনাহের সম্পর্ক নাই, বরং কেবল আল্লাহ তাআলার সহিত রহিয়াছে। উহা দুই প্রকার। প্রথম উহা, যাহা কেবল তওবায় ক্ষমা হইতে পারে না। যথা, নামায না পড়িবার গোনাহ। উহার জন্য জরুরী যে, যথা সময় নামায আদায় না করিবার যে গোনাহ হইয়াছে, উহা হইতে তওবা করিবে। যদি শেষ জীবনে কিছু কাজা রহিয়া যায়, তাহা হইলে উহার ফিদইয়া দেওয়ার অসীয়ত করিয়া যাইবে। (এক ওয়াক্ত নামাযের ফিদিইয়া একটি ফিতরার পরিমাণ পয়সা ও খাদ্য ইত্যাদি দান করা।

নোট : ১. কোন মসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দফতরে যোগাযোগ করুন। ২. দফতর নির্ভুলভাবে শরয়ী সমাধান পরিবেশন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়েও যদি কোন ত্রুটি আপনাদের নজরে পড়লে আল্লাহর ওয়াস্তে জ্ঞাত করালে কৃতজ্ঞ হব। - সম্পাদক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য কি অযু অপরিহার্য নয়?

খারিজী-বিদআতীদের ভয়ঙ্কর অপপ্রচারের খন্ডন

মাওলানা মুহম্মদ এ.কে.আজাদ

সুধী পাঠক! আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযু করা অপরিহার্য, বিনা অযুতে আল ক্বুরআন স্পর্শ করা অবৈধ। – এটাই ওলামায়ে ইসলাম তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত ঐক্যমত। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয়, ইদানিং একটি ঝগড়াটেগোষ্ঠী অপ প্রচার আরম্ভ করেছে যে, আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযুর প্রয়োজন নেই। সুধী পাঠক! এই মতবাদটি প্রত্যাখ্যান করা এবং অন্যকে এই মতবাদ প্রত্যাখ্যানে সচেতন করে তোলা সকল মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব, নতুবা আমাদের উপর নেমে আসতে পারে আল্লাহ পাকের কঠিন গজব। হাদীস এবং ওলামায়ে ইসলামের ফতোয়ার আলোকে আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করা। অপরিহার্যতা নীচে তুলে ধরা হল– <u>(ক) হাদীসের আলোকে আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা ঃ</u>

আলক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে প্রামান্য হাদীস নং ১ ঃ হযরত আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ বলেন যে, আমরা সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (কিছুক্ষণ পর) বের হয়ে ইস্তেঞ্জা করতে গেলেন। আমি তাকে বললাম (ফিরে আসার পর) হে আবু আব্দিল্লাহ। আপনি যদি একটু অযু করে আসতেন, আমরা ক্বোরআনের একটি আয়াতের ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করতাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি তো এখন ক্বুরআন স্পর্শ করছি না। পবিত্র না হয়ে ক্বুরআন স্পর্শ করা যায় না। (কিন্তু স্পর্শ না করে শুধু পড়তে তো কোন সমস্যা নেই)। এরপর আমরা যা শুনতে চেয়েছিলাম, তিনি তা আমাদের পড়ে শোনালেন।

তথ্যসূত্র ঃ (১) হাকিম-মুস্তাদরাক, খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৪৭৭।

(২) দারাকুতনি-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৪।

(৩) ইবনে আবি শাইবা-মুসান্নাফ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৬।

জরুরী ভাষ্য ঃ (১) ইমাম হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

তথ্যসূত্র ঃ (১) হাকিম-মুস্তাদরাক, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

(২) আল্লামা জামালুদ্দিন আয-যাইলায়ি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইমাম দারাকুতনী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তথ্যসূত্র ঃ নাসবুররায়াহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯।

আলক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করা অপরিহার্যতা সম্পর্কে প্রামান্য হাদীস নং ২ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কেউ যেন ক্বোরআন স্পর্শ না করে।

তথ্যসূত্র ঃ (১) দারাকুতনি-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১২১।

(২) আল মুজামুস সাগিরলিততাবরানী, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৬।

জরুরী ভাষ্য ঃ (১) সহীহ বুখারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হাদীসটির সূত্রে কোন সমস্যা নেই। (তথ্যসূত্র ঃ আততালখিসুল হাবির, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩১।)

(২) ইমাম হায়সামী রাদিয়াল্লাহু বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী গ্রহনযোগ্য। (তথ্যসূত্র ঃ মাযমাউজ যাওয়ায়েদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৬)

(৩) ইমাম আবু বকর আল আসরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এই হাদীস দিয়ে দলিল দিতেন। (তথ্যসূত্র ঃ আল-মুনতাকা, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৯২)

আলক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে প্রামান্য হাদীস নং ৩ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু এর কাছে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পাঠানো চিঠিতে এ কথা লিপিবদ্ধ ছিল, পবিত্র না হয়ে কেউ যেন ক্বুরআন স্পর্শ না করে। (তথ্যসূত্র ঃ (১) হাকিম-মুস্তাদরাক, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৭, (২) আব্দুর রায্যাক-মুসান্নাফ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪১, (৩) বাইহাকি-সুনান, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭, (৪) মুয়াত্তায়ে-মালিক, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৩।)

জরুরী ভাষ্য ঃ (১) ইমাম হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর বিন আব্দুল আযিয রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম যুহরি এ চিঠিটির যথার্থতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। (তথ্যসূত্র ঃ হাকিম-মুস্তাদরাক, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

(২) ইমাম আহমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, চিঠিটি যে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লিখেছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (তথ্যসূত্র ঃ আত-তিবয়ানলিবনিলকায়্যিম, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯।

(৩) বিরোধীদের শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া [redacted] বলেন, আহলে ইলমের নিকট এটি একটি প্রসিদ্ধ চিঠি। (তথ্যসূত্র ঃ শরহুল উমদাহ, খন্ড, ১, পৃষ্ঠা ৩৪২।)

(খ) ওলামায়ে ইসলামের ফতোয়ার আলোকে আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা।

আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করা অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ হাম্বলীর ফতোয়া ঃ "অযূবিহীন ব্যক্তির জন্য ক্বুরআন স্পর্শ করা হারাম। এমনকি গিলাফের ভেতর অথবা এ জাতীয় কিছুর সাহায্য নিয়েও অযূবিহীন অবস্থায় ক্বুরআন বহন করা যাবে না। কাঠি, জামার হাতা কিংবা অন্য কিছুর সাহায্যে পৃষ্ঠা উলটানোও বৈধ হবে না।" (তথ্যসূত্র ঃ আল মুহাররার, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৭)

আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ হাম্বলীর আর একটি ফতোয়া ঃ "পবিত্র ব্যক্তি ব্যতিত কেউ যেন ক্বুরআন স্পর্শ না করে। পবিত্র ব্যক্তি অর্থ হল ছোট বড় উভয় ধরণের নাপাকি থেকে যিনি পবিত্র। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আতা রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাউস রাদিয়াল্লাহু আনহু, শা'বি রাদিয়াল্লাহু আনহু, কাসিম বিন মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এমনই বর্ণিত রয়েছে। এটি ইমাম মালিক, শাফেয়ী, ও অন্যান্য ফুকাহাদের মত।" (তথ্যসূত্র ঃ আল মুগনি, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৮)

আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ হানাফীর ফতোয়া ঃ "নামায বৈধ হওয়ার মৌলিক শর্ত "অযূ" না থাকার কারণে অযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য নামায আদায় বৈধ নয়। রাসূলল্লাহ আলাইহিস সালাম বলেছেন, অযূ ব্যতীত কোন নামায নেই। তেমনি ভাবে, আমাদের নিকট অযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য গিলাফ ব্যতীত ক্বুরআন স্পর্শ করাও জায়েয নেই।" (তথ্যসূত্র ঃ বাদাইউস সানায়ি, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩)

আল ক্বুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ হানাফীর আর একটি ফতোয়া ঃ "হায়েযা, জুনুবি ও নেফাসগ্রস্থ মহিলার জন্য ক্বুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। এবং তাদের জন্য গিলাফ ব্যতীত ক্বুরআন ধরা বা এমন কোন দিরহাম স্পর্শ করাও বৈধ নয়, সেখানে ক্বুরআনের

(এরপর ১২পাতায়)

(১১ পাতার পর)

কোন সুরাহ লিখা রয়েছে। যদি সেই দিরহাম থলের ভেতর থাকে। তাহলে থলেসহ তা ধরা যেতে পারে। একই বিধান, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যার অযূ নেই। তার জন্য গিলাফ ব্যতীত বিনা অযূতে কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ নেই।" (তথ্যসূত্র ঃ বিদায়াতুল মুবতাদি, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৮)

আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ শাফেঈর ফতোয়া ঃ "অযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শকরা এবং সেটাকে বহন করা হারাম। চাই তা গিলাফ বা অন্য কিছুর সাহায্যেই হোক না কেন।" (তথ্যসূত্র ঃ আততিয়ানলিননববি, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯২)

আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ শাফেঈর আর একটি ফতোয়া ঃ "অযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করে না এবং আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ করোনা। অযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য জামার হাতার সাহায্যেও তা বহন হারাম। কেননা তার জন্য যেমন কুরআন ছোঁয়া হারাম, বহন করা ও হারাম।" (তথ্যসূত্র ঃ আল মুহাযযাবফীফিকহিল ইমাম আশ-শাফয়ী, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪)

আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ মালিকীর ফতোয়া ঃ "ছোট নাপাকির কারণে যে সমস্ত কাজ করা নিষেধ- কুরআন স্পর্শ করা, যদি তা আরবীতে লিখিত হয়। কাঠি বা অন্যকিছুর মাধ্যমেও তা স্পর্শ করা যাবে না।" (তথ্যসূত্র ঃ ফিকহুল ইবাদাত আলাল মাযহাবিল মালিকি, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫)

আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে ফিকাহ মালিকীর আর একটি ফতোয়া ঃ "ইবনে অহাব বলেন, ইমাম মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত গিলাফ কিংবা বালিশের মাধ্যমেও কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" (তথ্যসূত্র ঃ আল মুসহাফলিআবি দাউদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪০)

(গ) <u>আহলে হাদীস-সালাফী গোষ্ঠীর ইমামদের স্বীকারোক্তি ঃ</u>

(১) আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আহলে হাদীস-সালাফী গোষ্ঠীর 'শায়খুল ইসলাম' ইবনে তাইমিয়ার স্বীকারোক্তি ঃ ইবনে তাইমিয়া বলেন, "কুরআন কারীম স্পর্শ করার ব্যাপারে সহীহ রায় হল, অধিকাংশ আলেমদের মত অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে অযু করা ওয়াজিব।" (তথ্যসূত্র ঃ মাজমুআতুল ফতোয়া, খন্ড ২১, পৃষ্ঠা ১৬৪)

এছাড়াও "মুসহাফ বিনা অযূতে স্পর্শ করা যাবে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে ইবনে তাইমিয়ার জবাব হলো- "চার মাযহাবের ইমামদের মত হল, পবিত্র ব্যক্তিগণ ছাড়া আর কারো কুরআন করীম স্পর্শ করার অনুমতি নেই। যেমন আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানো চিঠিতে রাসূল সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেছিলেন, পবিত্রতা অর্জন না করে কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে। ইমাম আহমাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিন, চিঠিটি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম লিখেছেন এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবাদেরও মত এবং সাহাবাগণের মধ্যে থেকে তাদের মতের বিরোধিতা করেছেন, এরকম কারো কথাও জানা যায় না।" (তথ্যসূত্র ঃ মাজমুআতুল ফতোয়া, খন্ড ২১, পৃষ্ঠা ১৫২)

(২) আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আহলে হাদীস-সালাফী গোষ্ঠীর শীর্ষ স্থানীয় ইমাম সালেহ আল উসাইমিনের স্বীকারোক্তি ঃ প্রশ্ন- জনৈক শিক্ষক ছাত্রদের কুরআনের দারস প্রদান করেন। কোন কারণে মাদ্রাসায় বা তার আশেপাশে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এখন তার জন্য কি করণীয়? কেননা পবিত্র না হয়ে তো কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

উত্তর- মাদ্রাসায় বা আশেপাশে যদি পানি পাওয়া না যায়, শিক্ষক তখন ছাত্রদের সতর্ক করলেন তারা যেন পাবিত্র না হয়ে কুরআন বহন বা স্পর্শ না করে। কেননা আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাকে লিখেছেন, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" এখানে পবিত্রতা বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে নাপাকি থেকে অর্জিত পবিত্রতা। কেননা আল্লাহ তাআলা অযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের আয়াতে উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।" এখানে 'তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান' দ্বারা এ কথা বোঝা যায়, পবিত্রতা অর্জন না করলে পবিত্র হওয়া যায় না। তাই অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন না করে কারো জন্য কুরআন স্পর্শ করা জায়েয হবেনা। তবে নাবালেগ বাচ্চাদের যেহেতু অনেকক্ষেত্রে কুরআন স্পর্শ করা প্রয়োজন দেখা দেয়, আর তাছাড়া অযূর গুরুত্ব বোঝারমত বয়সও তাঁদের হয়নি, তাই কোন কোন আলেম তাদের জন্য বিনা অযূতে কুরআন স্পর্শ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এক্ষত্রেও উত্তম হল, তাদের অযূর আদেশ দেয়া, যাতে করে পবিত্র অবস্থাতেই তারা কুরআন স্পর্শ করতে পারে।" (তথ্যসূত্র ঃ ফতোয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৪২)

(৩) আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আহলে হাদীস-সালাফী গোষ্ঠীর শীর্ষ স্থানীয় ইমাম আব্দুল আযীয বিন বাযের স্বীকারোক্তি ঃ "অধিকাংশ ওলামাদের মতানুসারে বিনা অযূতে কুরআন করীম স্পর্শ করা জায়েয নয়। এটিই চার ইমাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহাবাগণও এই ফতোয়া দিয়েছেন। আমর বিন হাযম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইয়ামেন বাসির কাছে লিখে ছিলেন পবিত্রতা অর্জন না করে কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে। এটি একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস, যার একাধিক সূত্র, একটি অপরটিকে শক্তিশালী করেছে। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় বড় ও ছোট নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন না করে কোন মুসলিমের জন্য কুরআরন স্পর্শ করা জায়েয নেই।" (তথ্যসূত্র ঃ http://www.binbaz.org.sa/mat/130)

(৪) আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অযূ করার অপরিহার্যতা সম্পর্কে আহলে হাদীস-সালাফী গোষ্ঠীর শীর্ষ স্থানীয় ইমাম সালিহ আল মুনাযিদের স্বীকারোক্তি ঃ " Q: I know that it is not permissible to touch the Mus-haf (copy of the Quraan containing Arabic text only) unless one has wudoo, but does this ruling apply to single verses or books of Tafseer (Quraanic commentary) or books of Seerah (Prophet's bioghaphy) etc.?

A : It is not permissible for a person who is in a state of impurity to touch a single aayah because the ruling on that is the same as he ruling on the Mus-haf. But if there are other things written along side the aayah, as in books of Tafseer and Fiqh, then the ruling depends on which is the greater; if there is more Quraan than anything else, then it is harram to touch it without wudoo, but if there is more of writings other than Quraan, then it is permissible to touch it. (তথ্যসূত্র ঃ Islam Q & A, Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, http://www.islam-qa.com/en/ref/22829)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফিতনাবাজদের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

ইয়াযীদ কি ক্ষমাপ্রাপ্ত (মাগফূর)? সহীহ বুখারীর আলোকে মূল্যায়ন

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

খারিজীগণের মতে, ইয়াযীদ মাগফূর (ক্ষমাপ্রাপ্ত)। কোন কোন খারিজী একধাপ এগিয়ে বলেন, ইয়াযীদ জন্মগতভাবে জান্নাতী। 'প্রমান কোথায়'? জিজ্ঞেস করা হলে, তারা বলেন যে, ইহা সহীহ বুখারীতে আছে। একজন খারিজী নেতা বলেন যে, "সহীহ বুখারীতে একটি হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, যারা কনস্টান্টিনোপল জয় করবেন তারা জান্নাত পাবেন এবং ইয়াযীদ ছিল (ঐ বাহিনীর কমান্ডার।"

প্রিয় পাঠক! যদি সত্যিই এমন হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণিত থাকে, তাহলে তো আমরা সকলেই একথা মানতে বাধ্য। কিন্তু মিলিয়ন-ডলার প্রশ্ন হল, সত্যিই কি এমন হাদীস সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে? প্রিয় পাঠক! আসুন ঐ হাদীসখানি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে কিনা তা যাচাই করে নি।

সহীহ বুখারীর নামে খারিজীদের মিথ্যাচারিতার পোস্টমর্টেম ঃ প্রিয় পাঠক! আজকাল লোকের হাদীসের নামে মিথ্যা কথা বলতে জিহ্বা কাঁপে না। আহা! হাদীসের নামে মিথ্যাচারিতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে লোকে যদি সচেতন থাকত! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এই সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করে বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে (ইচ্ছাকৃত ভাবে), তার ঠিকানা জাহান্নাম।"

(তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-১, পৃঃ-৪১, হাদীস-১০৬)

ইয়াযীদ-প্রেমিকদের দাবী যে, "সহীহ বুখারীতে একটি হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে, যারা কনস্টান্টিনোপল জয় করবেন তারা জান্নাত পাবেন এবং ইয়াযীদ ছিল (ঐ বাহিনীর) কমান্ডার।" এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা হাদীসের নামে মিথ্যাচার। এটা সহীহ বুখারীর নামে সরলপ্রাণ মুসলিমগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল। এমন কথা সহীহ বুখারীতে নেই। প্রিয় পাঠক! আসুন, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত এই সম্পর্কিত হাদীসের মূল টেক্সট মনোযোগপূর্বক পাঠ করে নিই। তাহলেই ইন্‌শাআল্লাহ সমগ্র বিষয়টি সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসের টেক্সট ঃ-

"হাদ্দাসানা ইসহাক্ব ..... সাল্লামা আওঅলো জাইশিন মিন উম্মাতী য়্যানযূনা মাদীনাতা ক্বাইস্বারা মাগফূরূন লাহুম ফাক্বালতো আনা ফীহিম য়্যা রাসূলুল্লাহি ক্বালা লা।"

অনুবাদ ঃ উম্মু হারাম বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম সৈন্যবাহিনী যারা সমুদ্র অভিযান করবে তাদের জন্য জান্নাত।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি তাদের সঙ্গে থাকব?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তারপরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম সৈন্য বাহিনী যারা কায়সারের শহর আক্রমন করবে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" আমি বললাম, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি কি তাদের সঙ্গে থাকব?' তিনি বললেন, 'না'।

(তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৪০৯-৪১০, হাদীস-২৯২৪)

জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ আলোচ্য হাদীসে 'কনস্ট্যান্টিনোপল' শব্দটির অস্তিত্বই নেই ঃ প্রিয় পাঠক! লক্ষ করুন আলোচ্য হাদীসে 'কনস্ট্যান্টিনোপল' বা কুসতুনতুনিয়া শব্দটি নেই। ইয়াযীদ-প্রেমিকরা ইয়াযীদকে ক্ষমাপ্রাপ্ত বা মাগফূর প্রমাণ করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ করেছেন। হাদীসে আছে 'মাদীনাতা কায়সার' বা কায়সারের শহর। কায়সার বলা হত রোমের সম্রাটকে। ভারতে ২০১১ এর সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী মোট শহরের সংখ্যা ৬৪০টি। কিন্তু কেউ যদি ভারতের শহর বলতে কেবল কলকাতা কেই ধরে নেন, তাহলে তা কতটা হাস্যকর তা সহজেই অনুমেয়। ভারতের শহর বলতে রাজধানী দিল্লীও হতে পারে, চেন্নাই বা অন্যান্য শহরও হতে পারে। অনুরূপ কায়সারের শহর বলতে 'কনস্ট্যান্টিনোপল'ও হতে পারে অন্যান্য শহরও হতে পারে। 'কনস্ট্যান্টিনোপল' কে হাদীসের অংশ হিসেবে কোন মতেই বর্ণনা করা যাবে না। এটা হাদীসের নামে মিথ্যাচারণা। কেউ যদি একান্ত বলতেই চান, তাহলে তিনি হাদীস উদ্ভূত করার পর বলতে পারেন যে, 'মাদীনাতা কাইসার' বলতে কোন কোন ভাষ্যকার 'কনস্ট্যান্টিনোপল' বুঝিয়েছেন। এর সঙ্গে তাঁকে এটাও সুস্পষ্ট করতে হবে যে, 'মাদীনাতা কাইসার' বলতে ভাষ্যকারগণ কাইসারের রাজধানী হিমসও হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

জরুরী ভাষ্য নং ২- 'কাইসারের শহর' বলতে সহীহ বুখারীর ভাষ্যকারগণ কি বুঝিয়েছেন? ঃ প্রিয় পাঠক! সহীহ বুখারীর আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 'কাইসারের শহর' বলতে অধিকাংশ ভাষ্যকার রোমের তৎকালীন রাজধানী 'হিমস' শহরকে বুঝিয়েছেন। সহীহ বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ

(এরপর ১১পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১০পাতার পর)

ইয়াযীদ কি ক্ষমাপ্রাপ্ত (মাগফূর)?

ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজর আস্‌কালানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

অনুবাদ ঃ "কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন যে, 'কায়সারের শহর বলতে ঐ শহরকে বুঝানো হয়েছে যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের সময় রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঐ শহরটি হল হিমস। ঐ সময় এটাই রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল।"

(তথ্যসূত্র ঃ ফাতহুল বারী, আল্লামা ইবনে হাজার আস্‌কালানী, কিতাবুল জিহাদ, বাব- মা কীলা ফি কিতালির রুম)।

তবে কোন কোন ভাষ্যকার 'কায়সারের শহর' বলতে কনস্ট্যান্টিনোপলকেও বুঝিয়েছেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, 'হিমস' বা 'কনস্ট্যান্টিনোপল' কোনটিই হাদীসের 'টেক্সট' নয়। উভয়ই হাদীসের ব্যাখ্যা।

জরুরী ভাষ্য নং ৩ ঃ ইয়াযীদ-প্রেমিকদের কনস্ট্যান্টিনোপলের জন্য প্রতারণা কেন? ঃ প্রিয় পাঠক! এখন প্রশ্ন হল, 'কনস্ট্যান্টিনোপল' হাদীসের অংশ হিসেবে প্রচার করেন কেন? কেন এত ছলনা? উত্তর হল, পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ। তাঁরা চান, যেভাবেই হোক ইয়াযীদ পালিদকে 'জান্নাতী' প্রমাণ করতে। 'কনস্ট্যান্টিনোপল' তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। যেহেতু ইয়াযীদ কনস্ট্যান্টিনোপলের একটি অভিযানে (প্রথম অভিযানে নয়- বহু পরের একটি অভিযানে) অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাই তারা কনস্ট্যান্টিনোপলকেই ঘাড়ম্বরে প্রচার করেন এবং এমনকি হাদীসের নামে মিথ্যাচারণা করতেও দ্বিধা করেন না। 'কাইসারের শহর' বলতে যে হিমসকেও বোঝান হয়, তাঁরা এই তথ্যটি সযত্নে চেপে রাখেন কারণ মুসলিম বাহিনী যখন হিমস আক্রমন করে তখন ইয়াযীদ ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার তো দূরের কথা, সে জন্মগ্রহণও করে নি। ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ফারুকে আজম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত কালেই ১৫ হিজরীতে মুসলিম বাহিনী হিমস আক্রমন ও জয় করে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবু উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

(তথ্যসূত্র ঃ তারীখে কাসীল, আল্লামা ইবনে আসীর, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা-৩৩৯)

জরুরী ভাষ্য নং ৪- ইয়াযীদ কি কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানকারী প্রথম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল? ঃ প্রিয় পাঠক! যদি কেউ জেদ বজায় রাখে যে, 'কাইসারের শহর' বলতে কনস্ট্যান্টিনোপলকেই বোঝায় তাহলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, ইয়াযীদ কি কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানকারী প্রথম বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল? হাদীসের ভাষা হল "আওয়ালু জাইশীন মিন উম্মাতী ইয়াগজুনা মাদীনাতা কায়সারা মাগফূরুল লাহুম" অর্থাৎ "আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম সৈন্যবাহিনী যারা কায়সারের শহর আক্রমন করবে তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্ত।" আসুন দেখে নিই, ইয়াযীদ কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রথম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল কি না?

ইয়াযীদ কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহন করে নি, তখন সে মাত্র ছয় বছরের শিশু ছিল ঃ প্রিয় পাঠক! ইয়াযীদ কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানকারী প্রথম সৈন্য বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে তার 'ক্ষমাপ্রাপ্ত' হওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। প্রথম মুসলিম সৈন্যবাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমন করে ৩২ (বত্রিশ) হিজরীতে আর ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করে ২৬ (ছব্বিশ) হিজরীতে। অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রথম অভিযানের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মুয়াবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। হাফেজ ইবনে কাসীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় "আল বিদায়াহ অন নিহায়াহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–

অনুবাদ ঃ হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ৩২ হিজরীতে রোম আক্রমন করেন এবং অভিযান চালাতে চালাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের শহর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যান।

(তথ্যসূত্র ঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইবনে কাসির, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭৯)

ইমাম ইবনে আসির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হযরত আমীর মুয়াবীয়া কর্তৃক কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমনের বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন–

"সুম্মা দাখালতো সানাতাস না তাইন অ সালাসাইন, কিলা ফী..... ক্বারত্বতান অ ক্বিলা ফাখাতাতান"

(তথ্যসূত্র ঃ আত তারীখুল কামীল। ইমাম ইবনে আসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৫)

সুতরাং ইয়াযীদ কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রথম অভিযানে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইতিহাসে এর কোন নামগন্ধও নেই।

ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের দ্বিতীয় অভিযানেও ছিল না ঃ প্রিয় পাঠক! ইয়াযীদ পালিদ কনস্টান্টিনোপলের প্রথম অভিযানে তো অন্তর্ভুক্ত ছিলই না, সে এমনকি দ্বিতীয় অভিযানেও ছিল না। মুসলিমগণ দ্বিতীয়বার কনস্টান্টিনোপল আক্রমন করে ৪২ হিজরী সনে।

(তথ্যসূত্র ঃ তারিখ উল ইসলাম-ইমাম যাহাবী, তারিখ আল কামীল-ইমাম ইবনে আসীর, ইবনে খালদুন) এই অভিযানে ইয়াযীদ অংশ গ্রহণ করে নি।

ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের তৃতীয় অভিযানেও অংশ গ্রহন করেনি ঃ প্রিয় পাঠক! মুসলিম বাহিনী তৃতীয় বার কনস্টান্টিনোপল আক্রমন করে ৪৩

(এরপর ১২পাতায়)

(১১পাতার পর)

ইয়াযীদ কি ক্ষমাপ্রাপ্ত (মাগফূর)?

হিজরী সনে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত নাসার বিন আবি আরত্বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি রোম আক্রমন করেন এবং কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত গিয়ে পৌছান।

(তথ্যসূত্র ঃ আল বিদায়া অন নিহায়াহ- ইমাম ইবনে কাসীর-খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭ এবং তারীখ ইবনে খালদুন-খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯) এই অভিযানেও ইয়াযীদ ছিল না।

ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের চতুর্থ অভিযানেও ছিল নাঃ

প্রিয় পাঠক! মুসলিম বাহিনী চতুর্থ বার কনস্টান্টিনোপল আক্রমন করে চুয়াল্লিশ বা ছেচল্লিশ হিজরী সনে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মহান যোদ্ধা হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের পুত্র হযরত আব্দুর রহমান। (আত তারিখ আল কামীল- ইমাম ইবনে আসীর- খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৮)

এই অভিযানের বর্ণনা সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ সুনান আবু দাউদেও রয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ সুনান আবু দাউদ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪০, হাদীস ২১৫১) এই অভিযানেও ইয়াযীদ ছিল না।

ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের পঞ্চম অভিযানেও ছিল না ঃ মুসলিম বাহিনী পঞ্চমবার কনস্টান্টিনোপল অভিযান করে হযরত আব্দুর রহমান আল কাইসী আল আনসারের নেতৃত্বে। ইয়াযীদ এই অভিযানেও ছিল না।

ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের ষষ্ঠ অভিযানেও ছিল না ঃ মুসলিম বাহিনী ষষ্ঠবার কনস্টান্টিনোপল অভিযান করে উনপঞ্চাশ হিজরী সনে। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন হযরত মালিক বিন হুবাইরা। এই যুদ্ধেও ইয়াযীদ ছিল না।

ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের সপ্তম অভিযানেও ছিল না ঃ উনপঞ্চাশ হিজরী সনে মুসলিম বাহিনী পুনরায় সপ্তম বারের মত কনস্টান্টিনোপল আক্রমন করে। এই যুদ্ধে ইয়াযীদ নামক একজন অংশগ্রহন করেন। কিন্তু তিনি ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া নন। তিনি হলেন ইয়াযীদ বিন শাজারা আর রাহানী। তিনি ছিলেন দামেশকের অধিবাসী। এই অভিযানেও ইয়াযীদ ছিল না।

ইয়াযীদ অংশগ্রহণ করেছিলেন অষ্টম অভিযানে ঃ প্রিয় পাঠক! ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া কনস্টান্টিনোপলের অষ্টম অভিযানে অংশগ্রহন করেছিল। এই অভিযান চালানো হয়েছিল পঞ্চাশ হিজরী সনে। এই অভিযানে ইয়াযীদ নেতৃত্ব প্রদান করেছিল বলে উল্লেখিত আছে।

জরুরী ভাষ্য নং ৫ ঃ ইয়াযীদ কনস্টান্টিনোপলের কোন অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল?

প্রিয় পাঠক! ইয়াযীদ যে কনস্টান্টিনোপলের প্রথম অভিযানে অংশগ্রহণ করে নি তা তো আমরা দেখলাম। এমনকি সে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম অভিযানেও যে অংশ গ্রহন করে নি, তাও আমরা প্রমাণ পেলাম। তাহলে সে কোন অভিযানে অংশগ্রহন করেছিল?

ইতিহাসবিদগণ এ সম্পর্কে চারটি মতামত প্রদান করেছেন। (১) ইয়াযীদ উনপঞ্চাশ হিজরীতে কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহন করেছিল। (তথ্যসূত্র ঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩৪)

(২) ইয়াযীদ পঞ্চাশ হিজরীতে কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানে অংশ গ্রহন করেছিল। (তথ্যসূত্র ঃ উমদাতুল কারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৫৮)

(৩) ইয়াযীদ বাহান্ন হিজরীতে অভিযানে অংশগ্রহন করেছিল। (তথ্যসূত্র ঃ উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪৪)

(৪) ইয়াযীদ পঞ্চান্ন হিজরীতে অভিযান অংশগ্রহন করেছিল। (তথ্যসূত্র ঃ আল ইসাবা ফী মারিফাতি সাহাবাহ)

এই চারটি মতের মধ্যে তৃতীয় মতটি হল যে, 'ইয়াযীদ বাহান্ন হিজরীতে কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানে অংশ গ্রহন করেছিল, 'হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার শাইখ বাদরুদ্দীন আইনী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও এই মতটিকে গ্রহণ করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ উমদাতুল কারী, ইমাম বাদরুদ্দীন আইনী, খন্ড-১০, কিতাবুল জিহাদ, পৃষ্ঠা-২৪৪)

জরুরী ভাষ্য নং ৬ ঃ ইয়াযীদ কি স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে অষ্টম অভিযানে অংশগ্রহন করেছিল? ঃ প্রিয় পাঠক! জেনে হতভম্ব হবেন যে, খারিজীদের ইমাম ইয়াযীদ পালিদ স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিকভাবে কনস্টান্টিনোপলের সপ্তম বা অষ্টম অভিযানে অংশ গ্রহন করে নি। সকল ইতিহাসবিদগন এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জোরপূর্বক ও শাস্তিস্বরূপ যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন।

ঘটনাটি এরূপ ঃ পঞ্চদশ হিজরীতে হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি বিশাল বাহিনী রোম প্রেরণ করেন। হযরত সুফিয়ান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে এই বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। যখন হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পুত্র ইয়াযীদকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন ইয়াযীদ অসুস্থতার ভান করল এবং যেতে অস্বীকার করল। কিছুদিন পর সংবাদ এল মুজাহিদ বাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলে সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অসুখ-বিসুখ তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে। এ সংবাদ আগমনের সময় রঙ্গীলা মদ্যপ ইয়াযীদ তার স্ত্রী উম্মে কুলসুমের সঙ্গে বিনোদনে ছিল। সংবাদ

(এরপর ১৩পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়াযীদ কি ক্ষমাপ্রাপ্ত (মাগফূর)?

(১২পাতার পর)

শুনে রঙ্গীলা ইয়াযীদ খুশীতে ডগমগ হয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছিল। এই কবিতা সকল ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ –

"আমি মোটেও পরোয়া করিনা যে, যোদ্ধারা ফির্কোদোনা (জায়গার নাম) জ্বর এবং সংকটের মধ্যে দিনযাপন করছে। আমি তো উঁচু গদিতে বসে আছি আর আমার সঙ্গে উম্মে কুলসুম (ইয়াযীদের স্ত্রী) রয়েছে।"

যখন হযরত আমীর মুয়াবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রঙ্গীলা ইয়াযীদের এই কবিতা পাঠের সংবাদ শুনতে পেলেন, তখন তিনি শপথপূর্বক বললেন, এবার ইয়াযীদকে অবশ্যই কনস্ট্যান্টিনোপল যেতে হবে যেন "সে মুজাহিদদের দুঃখকষ্ট" নিজে উপলব্ধি করতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ ১। আত তারিখ আল কামিল- ইমাম ইবনে আসীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৪।

২। উমদাতুল কারী, শাইখ বাদরুদ্দীন আইনী, খন্ড-১০, কিতাবুল জিহাদ।

সুতরাং ইয়াযীদ আন্তরিকভাবে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিযানে অংশগ্রহন করে নি। তাকে পরবর্তীকে শাস্তিস্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়েছিল।

জরুরী ভাষ্য নং ৭ - <u>"মাগফূরুল লাহুম" এর ব্যাখ্যা</u> ঃ যদি ইয়াযীদ কনস্ট্যান্টিনোপলের প্রথম যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত থাকত তবুও সে 'মাগফুর' বা ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হোত না। সেক্ষেত্রে তার যুদ্ধে অংশগ্রহনের সময় পর্যন্ত গোনাহসমূহ ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হোত; যুদ্ধ পরবর্তী গোনাহসমূহ নয়। যদি মৃত্যু পর্যন্ত সকল গোনাহই ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে ঘোষিত হোত তাহলে এই হাদীস সমূহের অর্থ কি হতে পারে?

সমার্থক হাদীস ১ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ের নামায (আসর এবং ফজর) পাঠ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-১, হাদীস-৫৪৮)

প্রিয় পাঠক! এই হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কেবল আসর এবং ফজরের নামায পাঠ করলেই জান্নাত গ্যারান্টি? না, সুধী পাঠক না! এই হাদীস শর্তাধীন।

সমার্থক হাদীস ২ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যখন দুজন মুসলিম একে অপরের সঙ্গে মুসফাহা করে তখন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (তথ্যসূত্র ঃ তিরমিযী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৭)

প্রিয় পাঠক! এই হাদীসের তাৎপর্য কি এই যে, কেবল মুসাফাহা করলেই মুসাফাহাকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত বা মাগফূর বলে বিবেচিত হবে? এরূপ বহু হাদীস বর্ণিত আছে। এর অর্থ কি এই যে, সংশ্লিষ্ট আমল সম্পাদনের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ফরজ নামায পরিত্যাগও করে, সন্ত্রাসও চালায়, খুনও করে, মদ্যপানও করে, তবু তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? প্রিয় পাঠক! না।

'মাগফুর' বা ক্ষমাপ্রাপ্ত সম্পর্কে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের তফসীর ঃ সহীহ বুখারীর ভাষ্যকারগণ এর মতে, 'মাগফূর' বা ক্ষমাপ্রাপ্ত এর তাৎপর্য হল যে, সংশ্লিষ্ট কর্মের সময় পর্যন্ত ব্যক্তির গোনাহসমূহ ক্ষমাপ্রাপ্ত; তার পরবর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে "যদি সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার হকদার হয়।" সহীহ বুখারীর প্রথিতযশা ভাষ্যকার শাইখ বাদরুদ্দীন আইনি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যদি ইয়াযীদ জেহাদে অংশগ্রহন করতও, তবু তার পরবর্তী পাপরাশির জন্য সে এই সুসংবাদ এর অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হোত না। ওলামাগণের এ কথার উপর ঐক্যমত রয়েছে যে, "তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত" এর তাৎপর্য হল যদি তারা ক্ষমাপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয় (তাহলেই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত)। যদি কেউ জেহাদে অংশগ্রহনের পর ইসলাম ত্যাগ করে এবং মুরতাদ হয়ে যায় তবে সে ঐ সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগনিত হবে না।" (তথ্যসূত্র ঃ উমদাতুল কারী-আল্লামা বাদরুদ্দিন আইনী- খন্ড ১০- পৃষ্ঠা ২৮৮)

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর তফসীরে লিখেছেন, "যদি ইয়াযীদ ঐ যুদ্ধে শরীক হোতও, তবে এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হোত যে, ঐ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইয়াযীদ যে গোনাহগুলো সম্পাদন করেছিল, সেগুলিকে ক্ষমা করা হয়েছে। এর কারণ এটাই যে, জিহাদ হল কাফারাত এবং কাফারাতের পূর্ববর্তী গোনাহ সমূহ মাফ হয়, পরবর্তীগুলো নয়। হ্যাঁ, যদি এরূপ নির্দেশিত হোত যে, "মাগফূরুল লাহুম ইলা ইয়াওমাল কিয়ামাত, তাহলে ইয়াযীদের নাজাতের সম্ভাবনা থাকত কিন্তু এরূপটি নির্দেশিত হয় নি।" (তথ্যসূত্র ঃ শারাহ, তারাজেম আবওয়াবে বুখারী- শাল ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী এবং শারাহ হাদীসে কুসতুন তুনিয়া- শাইখ ফাইজ আহমেদ ও আয়সী- পৃষ্ঠা ৭)

আহলে হাদীসের ইমাম ওয়াহেদ-উজ-জামানের স্বীকারোক্তি- ইয়াযীদ মাগফূর বা ক্ষমাপ্রাপ্ত নয় ঃ আহলে হাদীস ইমাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাষ্য প্রদান করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, "ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিহত করল, আহলে বাইত কে লাঞ্ছনা করল, যখন ইমাম হুসাইন-এর পবিত্র মস্তক (তার দরবারে) পৌছল তখন মারদুদ বলল- 'আমি বদরের প্রতিশোধ গ্রহন করে নিয়েছি।' সে মদীনা আক্রমন করল, পবিত্র হারমে ঘোড়া বাধল, মসজিদে নববী এবং কবর শরীফের অবমাননা করল। এত গোনাহর পরও কেউ কিভাবে ইয়াযীদকে মাগফূর বা বেহেশতী বলতে পারে।"

(এরপর ১৬পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৩ পাতার পর)

ইয়াযীদ কি ক্ষমাপ্রাপ্ত (মাগফুর) ?

ইমাম কাসতালানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়াযীদ ইমাম হুসাইন-এর শহীদ হওয়াতে খুশী এবং রাজী ছিল। তার উপর আল্লাহর লানাত এবং তার সাহায্যকারীদের প্রতিও আল্লাহর লানাত।

(তথ্যসূত্র ঃ তাফসীরুল বারী ফী শারাহ বুখারী, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২৫– মাতবুয়া তাজ কোম্পানী, করাচী)

কুখ্যাত ইয়াযীদকে মাগফুর, জান্নাতী ইত্যাদি শংসাপত্র প্রদানকারীদের উপর এবং তার নামের পার্শ্বে রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবহার কারীদের প্রতি আল্লাহর লানাত।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই খারিজী ধর্মব্যবসায়ীদের ফিৎনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন।

কৌমে মুসলিমের প্রতি

বেরাদারানে ইসলাম! আস্‌সালামো আলাইকুম।

বর্তমানে মিল্লাতে ইসলামের করুণ দশার কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন মনে হয় না। পরপর আমাদের প্রবীন নেতৃত্ব দুনিয়া ছাড়ছে, কেউ অবসার চাইছে, আর কেউ ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু ফারযে কেফায়ার মত কাজ করে কৌমের 'দূর্দশা' চুপচাপ বসে বসে দেখতে রয়েছেন। এইসব দেখে খুব দুঃখ হচ্ছে। আমরা নতুন প্রজন্ম, প্রবীনদের কাছে কিছু কাজ করার অভিজ্ঞতা চেয়েছিলাম। কিন্তু আফসোস, তাদের চরণধুলির নাগাল পেলাম না। অবশেষে কালিয়াচকের সারযমিনে "এদারা-এ-শারীয়া" নামক সংস্থার মাধ্যমে, নতুন প্রজন্মের ইসলামী কাজের উদ্যোগকে পুঁজি করে, মুসলিম উম্মাহর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে আরম্ভ করেছি। আমরা এখন শুরু করতে পেরেছি দারুল ইফতা, দাওয়াতে হাক, পত্রিকা, বই-পুঁথি প্রকাশনা ইত্যাদি। আমাদের অনেক বড় কর্মসূচী আছে। এখন এর কার্যালয়ের জন্য একটি জায়গা ক্রয় করা হয়েছে এবং অফিসের জন্য দুটি ঘর ক্রয় করা হয়েছে। এবার এর নির্মান কার্যের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। আল্লাহর ওয়াস্তে, দ্বীনের খাতিরে আপনাদের সহযোগিতার ও জাকাত, ফিতরা, আকীকা, কুরবানী, ওশর ছাড়াও আপনাদের এককালিন দান করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা সমস্ত আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের জনগণের সঙ্গে পূর্ণ আন্তরিক। আমাদের কাজগুলো যদি সাত্যি ইসলামের উন্নয়নের জন্য হয় তাহলে আপনারা আমাদের সঙ্গ দেবেন, অন্যথায় ভুল হলে আমাদের সংশোধন করার দায়িত্ব আপনাদের আছে।

ইতি–

সম্পাদক,

এদারা-এ-শারীয়া কালিয়াচক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

হ্যাঁ আপনাকেই বলছি, আমরা সঠিক মাখরাজ ও তাজবীদের সঙ্গে বিশুদ্ধভাবে আল কুরআন পাঠ করতে শিখেছি তো?

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

সম্মানিত ভাই ও বোন! মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি আমাদের জন্য অনন্যজীবন বিধান নয়? মহা প্রজ্ঞাময় এই মহাগ্রন্থ কি একমাত্র বিশ্ব সংবিধান নয়? এই জ্ঞানগর্ভ মহাগ্রন্থ কি অতীত-ভবিষ্যতের সংবাদ, বর্তমানের জীবন-নির্দেশনা এবং হেদেয়েতের মশাল নয়? আল্লাহ পাক কি বলেননি যে, 'ইহা সেই গ্রন্থ যাতে কোনোই সন্দেহ নেই এবং ইহা ধর্ম-ভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১-২) তাহলে আল কুরআনের প্রতি আমাদের সীমাহীন উদাসীনতা কেন?

মুসলিম সমাজের তিনটি ক্যাটেগরি ঃ সম্মানিত ভাই ও বোন! 'বিশুদ্ধভাবে আল কুরআন পাঠ' এর নিরিখে আমরা মুসলিম সমাজকে তিনটি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করতে পারি–

ক) প্রথম শ্রেণি হল ওলামা সমাজ। এ সম্পর্কে এরা হলেন সুদক্ষ এবং শিক্ষক-স্থানীয়।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণি হল, ঐ সব মানুষ যারা আল কুরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

গ) তৃতীয় শ্রেণি হল, ঐ সব লোকজন যারা কোন ক্রমে আল কুরআন পাঠ করতে পারেন বটে, কিন্তু মাখরাজ, তাজবীদ ও ব্যাকরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন।

দ্বিতীয় ক্যাটেগরির করুণ চিত্র ঃ এখন বাস্তব চিত্র হল, বিশেষতঃ আমাদের পঃবঙ্গে, প্রতি এক হাজার মুসলিমের মধ্যে নয় শত পঞ্চাশজন দ্বিতীয় ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যারা আল কুরআন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই কুরআন আছে, কিন্তু আছে আলমারিতে। মনোরম কাপড়ে সুসজ্জিত। এই কুরআন আলমারি থেকে বের হয় কখন? বের হয়, যখন প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বাঁধে এবং কুরআন স্পর্শ করে শপথ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন। কিংবা যখন গৃহে কেউ ইন্তেকাল করেন তখন। চল্লিশা উপলক্ষে। মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াব নিঃসন্দেহে ভাল কর্ম কিন্তু, কেবল কেউ ইন্তেকাল করলে তবেই আল কুরআন পাঠ করতে হবে, এই সংস্কার সমাজকে জড়বস্তুতে পরিণত করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। জনৈক কবি "কুরআন কি ফারিয়াদ" কবিতায় কি হৃদয় স্পর্শি মর্ম-বেদনাই না প্রকাশ করেছেন।

"তাকো মে সাজয়া জাতা হুঁ,
আখোঁ সে লাগায়া জাতা হুঁ,
তাবিজ বানায়া জাতা হুঁ,
ধো ধো কে পীলায়ে জাতা হুঁ।

তৃতীয় ক্যাটেগরির পীড়াদায়ক চিত্র ঃ প্রতি এক হাজার মুসলিমের মধ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন হচ্ছেন তৃতীয় ক্যাটেগরির অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ঐ সব লোজন যারা কুরআন পাঠ করতে পারলেও মাখরাজ, তাজবীদ ও ব্যাকরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এরা কেবল কোন ক্রমে হোঁচট খেতে খেতে কুরআন পাঠ করতে পারেন। কিন্তু এই কুরআন পাঠ ভীষণ ত্রুটিযুক্ত ও বিপজ্জনক। বিশুদ্ধ ভাবে আল কুরআন পাঠের জন্য তাজবীদ ও মাখরাজ সম্পর্কে জ্ঞান অত্যাবশ্যক। আরও অত্যাবশ্যক ধারাবাহিক অনুশীলন। সর্বোপরি অত্যাবশ্যক, কোনও সুদক্ষ আলেমের তত্ত্বাবধান। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই ভাইগণ জানেনই না যে, তাদের কুরআন পাঠত্রুটিযুক্ত ও বিপজ্জনক। বরং কেউ কেউ নিজেকে ইসলামের সংস্কারক এবং ধর্ম প্রচারক বিবেচনা করেন। কেউ কেউ গর্বে দাবিও করেন। তাঁরা 'হামযাহ' ও 'আঈন' এর একই উচ্চারণ করেন। তারা 'সী-ন, শী-ন, 'স্ব-দ' ও 'ছা' এর একই উচ্চরণই করেন। তাঁরা 'তা' ও 'ত্ব' এর একই উচ্চারণই করেন। তাঁরা 'জী-ম' ও 'যা-ল' এর একই উচ্চারণই করেন। তাঁরা 'ক্বা-ফ' ও 'কা-ফ' এরও একই উচ্চারণ করেন। মাদ, গুন্নাহ এর কোন বালাই থাকে না। ইচ্ছামত অক্ষরকে দীর্ঘ ও মাদকে ছোট করা হয়। উল্লেখ্য, এই ত্রুটিসমূহকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমতঃ ঐসব ভূল যেগুলি জন্য বর্নের সৌন্দর্য নষ্ট হয় কিন্তু অর্থের বিকৃতি ঘটে না এবং নামায ও নষ্ট হয় না। যেমন, 'বিস্‌মিল্লাহ' এর 'লাম' কে বারিক বা চিকন না পড়ে পুর বা মোটা পড়া।

দ্বিতীয়তঃ ঐসব স্পষ্ট ভূল যেগুলির জন্য অর্থের বিকৃতি ঘটে এবং নামায ও নষ্ট হতে পারে। 'কুল' কে 'কুল' পাঠ করলে তো অর্থের বিকৃতি ঘটেই। 'কুল' অর্থ বল এবং 'কুল' অর্থ খাও। لا اله الا الله কে ل اله الا الله পাঠ করলে অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। লাম এর উপরে মাদ না পড়ে লাইলাহা পাঠ করলে কলেমার অর্থ হয়ে যাবে, 'আল্লাহ ছাড়া অবশ্যই উপাস্য আছে।' (নাউজুবিল্লাহ) জনৈক ব্যক্তি নিজের অতীত অজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, আরবীতে আমার নাম زكريا। আমি ز এবং ذ বর্ণের কোন উচ্চারণ পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারতাম না, ফলে নিজ নাম উচ্চারণ করতাম ذكريا। আরব বন্ধুগণ আশ্চর্য হয়ে যেত। কখনো এ নাম

(এরপর ১১পাতায়)

(১০পাতার পর)

বিশুদ্ধভাবে আল কুরআন পাঠ করতে শিখেছি তো?

শুনেনি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার জিজ্ঞাসা করতো "তোমার নাম زكريا না ذكريا? কি আজগুবি প্রশ্ন! 'আমার নাম জাকারিয়া না জাকারিয়া' এ আবার কেমন প্রশ্ন। কিছু না বুঝে বলতাম আমার নাম ذكريا। তারাও না বুঝে বোঝার ভান করতো। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় দূরদর্শন (TV) এ একটি জনপ্রিয় ছায়াচিত্র (Cartoon) চলতো যার কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম ছিল سُوْسُن। আমি যথারীতি س এবং ث বর্ণের উচ্চারণ পার্থক্য বুঝতাম না। ফলে উচ্চারণ করতাম ثُوْثُن। এ শুনে আমার আরব বন্ধুগণ খব মজা পেতো "জাকারিয়া বলতো দেখি سُوْسُن। আমি বলতাম ثُوْثُن- হা হা হা তারা হাসা-হাসি করতো। আমার ভুল বুঝতে পারতাম না।

জরুরী আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সমীক্ষা ঃ

সম্মানিত ভাই ও বোন! বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সব সমস্যার অন্যতম মৌলিক কারণ হল আল কুরআন সম্পর্কে আমাদের এই সীমাহীন উদাসীনতা ও নির্মম অজ্ঞতা। মহাগ্রন্থ আলকুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র আমানত এবং আমাদের সংকটের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সোনালি সোপান হলো কুরআন শিক্ষা। অথচ আমরা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ন্যায় আল কুরআনকে অবজ্ঞা অবহেলায় ফেলে রেখে বাহ্যিক পার্থিব উন্নতির লক্ষ্যে খ্রিষ্টান, ইহুদী ও হিন্দুদের অনুসরণ শুধু করেছি। কুরআনকে ত্যাগ করেছি এবং হাতে নিয়েছি গানের বাদ্যযন্ত্র ও বিনোদন সমূহের উপাদান।

* সম্মানিত ভাই ও বোন! আমরা কেমন তাওহীদ পন্থী যে, আমরা চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা পরচর্চা করে সময়কে হত্যা করতে পারি, কিন্তু একঘন্টা কোন আলেমের নিকটে বসে কুরআন শিক্ষা করতে পারি না।

** আমরা কেমন আশিকে রসূল যে, আমরা রকে আর আড্ডায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা এর-ওর গীবত করে সময়কে অতিবাহিত করতে পারি কিন্তু নিজ মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট একঘন্টা বসে কুরআন শিক্ষা করতে পারি না।

** আউলিয়ায়ে কেরামের আমরা কেমন অনুরাগী যে, আমরা বিশ্বকাপ ফুটবলে নেইমার-মেসী-রোনাল্ডোদের খেলা দেখার জন্য সারা রাত জেগে থাকতে পারি কিন্তু কুরআন শিক্ষার জন্য একটা ঘন্টা সময় বরাদ্দ করতে পারি না।

** আহলে বাইতের আমরা কেমন প্রেমিক যে, আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা বোকা বাক্সের সামনে বসে অ্যানজেলা, জুলি, জুলিয়ার বার্টস, শাহরুখ খান, অজয় দেবগন, ক্যাটারিনা কাইফ, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দেব, কোয়েল মল্লিক প্রমুখ নর্তক-নর্তকীগণ অভিনীত বলিউড-হলিউড-টলিউডের সিনেমাগুলি উপভোগ করি কিন্তু কুরআন শিক্ষার জন্য খানিকক্ষণ মাত্র সময় আমরা ব্যয় করতে পারি না।

** সাহাবায়ে কেরামের আমরা কেমন অনুসারী যে, শার্লকহোমস-বোমকেশবক্সীর অ্যাডভেঞ্চার আর উইলিয়ম শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পড়তে পারি কিন্তু কুরআন শিক্ষার জন্য নামমাত্র সময় আমরা বরাদ্দ করতে পারি না।

** আমরা কেমন পরকালের যাত্রী যে, আমরা পার্থিব উন্নতির জন্য আমাদের শিশুদেরকে ইংরেজী টিউশন দিচ্ছি, অংকের টিউশন দিচ্ছি, বাংলায় টিউশন দিচ্ছি, লাইফ সায়েন্সের টিউশন দিচ্ছি, ফিজিকাল সায়েন্সের টিউশন দিচ্ছি, কেমিস্ট্রির টিউশন দিচ্ছি, ভূগোলের টিউশন দিচ্ছি, এমনকি ইতিহাসেরও টিউশন দিচ্ছি, কিন্তু পরকালে সাফল্যের পরশমণি কুরআন শিক্ষার জন্য কোন আলেম সাহেবের নিকট টিউশন দেওয়ার কথা বিবেচনাযোগ্যও মনে করি না।

প্রশ্ন হল– কেন, কেন এত উদাসীনতা? আল্লাহপাক কি বলেনি যে, "কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (সূরা আয-যুমার, আয়াত ১)

আল্লাহ পাক কি বলেনি যে, "এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে, যা আমি স্বীয় (এ খাস) বান্দার উপর নাযিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা সূরাতো নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো (সাহায্যের জন্য), যদি তোমরা সত্যবাদী হও!" (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩)

আল্লাহপাক কি বলেননি যে, "এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য রবের নির্দেশে, তাঁরই পথের দিকে।" (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ১)

আল্লাহপাক কি বলেননি যে "অবশ্যই আল্লাহ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্যে থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত সমূহ তিলাওআত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৪)

সম্মানিত ভাই ও বোন! আসুন নিজে সাঠিক মাখরাজ ও তাজবীদের সঙ্গে বিশুদ্ধভাবে আল কুরআন পাঠ করতে শিখি এবং নিজের সোনামনিদেরকেও শিখাই। কি অব্যক্ত যন্ত্রনায় না লিখা হয়েছে–

"মুঝকো ভি পাড়হ, কিতাব হুঁ,
মাজমুনে খাস হুঁ, মানা তেরে নিসাব
মে সামিল নাহি হুঁ মাই...."

বাঁচুন এবং বাঁচান

আমাদের সাম্প্রতিক দুরাবস্থা ও একটি আংশিক সমাধানসূত্র

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

একটা সময় ছিল, যখন ভারতীয় উপমহাদেশের সিংহভাগ মুসলিমই ছিলেন আহলে সুন্নাত অ-জামাআত ভুক্ত। কিছু শিয়া ছাড়া অন্য ফিরকা সমুহের অস্তিত্ব তেমন ছিল না বললেই চলে। একথা বিরোধীদের ঈমামগণও স্বীকার করেন। বিরোধীদেব শীর্ষস্থানীয় ইমাম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী অমৃতসরের মুসলিম জনসংখ্যা সম্পর্কে ১৯৭৩ সালে মন্তব্য করেন যে, আশি বৎসর পূর্বে সেখানকার মুসলিমগণ ঐ আক্বীদা অনুসরণ করতেন যা বর্তমানে 'হানাফী ব্রেলভী' (আহলে সুন্নাত অ-জামাআত) নামে পরিচিত। (তথ্যসূত্র ঃ শামায়ে তওহীদ-সানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃষ্ঠা ৪, মাকতাবা সানাইয়া, সারগোদা, পাঞ্জাব) সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মোটামুটি একই চিত্র ছিল।

ক্রমে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটলো, ইংরেজ বানিয়ার হাত ধরে খারিজী শক্তি মাথা চাঁড়া দিল। সাম্রাজ্যবাদী চক্র এই অশুভ খারিজী শক্তিকে ইসলামের রাজধানী আরবের সিংহাসনেও স্থাপন করল, প্রতিষ্ঠিত হল, এক খারিজী রাজতন্ত্র। এমনকি আরবের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে দেওয়া হল। নাম রাখা হল সৌদি আরব। ইবনে সৌদ নাম, একজন বর্বর দস্যুর নামে। কতবড় বিশ্বাসঘাতকতা। সোনার আরবের নাম মহা নবীর নামে পরিবর্তন হল না, কোন আহলে বাইতের নামে নাম করণ হোল না, কোন ওলী আল্লাহর নামে নামকরণ হোল না। নাম করণ হল ইংরেজদের এক খাস সেবকের নামে। আল্লাহু আকবার! ক্রমে এই খারিজী শক্তি সরল থেকে সরলতর হতে লাগল এবং আহলে সুন্নাত অ-জামাআত দূর্বল থেকে দূর্বলতর হতে লাগলো।

পশ্চিমবঙ্গে এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগগনক। বাংলা ভাষা-ভাষী লোকজনের এই রাজ্যে আহলে সুন্নাত অজামাআতের সংগঠন প্রায় অস্তিত্বহীন। ফলে খারিজীরা প্রায় অবাধে তাদের দূষিত আক্বীদার প্রচার চালাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক, তা উপলব্ধি করার জন্য নীচের কয়েকটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট–

প্রথমত ঃ পূর্বে সমগ্র একটি প্রদেশে খুঁজেও তিন-চারজন বাতিল ফিরকা ভুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া যেতনা। আর, বর্তমানে এমন সুন্নী জামে মসজিদ খুঁজে পাওয়া যাবে না, এখানে ন্যূনতম দু-চারজন ব্যক্তি ও খারিজী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। খারিজী ফিরকাসমূহ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদেরকে দলে টানার জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলিতে ধারাবাহিক সভা-সেমিনার আয়োজন করে নিজেদের মতাদর্শ প্রচার করছে। আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের পক্ষ থেকে এই ফিল্ডে বিশেষ কাজ-কর্ম না হওয়ায় তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে খারিজী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ খারিজীরা তাদের শক্তিশালী সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক, প্রচার মাধ্যম ও পুস্তক-পত্রিকার দ্বারা মুসলিমদের ঘরে ঘরে পৌছাচ্ছে। পক্ষান্তরে, এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের ভূমিকা প্রায় নীরব দর্শকের। অতিদ্রুত আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে যদি গঠনমূলক কর্মে গতি নিয়ে আসার ব্যবস্থা না হয়, তাহলে আরও হতাশাজনক পরিস্থিতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

তৃতীয়তঃ আজকাল সরকারী মাদ্রাসাসমূহে আরবী শিক্ষক হিসেবে যারা নিযুক্ত হচ্ছেন, তাদের সিংহভাগই হচ্ছে খারিজী বিদআতী আক্বীদাভুক্ত। এরা শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।

চতুর্থত ঃ জেনারেল শিক্ষিতবর্গকে প্রভাবিত করার জন্য খারিজীরা চটকদার কর্মসূচী গ্রহন করে এবং তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করে। আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে এ জাতীয় কর্মসূচী গৃহীত হয় না বললেই চলে। ফলে শিক্ষিত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খারিজীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যান।

একটি সমাধান সূত্র ঃ কিছু লোককে হামেশাই বলতে শোনা যায় যে, 'কি করব বলুন। আমাদের হাতে তো ফান্ড নেই। টাকা পয়সা ছাড়া কিভাবে কাজ করা সম্ভব বলুন!' এগুলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও মূল্যহীন কথা। বিশেষ কিছু কাজের জন্য তো অর্থ অবশ্যই প্রয়োজন নেট, প্রয়োজন কেবল, ইস্পাত-কঠিন সংকল্প, সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং কঠোর পরিশ্রম। নিম্নে এরূপ কিছু কাজ উল্লিখিত হোল –

(১) ব্লক স্তরে মসজিদ ভিত্তিক প্রশিক্ষিত টিম গঠন করা ঃ প্রতিটি জামে মসজিদের শিক্ষিত তরুণবর্গকে (মাধ্যমিক থেকে পোষ্টগ্রাজুয়েট) নিয়ে একটি টিম গঠন করুন। এই কাজ পরিকল্পনামাফিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে আশাতীত ফল লাভ করা যেতে পারে। ধরা যাক, কালিয়াচক এক, দুই ও তিন নং ব্লকে মোট জামে মসজিদের সাংখ্যা দুশো। এক একটি জামে মসজিদ থেকে যদি গড়ে পঁচিশ জনের টীম গঠিত হয়,

(এরপর ১১পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১০পাতার পর)

আমাদের সাম্প্রতিক দুরাবস্থা

তাহলে মোট সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচ হাজার। এই পাঁচ হাজার তরুণবর্গকে যদি ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলিত ভাবে আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের আক্বীদা ও আদর্শ ইসলামী জীবন শৈলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তাহলে এই বিপুল জনসম্পদ ইনশাআল্লাহ সুন্নীআতের ও ইসলামের সেবায় বিস্ময়কর আবদান রাখবে। এই কাজে অর্থের তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বরং এই কাজ সম্পাদিত হলে সংগঠনের একটি সমৃদ্ধ ফান্ড তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি এক একজন সদস্য মাসে দশ টাকা করেও সংগঠনের ফান্ডে দান করেন তাহলে বৎসরে ছয় লক্ষ টাকা অতি সহজে সংগৃহীত হবে। এই অর্থ দিয়ে সর্বাগ্রে আহলে সুন্নাত অ-জামাআত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলুন এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হাতে হাতে পৌছে দিন। প্রতিভাশালী লেখকবর্গকে খুঁজে বের করুন এবং একাজে নিযুক্ত করুন। লেখকগণকে উৎসাহিত করুন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করুন। স্মরণ রাখবেন, লেখতের কলমের কালি শহীদের রক্তের বিনিময়ে ওজন যোগ্য।

(২) সংগঠনের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষিত নেতৃত্ব ও সদস্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সুনিবিড় সহযোগিতা ঃ একটি সংগঠনের সাফল্যের জন্য প্রশিক্ষিত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। প্রত্যেক সদস্য যেন নিজস্ব কর্মক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সৃজনশীল এবং দক্ষ হয়ে উঠেন, তা সুনিশ্চিত করা সংগঠনের পরিচালকদের দায়িত্ব। পারস্পরিক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে লোকজনকে ইসলামের পথে ডাকার সকল পন্থা সম্পর্কে তাঁদেরকে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

(৩) প্রতিটি মসজিদে সাপ্তাহিক ইসলামী ক্লাস ঃ সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে জামে মসজিদের সবাইকে মসজিদে জড়ো করে যদি ইসলামী ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ চমৎকার রেজাল্ট পাওয়া যাবে।

(৪) ইসলামী প্রতিযোগিতা ঃ মাসে একবার মসজিদের সকল সদস্যকে নিয়ে ইসলামী প্রাতিযোগিকার আয়োজন করুন। এতে ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং ইসলামী অনুশাষণ মেনে চলার ক্ষেত্রে অনু প্রেরণা জন্মাবে।

(৫) দেয়াল ম্যাগাজিন ঃ মসজিদে বাইরের দেয়ালে একটি নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে দিন। এই নোটিশবোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যমূলক নিবন্ধ পোষ্ট করুন এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলুন।

(৬) শুক্রবারের ভাষণকে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচন করুন ঃ শুক্রবার ইমাম সাহেব যে ভাষণদান করেন, তা যদি লোকজানের প্রয়োজনানুরে এবং পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে নির্বাচন করা হয়, তাহলে তা অধিক কার্যকর হবে।

(৭) মীলাদের ভাষণসমূহ কুরআনের বাণী ও হাদীস দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ঃ মীলাদের ভাষণসমূহ টপিক ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন বক্তাগণকে আমন্ত্রণ করার সময় যদি টপিক জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে প্রিপ্যারেশন নিয়ে ভাষণ প্রদান করা সহজ হবে'। এতে ভাষণ কুরআনের বাণী ও হাদীস দ্বারা সুসজ্জিত হবে এবং ইন্‌শাআল্লাহ অধিক কার্যকর হবে।

(৮) গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে স্কুল-মাদ্রাসায় ইসলামী ক্লাস ঃ বহু তরুণ-তরুণী ইসলাম সম্পর্কে শিখতে চান। বৎসরের অন্যান্য সময় তাঁরা স্কুলের সিলেবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এক্ষেত্রে যদি গ্রীষ্মকালীন ছুটিগুলি কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়, তাহলে কাঙ্খিত ফল লাভ করা যেতে পারে।

(৯) প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ঃ মীলাদ বা কনফারেন্সের শেষে যদি টপিক ভিত্তিক প্রশ্না-উত্তর পর্বের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তা তরুণ প্রজন্মের নিকট অধিক আকর্ষনীয় হবে এবং তাঁদের মধ্যে ইসলামকে অধিক হারে জানার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরী হবে।

হজ্জ ও উমরাহ-এর জন্য যোগাযোগ করুন–
আন-নূর সাফারে হারামাইন
কেরামাত আলী মার্কেট (গৌসীয়া বস্ত্রালয়ের উপরে) ৫তলা মসজিদ রোড,
পোঃ কালিয়াচক, জেলা মালদহ, (পঃ বঃ) মোবাইল ঃ ৯৬৪১৯৬৭০১৯

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ
মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ
সাহেবের কলমে রচিত
"ইসলামী সমাজ গঠনের
রূপরেখা" গ্রন্থটি প্রকাশের পথে।

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

- ☐ বর্তমান পরিস্থিতি।
- ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
- ☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
- ☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক।
- ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
- ☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
- ☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
- ☐ নারী সম্পর্কীয়।

- সম্পাদক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও প্রসারে পুস্তক-পত্রিকার গুরুত্ব এবং আমাদের দুঃখজনক উদাসীনতা

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

প্রিয় পাঠক! জ্ঞানচর্চা কি ইসলামী সভ্যতার প্রাণ নই? লেখনী কি মানবীয় কল্যাণের যাদুকাঠি নই? শিক্ষার্জনের জোরেই কি মুসলিম উম্মাহ সবেক 'ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর নিয়ন্ত্রক ছিল না? শিক্ষাই কি মানবাত্মার সুষম বিকাশ ও লালনের একমাত্র বাহন নই? জ্ঞানই কি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নই? শিক্ষার অঙ্গনে পীড়াদায়ক পশ্চাদপদতাই কি বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর করুন অবস্থার কারণ নই?

এই প্রশ্নাবলীর উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তাহলে পালটা প্রশ্ন হল, বিদ্যাচর্চা এবং লেখনী শক্তির প্রতি আমরা এত উদাসীন কেন? এই সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমরা কোন উদ্যোগ নিচ্ছি না কেন?

বাস্তব চিত্র হল; প্রায় ৯৯.৯৯ শতাংশ মুসলমান, যেকোন কারণেই হউক, ইসলামী থিওলজি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা গ্রহণ করেন না। তাঁরা না কোন মাদ্রাসায় যান, না তো কোন দারুল উলূমে। এই বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টির একটি বড় অংশ হলেন জেনারেল শিক্ষিত সমাজ। এই জেনারেল শিক্ষিত ভাই-বোনদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভাষায় (বাংলা) রচিত পুস্তক ও পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানার্জন করতে আগ্রহী। কিন্তু রূঢ় সত্য হল যে, এই সংবেদনশীল ভাই-বোনদের আবেগ ও চাহিদার প্রতি আমরা কোন গুরুত্ব আরোপ করি না। তাঁদের চাহিদামত পুস্তক ও পত্রিকা সরবরাহ করা তো দূরের কথা, আমরা এপর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন গঠনমূলক উদ্যোগই গ্রহণ করে উঠতে পারি নি। আমাদের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম চায় মাতৃভাষায় আল কুরআনের তফসীর পড়তে। আমাদের শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম চায় সিহা সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় পড়তে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম চায় আকীদা এবং ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থাবলী মাতৃভাষায় পড়তে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের এই ভাই-বোনদেরকে উপযুক্ত খোরাক দিতে পারছি না এর বিষফল হচ্ছে যে, আজ আমাদেরই ভাই, আমাদেরই বোন, আমাদেরই বন্ধু-বান্ধব ধীরে ধীরে আহলে সুন্নাত অজামাআতের সোনালী পথ পরিত্যাগ করে বাতিল পন্থীদের জামাআতে গিয়ে ভিড়ছে। এই ব্যর্থতা কি আমাদের নয়?

তবে মুদ্রার বিপরীত দিকও আছে। জেনারেল শিক্ষিতবর্গের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আবার ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা বা পত্র-পত্রিকা স্পর্শই করতে চান না। শরৎচন্দ্র-বঙ্কিম-শীর্ষেন্দুর উপন্যাস সমূহ আর রবীন্দ্রনাথ-শক্তি চট্টোপাধ্যায়-জয়গোস্বামীর কবিতা তো তাঁরা গোগ্রাসে গিলেন! কিন্তু ইসলামী পুস্তক ও পত্রিকা পাঠে তাঁরা প্রচন্ড নাক সিটকান। তিন ঘন্টা ঠাঁই বসে তারা 'জালসা মুভিজ', 'জি সিনেমা', 'এইচ.বি.ও.', 'স্টার ওয়ার্ল্ড' চ্যানেল সমূহে বলিউড-হলিউড-টলিউডের ফিল্মসমূহ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন, কিন্তু ইসলামী আক্বীদা বা ফিকাহর গ্রন্থাবলী পাঠের তাঁরা সময় পান না। ক্রিকেট-ফুটবল-টেনিস নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডায় বা রকে খই-মুড়ি ফুটান কিন্তু ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার্জনে দশ মিনিট কোন আলেমের কাছে বসার সময় পান না। স্বল্প পরিমানে হলেও উলেমায়ে কেরাম উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পুস্তক বা পত্রিকা তাঁদের হাতে পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা খুলেও দেখেন না। আবার খুলে দেখলেও কেবন পাতা উল্টিয়ে রেখে দেন, মনোযোগ সহকারে বা শেখার নিয়তে পাঠ করেন না।

প্রিয় ভাই ও বোন! আল্লাহ পাক কি বলেন নি যে, 'বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা তারাই করে যারা জ্ঞানবান।" (সূরা যুমার, আয়াত ৯) তাহলে লেখনীর দুর্বার শক্তির প্রতি আমরা এত উদাসীন কেন? আল্লাহ পাক কি বলেন নি, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান নিয়ে এসেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উন্নীত করবেন।" (সূরা মুযাদালাহ, আয়াত ১১) তাহলে লেখনীর সবজ সতেজ শক্তির প্রতি আমরা এত উদাসীন কেন? আল্লাহ পাক কি বলেন নি, "তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে যেন তারা বাঁচতে পারে।" (সূরা তওবা, আয়াত ১২২) তবু আমরা লিখন-সংস্কৃতির প্রতি এত উদাসীন কেন?

প্রিয় পাঠক! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "যে ব্যক্তি ইসলামকে পূর্ণজীবিত করার জন্য বিদ্যার্জন করে এবং এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে একটি মাত্র ধাপের পার্থক্য থাকবে?" (দারীমী ও এহইয়াউল উলূম দ্দিন) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "আল্লাহ যার মঙ্গল ইচ্ছা করেন তাকে ধর্ম-জ্ঞান দান করেন।" (সহীহ বুখারী, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬)

(এরপর ১০পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১১ পাতার পর)

ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও প্রসারে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। তাদেরকে টাকা-পয়সার উত্তরাধিকারী করেন নি, বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেছে, সে ঐ উত্তরাধিকার পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছে।" (তিরমিযী, খন্ড ২, পৃঃ ৯৭)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (সহীহ মুসলিম, খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৪৫)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি, "যে আমার কোনো হাদীস শুনেছে, অতঃপর অন্যের কাছে পৌছে দিয়েছে।" (সুনান আবু দাউদ)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম কি বলেন নি যে, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়।" (সহীহ বুখারী)

তবু কেন আমরা ইসলামী জ্ঞানচর্চা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি?

আসুন! নিজের মানব সত্ত্বাকে প্রস্ফুটিত করুন। নিজে বাঁচুন, নিজের পরিবারকে বাঁচান। জীবনটা যেন মর্মহীন বর্ণছটা হয়ে পড়ে না থাকে। আমাদের জীবনশৈলীর পরতে পরতে যেন শিক্ষা-পিপাসা প্রাণবন্ত থাকে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কি যথার্থই না বলেছেন যে, "আল্লাহর কসম! বিদ্যা ব্যতীত যারা আল্লাহর উপাসনায় লিপ্ত, তাদের জন্য সত্যিই এটা মারাত্মক বিপদের স্থান, হতাশা এবং আপশোসের স্থান।" (মিনহাজুল আবিদীন, ইমাম গায্যালী, পৃঃ ৭)

আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদ্ মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ সাহেবের কলমে রচিত "ইসলামী সমাজ গঠনের রূপরেখা" গ্রন্থটি প্রকাশের পথে।

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

- ☐ বর্তমান পরিস্থিতি।
- ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
- ☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
- ☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক।
- ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
- ☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
- ☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
- ☐ নারী সম্পর্কীয়।

- সম্পাদক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

বিশ্বায়ণের যুগে নবীন প্রজন্মকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা যায় কিভাবে?

মাওলানা মুহম্মদ এ.কে.আজাদ

এই শতাব্দী হল বিশ্বায়ণের শতাব্দী। বিশ্বায়ণের মূল পরিচিতি হল বাজার (Market)। বিদ্বজ্জনেরা দ্বীধাহীন চিত্তে স্বীকার করেন যে, এই বিশ্বায়ণের যুগে সাফল্যের মুকুট তাদেরই মস্তকে আরোহন করবে যারা বিশ্বায়ন এবং বাজার প্রতিযোগিতার রসায়ন সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকবে। এখন মূল প্রশ্ন হল, 'বাজার' বা 'Market'-ই যেখানে মৌলিক উপাদান এবং মাপকাঠি, সেখানে নবীন প্রজন্মের পক্ষে ঈমান ও আকীদার কথা বলা এবং ঈমান ও আক্বীদাকে নিরাপদ রাখা কতটা সহজ?

উত্তর হল, সহজ তো নয়ই, বরং কাজটি ভী-ষ-ণ ভী-ষ-ণ কঠিন। কারণ হল, নবীন প্রজন্মকে আমরা আধুনিক শিক্ষার্জনের সকল বস্তুবাদী উপকরণ এবং সুবিধাদি তো ঠিকই সরবরাহ করছি, কিন্তু তাদের দ্বীনী এবং আকীদাগত জ্ঞানার্জনের বিষয়ে আমরা বিস্ময়কর ভাবে উদাসীন। এমনিতেই ফেসবুক আর ইন্টারনেটের এই যুগে সরলপ্রাণ ভাই-বোনদের সোনালী মুহূর্ত সমূহ আজাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। তদুপরী, জীবনের ইঁদুর দৌড়ে যেন তারা পিছে না পড়ে যায়, এজন্য অভিভাবকগণ তাদেরকে সর্বদা নতূন নতূন পন্থায় আরও অধিক পার্থিব শিক্ষার্জনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এরূপাবস্থায়, তাদের পক্ষে বুনীয়াদী ইসলামী জ্ঞানার্জনই যদি দুস্কর হয়, তাহলে তাদের পক্ষে আকীদাগত এবং মাসলাকী জ্ঞানার্জন যে, কত বড় চ্যালেঞ্জ তা সহজেই অনুমেয়।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমাদের নবীন প্রজন্মকে ইসলামের সঙ্গে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত রাখার জন্য কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ভীষণ জরুরী। এই প্রশ্নাগুলি হলো–

(১) পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির এই ইদুর-দৌড়ের যুগে, জেনারেল নবীন প্রজন্মকে বুনীয়াদী ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব কিভাবে?

(২) তাদেরকে বিশুদ্ধ আকীদাগত শিক্ষা-দান করা যায় কিভাবে?

(৩) বুনীয়াদী ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় কি নবীন প্রজন্মের হাতে আছে?

(৪) আমাদের পূর্ববর্তী স্কলার এবং মনিষীগণের বানী ও আদর্শ নবীন প্রজন্মের নিকট সার্থকভাবে পৌছানোর পরিকাঠামো কি আমাদের আছে?

(৫) নবীন প্রজন্ম ইসলাম সম্পর্কে যে প্রশ্নাবলীর উত্তর পাওয়ার জন্য পিপাসার্ত হয়ে আছে, সেই প্রশ্নসমূহের উত্তর সম্বলিত যুগোপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক বাংলা গ্রন্থাবলী কি আমাদের হাতে আছে?

(৬) আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সভাসমূহে যে ভাষণ সমূহ প্রদান করা হয়, সে সভা সমূহ থেকে তারা ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু শিক্ষার্জন করে?

(৭) তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে নবীন প্রজন্মের নিকট সহজে ইসলামী জ্ঞান তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌঁছানোর সুবন্দোবস্ত কি আমাদের আছে?

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তঁতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যদিও নবীন প্রজন্মের হাতে সময়ের ভীষণ অভাব রয়েছে, তবু সুপরিকল্পিত 'টাইম ম্যানেজমেন্ট' এর মাধ্যমে এগোলে তাদেরকে বুনিয়াদী ধর্মীয় এবং আকীদাগত শিক্ষা-দান সম্ভব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের সামার ভ্যাকেশন বা অন্যান্য ভ্যাকেশনের সময় যদি নবীনদের জন্য আকর্ষনীয় এবং সুবিন্যস্ত কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে উল্লেখযোগ্য সুফল লাভ করা যেতে পারে। চতুর্থ, পঞ্চম এবং সপ্তম প্রশ্নের সুনিশ্চিত উত্তর হল 'না' নবীন প্রজন্মের জ্ঞানের পিপাসা মিটাবার জন্য এবং ইসলামী জ্ঞান তাদের নিকট সুচারুরূপে পৌছিয়ে দেবার জন্য না তো আমাদের বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত গ্রন্থাবলী রয়েছে, না তো উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে আর না তো তথ্য-প্রযুক্তিকে আমরা সুসংহতভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। ষষ্ঠ প্রশ্নের সম্পর্কে বিনীতভাবে বলতে চাই যে, এর উত্তর আমার জানা নেই।

ভারী ভারী কথা বলে বা মন্তব্যের ফুলঝুরি ছুটিয়ে এই সংকটের সমাধান হবে না। এই সংকটের কোন সরলরৈখিক সমাধানও সম্ভব নয়। এ মুহূর্তে আশু প্রয়োজন হল ওলামায়ে কেরাম এবং বুদ্ধিজীবীগণের সংযুক্ত প্রয়াস এবং প্রচুর প্রচুর যুগোপযোগী কাজ। তাহলেই আমরা আমাদের মিশনে ইন্‌শাআল্লাহ সফল হতে পারব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

এপ্রিল ফুল একটি কুৎসিত অপসংস্কৃতি, আসুন একে বর্জন করি

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

পহেলা এপ্রিল বিশ্বজুড়ে 'এপ্রিল ফুল' উদযাপিত হয়। এপ্রিল ফুলের অর্থ হল এপ্রিলের বোকা। মিথ্যা ও ছলনার মাধ্যমে কে কত বেশী অন্যকে বোকা বানাতে পারে, এদিন তার প্রতিযোগিতা চলে। অমুসলিমরা তো বটেই, বহু মুসলিম তরুণ-তরুণীও যোৎসাহে এবং উৎসবের আবহে দিনটি উদযাপন করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এপ্রিল ফুল উদযাপন কি কোন মুসলিমকে শোভা দেই? একজন শিক্ষিত সংবেদনশীল মানুষ কি এই দিনটি উদযাপন করতে পারেন? প্রিয় পাঠক! আসুন, এই উত্তরটি বিশ্লেষণের পূর্বে, এপ্রিল ফুলের ইতিহাস এবং এই দিবসে সম্পাদিত কার্যাবলীর উপর একনজর বুলিয়ে নিই।

এপ্রিল ফুল কিভাবে উদযাপিত হয়? এপ্রিল ফুল উদযাপন হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। ইংরেজরা তাঁদের দুশো বছরের ভারত-শাষনে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার বহু বিষয় চালু করে। এপ্রিল ফুল উদযাপন তারই একটি দৃষ্টান্ত। এই দিনটিতে মিথ্যা, ছলনা, হাসি ও তামাশার মাধ্যমে প্রিয়জনকে প্রতারণা করে আনন্দ প্রাপ্তির চেষ্টা করা হয়। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি, অফিস-আদালত সর্বত্রই এই সংস্কৃতির চর্চা ব্যাপক। এমনকি তথাকথিত প্রগতিশীল, আধুনিক এবং ফ্যাশন-বিলাসীদের গৃহে-গৃহে, পাড়ায়-পাড়ায়ও চলে 'বোকা দিবস' উদযাপন। ছাত্র শিক্ষককে বোকা বানায়। ছেলে-মেয়ে বাবা-মাকে বোকা বানায়। স্বামী স্ত্রীকে বোকা বানায়। স্ত্রী স্বামীকে বোকা বানায়। বন্ধু বন্ধুকে বোকা বানায়। বান্ধবী বান্ধবী কে বোকা বানায়। এককথায় এটি আপনজনদের বোকা বানানোর একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এই বিষাক্ত অপসংস্কৃতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে শিক্ষিত সমাজের (?) একটি বড় অংশ। নির্মম কৌতুকও করা হয়। বন্ধু, অত্মীয়-স্বজন, বা প্রিয়জনদের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেও কৌতুক করা হয়।

এপ্রিল ফুল ও একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঃ এপ্রিল ফুলের মিথ্যা ও প্রচারনায় কত লোক যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এপ্রিল ফুলের কারণেই ১৬৫ জন মানুষ নিহত হয়েছিলেন ১লা এপ্রিল, ১৯৪৬ খ্রীঃ। ঐদিন হাওয়াই এবং আলাস্কায় সুনামী হবে বলে "প্যাসিফিক সুনামী ওয়ার্নিং সেন্টার" প্রথমেই সেখানকার অধিবাসীগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকজন ভেবেছিলেন যে, এটি এপ্রিল ফুল বানানোর জন্য মিথ্যা সংবাদ তাই তাঁরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন না। অবশেষে, সুনামী এল। কিন্তু তখন আর পালানোর পথ ছিল না। ডুবে মারা গেলেন অসংখ্য মানুষ। (তথ্যসূত্র ঃ উইকিপিয়া)

এপ্রিল ফুলের ইতিহাস ঃ এপ্রিল ফুলের সূচনা কিভাবে হয়, এ সম্পর্কে গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। সত্যি বলতে কি, এপ্রিল ফুলের কোন প্রামান্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। এপ্রিল ফুল কোথায় শুরু হয়েছিল, কবে শুরু হয়েছিল, কেন শুরু হয়েছিল এসম্পর্কে যে ঘটনাগুলি প্রচলিত আছে, তার মধ্যে কোনটিই তর্কাতীত নয়। ঐতিহাসিকদের একটি মত হল যে, ১৫৬৪ সালে ফ্রান্সে নতুন ক্যালেন্ডার চালু করাকে কেন্দ্র করে এপ্রিল ফুল দিবসের সূচনা হয়। এই ক্যালেন্ডারে, ১লা এপ্রিলের পরিবর্তে ১লা জানুয়ারীকে নতুন বছরের প্রথম দিন হিসেবে গণনার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে, কিছু লোক তার বিরোধিতা করে। যারা পুরনো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১লা এপ্রিলকেই নববর্ষের প্রথম দিন ধরে গণনা করে আসছিল, তাদেরকে প্রতি বছর ১লা এপ্রিলে বোকা উপাধি দেওয়া হতো। আবার ঐ যুগে তথ্য আজকের মত এত দ্রুত পৌছানো যেতো না। তাই দূরবর্তী এলাকার লোকজন নতুন তারিখ সম্পর্কে অন্ধকারে ছিল। ফলে তাদেরকে নিয়ে রাজধানীর মানুষ ঠাট্টা-তামাসা করতে আরম্ভ করল। ক্রমশঃ এভাবে এপ্রিল ফুল পালনের সূচনা হল।

ঐতিহাসিকদের দ্বিতীয় মত হল যে, ইউরোপে ঋতুর পরিবর্তন আরম্ভ হোত ২১শে মার্চ থেকে এবং এপ্রিল মাসে প্রকৃতির পূণ্য পরিবর্তন আসতো। তখন লোকজন মনে করত যে, প্রকৃতি তাদের সঙ্গে তামাশা করছে। তাই তারা প্রতি বছর ১লা এপ্রিল মাঠে-ময়দানে পরস্পরকে বোকা বানানোর উৎসব পালন করত।

ঐতিহাসিকদের তৃতীয় মত হল যে, ফ্রান্সে পয়সন দ্য এপ্রিল পালিত হোত। এটি ছিল মাছ ধরার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এপ্রিলের শুরুর দিকে ডিম ফুটে মাছের বাচ্চা বের হোত এই উপলক্ষে শিশুরা একে অপরের পিঠে মাছ ঝুলিয়ে দিত অন্যের অজান্তে এবং লোকজন পয়সন দ্য আপ্রিল বলে চিৎকার করে উঠত। এভাবে এপ্রিল ফুল প্রচলিত হয়। (তথ্যসূত্র ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, এবং উইকিপিডয়া)

(৪) এপ্রিল ফুল ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন ঃ সুবিখ্যাত (Larousee Encyclopedia) এর মতে ১লা এপ্রিল ইহুদী এবং রোমানরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করেছিল

(এরপর এগারোর পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

Pdf By Syed Mostafa Sakib

(দশ পাতার পর)

এপ্রিল ফুল একটি কুৎসিত অপসংস্কৃতি, আসুন একে বর্জন করি

এবং তাঁকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছিল। বিচারের নামে একের পর এক আদালতে নিয়ে গিয়ে তাকে অপমান করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে ধীরে ধীরে এপ্রিল ফুলের রেওয়াজ ঘটে। (তথ্যসূত্র ঃ Larousee Encyclopedia)

(৫) আর একটি মত হল যে, সুদীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে মুসলিমদের স্পেন থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ফার্ডিন্যান্ড এবং ইসাবেলার নেতৃত্বে স্পেনের মুসলিমদের উপর হামলা চালায়। পর্যুদস্ত মুসলিমগণকে খৃষ্টানরা আত্ম সমর্পনের সুযোগ দিয়ে বলেছিল, মসজিদে আশ্রয় নাও। এভাবে কৌশলে ধূর্ত খৃষ্টানরা মুসলিমগণকে মসজিদে ঢুকিয়ে দরজায় তালা মেরে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুসলিমগণের এই নিধন-প্রক্রিয়ার সময় খৃষ্টানরা উল্লাস করছিল। সেদিনটি ছিল ১লা এপ্রিল। সেদিন থেকে খৃষ্টানরা প্রতি বছর মুসলিমগণকে উপহাস করে এপ্রিল ফুল পালন করে।

এপ্রিল ফুলের ইতিহাস সম্পর্কে উপরে প্রদত্ত ৫টি মতামতের মধ্যে কোনটিই প্রশ্নাতীত নয়। এপ্রিল ফুলের উল্লেখ বিখ্যাত ইংরেজী সাহিত্যিক চসারের 'কেন্টারবেরী টেলসে'ও রয়েছে। কেন্টারবেরী টেলস প্রকাশিত হয় ১৩৯২ সালে। বোস্টন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ যোসেফ বসকিন এর মতে, এপ্রিল ফুল প্রথার সূচনা হয় রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্ট্যাইনের (২৮৮-৩৩৭খ্রীঃ) শাসনকালে। কনস্ট্যান্টাইনের রাজ বিদূষকরা তাঁকে কৌতুক করে বলে যে, তারা রাজার চেয়ে ভালোভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারবে। সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন মজা দেখার জন্য বিদূষকদের সর্দার কুগেলকে এক দিনের জন্য রাজা বানিয়ে দিলেন রাজা হয়ে কুগেল আইন জারি করে ছিলেন যে, প্রতি বছরের এ দিনে সকলে মিলে মজা-তামাসা করবে। তখন থেকে এপ্রিল ফুলের রেওয়াজ ঘটে। (তথ্যসূত্র ঃ অধ্যাপক বসকিনের নিবন্ধ, বার্তা সংস্থা এ.পি.- ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত)

এপ্রিল ফুল সম্পর্কে জরুরী ভাষ্য ঃ সূচনার কারণ যা-ই হউক না কেন, এপ্রিল ফুলের মূল বৈশিষ্ট্য হল, মিথ্যা, প্রতারণা, ছলনা ও তামাশা। ইসলামে শালীন হাসি-কৌতুক ও বিনোদনকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু মিথ্যা, প্রতারণা ও ছলনাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে হাস্য-কৌতুক এর নামে কাউকে ভয় পাইয়ে দেওয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ।

প্রিয় পাঠক! আসুন মিথ্যা, প্রতারণা, ছলনা ও অন্যকে ভয় পাওয়ানো সম্পর্কে ইসলামী নীতিমালা আমরা জেনে নিই এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করি–

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ১ ঃ মহান আল্লাহ পাক সতর্ক করে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (আল কুরআন, সূরা মু'মিন, আয়াত ২৮)

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ২ ঃ মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬১)

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ৩ ঃ মহান আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, কেবল তারাই মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।" (আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত ১০৫)

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ৪ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা মিথ্যা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবে। কারণ মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। একজন মানুষ যখন মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলার সুযোগ খুঁজে বেড়ায় তখন সে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট মহা মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০১২-১৩, হাদীস ২৬০৭)

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ৫ ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস।" (আবু দাউদ-সুনান, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯৭, হাদীস ৪৯৯০)

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ৬ ঃ মহা নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বর্জন করে এবং মস্করা বা কৌতুক করেও মিথ্যা কথা বলে না, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহের জন্য আমি দায়িত্ব নিলাম।" (আবু দাউদ-সুনান, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫৩, হাদীস ৪৮০০)

মিথ্যা ও প্রতারণা সম্পর্কে ইসলামী বিধান নং ৭ ঃ কিশোর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমির বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহো আলাইহি অসাল্লাম আমাদের বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলেন আমার মা আমাকে বললেন, এসো, তোমাকে একটি জিনিস দেব। মহা নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও? তিনি বললেন, খেজুর। মহা নবী বললেন, 'তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে তাহলে তোমার নামে একটি মিথ্যার গোনাহ লিখিত হোত।" (আবু দাউদ-সুনান, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯৮, হাদীস ৪৯৯১)

বিনম্র আবেদন ঃ প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো, ইসলামী নীতিমালার আলোকে এপ্রিল ফুল উদযাপন হারাম! হারাম! হারাম! মিথ্যা হল সকল গোনাহর জননী। মিথ্যা বলে একে অপরকে বোকা বানিয়ে আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আসুন, এই অপসংস্কৃতি থেকে নিজে বাঁচি এবং অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করি।

বাঁচুন এবং বাঁচান

কবর যিয়ারতকে কবর-পূজা বলা ইসলাম-দ্রোহীতা এবং মুসলিমদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ সৃষ্টি করার একটি ষড়যন্ত্র

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

গত ১৩ই জানুয়ারী, ২০১৪ পবিত্র মীলাদুন্নাবীর একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদানের সময় একটি লিখিত প্রশ্ন আমার হাতে আসে। "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক" এক প্রশ্নকারী কবর যিয়ারতকে হিন্দুদের দেব-দেবী বা মূর্তি পূজার সঙ্গে তুলনা করে এবং এক হিন্দুর সঙ্গে তার একটি আলাপচারিতার বিবরণ তুলে ধরে দুটি প্রশ্ন করে ঃ

প্রথম প্রশ্ন ঃ "শিব, শ্রীকৃষ্ণ, দূর্গা এরা কে এবং কিভাবে পৃথিবীতে এল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ 'ধরো একজন লোক হিন্দুদেরকে মন্দিরে মূর্তির প্রতি মাথা নত করে পূজা করতে দেখল, আবার সে লোকটি দেখল মাযারে মুসলমানরা কবরকে পূজা করছে। তাহলে সে এখান থেকে কি (conclusion) দিবে?"

সম্মানিত পাঠক! ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অসচেতনতা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁচেছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি তার একটি নিখুঁত প্রতিফলন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট সৌদি রাজতন্ত্রের বেতনভূক্ত ধর্মব্যবসায়ীরা গোয়েবলসীয় অপপ্রচারের দ্বারা বস্তুবাদি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদেরকে কিভাবে ধীরে ধীরে ইসলামের মূলস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ "শিব, শ্রীকৃষ্ণ, দূর্গা ইত্যাদি সবই পৌরানিক ও কাল্পনিক চরিত্র। এই চরিত্রগুলির সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। কিংবদন্তী, লোকগাঁথা, মহাকাব্য এবং পুরাণের জগাখিচুড়ি থেকে এই চরিত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ কথা গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসির চরিত্রাবলী যেমন, হেক্টর, একিলিস, প্রিয়াম, ওডিসিয়াস, প্যারিস, জিউস, পসেডন, এথেন, হেরা, অ্যারেস, অ্যাপোলো, অ্যাগামেনন, মেনেলাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ প্রযোজ্য। কিন্তু মূলকথা হল, কাল্পনিক হউক বা ঐতিহাসিক, মৃত হউক বা জীবিত, জীব হউক বা জড়। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা শির্ক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ কবর যিয়ারতকে কবর-পূজা বলার আকীদা এবং একে হিন্দুদের মূর্তিপূজার সঙ্গে তুলনা করার আক্বীদা অতীব ভয়ঙ্কর। বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখে কেউ যদি দড়িকে সাপ মনে করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে তাহলে ঐ বেচারাকে মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যাপারে কথা উঠবেই। কবর যিয়ারতকে কবর-পূজা বলা দড়িকে সাপ মনে করার চেয়েও হাজারগুণ বড় ভ্রম এবং যদি এই আক্বীদা পোষণ করা অবস্থায় কারও ইনতেকাল হয় তাহলে সে ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এই ফিৎনাটি প্রথম শুরু করেন ইবনে তাইমিয়াহ। এই অহংকারী ও উদ্ধত ভদ্রলোক আরও বহু ফিৎনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত উলেমায়ে ইসলামের দলীল ও প্রমানাদির কাছে পরাজিত হয়ে তওবা করেন। কিন্তু তওবার পরেও ফিৎনাবাজি চালিয়ে যান। তবে তার ফিৎনাকে উলেমায়ে ইসলাম প্রায় কবরস্থ করে দেন। এরপর কবর যিয়ারতকে মূর্তি পূজার সঙ্গে তুলনা করার ফিৎনাটি সুসংগঠিত রূপদান করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নাজদী। ইংরেজরা এই খারিজী বিদয়াতী মিঃ নাজদী এবং দস্যু-সর্দার ইবনে সউদকে ব্যবহার করে সোনার আরবে সৌদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ ও কলহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু করে। ইংরেজ সৃষ্ট এই নাজদী ফিৎনার প্রবক্তারা আল কুরআনের যে আয়াত সমূহ মুশকির ও কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলিকে মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করতে আরম্ভ করে এবং শির্কের অভিযোগ উত্থাপন করে মুসলিম উম্মাহকে মুশরিক কাফির বলে ফতোয়া দিতে থাকে। সহীহ বুখারীতে এই উগ্রপন্থী খারিজী বিদয়াতীদেরকে "আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে বিশেষিত করা হয়েছে। সহীহ বুখরীতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবী ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বিবেচনা করতেন যে তারা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতগুলি মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৪৯-৫০)

কবর যিয়ারতকে হিন্দুদের মূর্তিপূজার সঙ্গে তুলনাকারীদের নিকট চারটি প্রশ্ন ঃ

প্রথম প্রশ্নঃ হিন্দুর তো ইসলামী থিওলজি সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিগণকে এই বলে ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, "আমরা দেব-দেবীকে পূজা করি আর মুসলমানরা কাবাকে পূজা করে।" হিন্দু-নেতা বালা সাহেব ঠাকতে একাধিক জায়গায় এরূপ দাবী করেছেন। অন্য হিন্দু-পন্ডিতরাও এমন দাবি করেন। এখনকি তুমি একথায় বলবে যে, কাবা শরীফকে তওয়াফ করা হল কাবা শরীফকে পূজা করা? তুমিও কি হিন্দুদের ন্যায় বলবে যে, কাবা শরীফের দিকে মুখ করার অর্থ কাবা শরীফকে পূজা করা? এরূপ বললে ঈমান থাকবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ হিন্দু তো সাধারণ মুসলিমগণকে একথা বলেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, 'আমরা বিভিন্ন পাথরের পূজা করি আর মুসলমানরা মক্কায় গিয়ে হাজরে আসওয়াদ পথককে পূজা করে।' এখন কি তুমিও বলবে যে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা হল সেটিকে পূজা করা? এরূপ বললে ঈমান থাকবে?

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ হিন্দুরা তো মুসলিমগণকে একথা বলেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, 'আমরা কাশী আর কৈলাস মনসরোবর থেকে গঙ্গাজল নিয়ে বাড়ি ফিরি আর মুসলিমরা মক্কা থেকে আবে জামজাম জল নিয়ে বাড়ি ফিরে।' এখনটি তুমি হিন্দুদের সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে আবে জামজাম জল বহন ও পান করাকে শির্ক বলবে?

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ হিন্দুরা তো মুসলিমগণকে একথা বলেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যে, 'আমরা কাশী, তিরুপতী প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে মস্তক মুন্ডন করি আর মুসলমানরা মক্কায় তীর্থকরতে গিয়ে মস্তক মুন্ডন করে।' তাহলে কি তুমি হিন্দুদের সঙ্গে বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারএর হজে মস্তক মুন্ডন করাকে শির্ক বলবে? খারিজী ধর্মব্যবসায়ীদের মানদন্ড গ্রহন করলে পৃথিবীতে মুসলিম বলে কেউ বিশেষিত হওয়ার যোগ্য থাকবে না এবং সবচেয়ে বড় মুশরিক বলে প্রমানিত হবে এই হতভাগ্য ফতোয়াবাজরা নিজেরাই।

**** কবর যিয়ারত এবং মূর্তিপূজার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ****

প্রথম পার্থক্য ঃ মুসলমানরা স্রেফ আর স্রেফ এক আল্লাহর উপাসনা করে। পক্ষান্তরে মুশরিক মূর্তিপূজারীরা কোটি কোটি দেব-দেবীর উপাসনা করে। সকল মুসলিম অন্তরে বিশ্বাস করে এবং মুখ দিয়ে স্বীকৃতি জানায় যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কবর যিয়ারতকারী কোন মুসলিম, সে যতই অজ্ঞ ও সাধারণ হউক, কবরবাসীকে, দেব-দেবী বা উপাস্য

(এরপর এগারোর পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(দশ পাতার পর)

কবর যিয়ারতকে কবর-পূজা বলা ইসলাম-দ্রোহীতা

মনে করে না। অন্যদিকে মুশরিকরা সগর্বে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, তারা বহু দেব-দেবীর পূজা করে। হিন্দু-নেতা স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তিপূজা সম্পর্কে বলেন, "We cannot help worshipping them, and indeed they are the only ones whom we are bound to worship"

(তথ্যসূত্র ঃ Teachings of Vivekananda, পৃষ্ঠা নং ১৪৪)

দ্বিতীয় পার্থক্য ঃ মুসলমানরা আল্লাহর আওলিয়াবর্গকে আল্লাহর বান্দাহ রূপে বিশ্বাস করেন। পক্ষান্তরে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও মূর্তিসমূহকে উপাস্য মনে করে। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলেন, "আপনি বলুন, হে কাফেরগণ! আমি তাদের উপাসনা করিনা যাদেরকে তোমরা উপাসনা কর আর তোমরাও তার উপাসনা করো না যার উপাসনা আমি করি।"

(সূরা কাফিরূণ, আয়াত ১-৩)

তৃতীয় পার্থক্য ঃ মুশরিকগণ তাদের দেব-দেবী বা মূর্তিসমূহের নিকট আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়। এমনকি তাদের দেব-দেবী সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বিধানকে চ্যালেঞ্জ জানানো। অন্যদিকে মুসলমানগণ আল্লাহর নেক বান্দাহগণের কবর যিয়ারত করেন ইসলামের নির্দেশানুযায়ী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং কবর যিয়ারতে যেতেন এবং বলতেন, "আস্সালামু আলাইকুম দারা কাওমিন মুমিনীন....." (তথ্যসূত্রঃ সহীহ মুসলিম, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৬৯, হাদীস- ৯৭৪)

চতুর্থ পার্থক্য ঃ মুসলমানগণ আল্লাহর আওলিয়াবর্গের প্রতি সালাম প্রেরণ করেন, আল কুরআন তেলাঅত করেন, আল্লাহর হামদ পাঠ করেন, তাঁর মাহবূব রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন এবং সকলের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করেন। পক্ষান্তরে মুশরিকগণ দেব-দেবী বা মূর্তিগুলিকে তুষ্ট করার জন্য তাদেরই উপাসনা করে। কোন কোন দেব-দেবীকে তারা আল্লাহর সন্তান মনে করে। কোন কোন দেব-দেবীকে তাঁরা আল্লাহর সাহায্যকারী মনে করে। কোন কোন দেব-দেবীকে তাঁরা এক-একটি শক্তির আধার মনে করে এবং তাদের পূজা করে। আল্লাহ পাক বলেন, "ওর থেকে বড় গোমরাহ কে আছে যে আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর পূজা করে, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত ওর পূজা কবুল করবে না।" (আল কুরআন)

পঞ্চম পার্থক্য ঃ মুসলমানগণ আল্লাহর আওলিয়াবর্গকে নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকট দু-আ করতে বলেন। পক্ষান্তরে মুশরিকগণ তাদের দেব-দেবীকে আল্লাহর অংশীদার বিবেচনা করে এবং তাদেরকে পূজা করে। আল্লাহপাক বলেন, "তাদের কি এমন কিছু দেবতা আছে যারা তাদেরকে আমার থেকে রক্ষা করতে পারবে? ওরা তো নিজেদেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আমার পক্ষ থেকে ওদের কোন সহযোগিতা করা হবে না।" (আল কুরআন)

ষষ্ঠ পার্থক্য ঃ মুসলমানগণ আল্লাহর আওলিয়াবর্গকে উপাসনা করেন না। পক্ষান্তরে মুশরিকগণ তাদের দেব-দেবী ও মূর্তি সমূহের উপাসনা করে। আল্লাহ পাক স্বয়ং ঘোষণা করেন, "তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই।" (আল কুরআন, সূরা ২২, আয়াত ৭১)

সপ্তম পার্থক্য ঃ আল্লাহর আওলিয়াবর্গ হচ্ছেন আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁর প্রিয় নেক বান্দাহ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা হল, "মনে রেখো যে, আল্লাহর ওলীগণের না কোন অশংকা আছে আর না তারা বিষন্ন হবে।" (সূরা ইউনুস, সূরা ১০, আয়াত ৬২) পক্ষান্তরে মুশরিকদের দেব-দেবী বা মূর্তি-ঠাকুরগুলি হচ্ছে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী। আল্লাহ পাক স্বয়ং এই দেবী-দেবীগুলিকে "নিকৃষ্ট অভিভাবক" এবং এই দেব-দেবীর উপাসনাকারীগণকে "নিকৃষ্ট সহচর" বলে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন, "কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এই সহচর" (সূরা হাজ্জ, সূরা ২২, আয়াত ১৩) আল্লাহ পাক মুশরিকদেরকে তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে আর ও বলেন, "তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।" (সূরা আম্বিয়া, সূরা নং ২১, আয়াত ৯৮) সুতরাং আল্লাহর মাহবূব আওলিয়াবর্গকে দেব-দেবী বা মূর্তিসমূহের সঙ্গে তুলনা করা ইসলাম-দ্রোহীতার নামান্তর।

অষ্টম পার্থক্য ঃ মুসলিমগণ কেবলমাত্র লাশরীক আল্লাহকেই উপাস্য এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করে। তারা আল্লাহ পাককে সকল দোষ-ত্রূটি থেকে মুক্ত মনে করেন। কিন্তু মুশরিকগণ আল্লাহ সম্পর্কে আজীব ও গারীব আক্বীদা পোষণ করে। মুশরিকদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এক আল্লাহর পক্ষে সমস্ত সৃষ্টি পরিচালনা করা অসম্ভব। তাই একাধিক আল্লাহ মিলে সৃষ্টি পরিচালনা করেন (নাউজুবিল্লাহ)। বহু মুশরিক বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, তাই দেব-দেবীরা তাঁকে সাহায্য করে (নাউজুবিল্লাহ)। তারা আল্লাহকে কেউ ব্রহ্ম বলে, কেউ বিষ্ণু বলে, কেউ শিব বলে। আজকাল আবার এক টাইওয়ালা খারিজী ফতোয়া দিয়েছে যে, আল্লাহকে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি বলা বৈধ (নাইজুবিল্লাহ)। তারা আবার আল্লাহকে গালিও দিয়ে বসে। এজন্য মহান আল্লাহ মুসলিমগণকে এ বলে উপদেশ দিয়েছেন যে, "তারা (মুশরিকরা) আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা করে, তাদেরকে তোমরা গালি দিবে না। কারণ বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ তারা আল্লাহকে ও গালি দিবে।" (সূরা আনআম, সূরা নং ৬, আয়াত ১০৮)

এত সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যারা কবর যিয়ারতকে কবর পূজা বলে এবং মূর্তি পূজার সঙ্গে তুলনা করে, তাদের উপর আল্লাহর লানাত।

<u>কবর যিয়ারতকে কবর-পূজা বলার অর্থ হল রসূলুল্লাহকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা</u> ঃ শহীদ এবং আওলিয়াবর্গের কবর যিয়ারত করা এবং যিয়ারত স্থানে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। মহানবী স্বয়ং ওহুদের শহীদগণের মাযারাত যিয়ারত করেছেন। লক্ষনীয় বিষয় হল, তিনি একা যিয়ারতে যান নি। সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। ওহুদের শহীদবর্গের মাযারাতে নামায পাঠ করার পর বা দুআ করার পর তিনি সেখানে মিম্বার স্থাপন করেছেন। প্রিয় পাঠক! আমরা কখনও ভেবেছি কি ওহুদের শহীদবর্গের মাযারাতে কেন মেম্বার স্থাপন করা হয়েছিল? ওটা তো মসজিদ ছিল না। ছিল পর্বত। মদীনা থেকে মিম্বর নিয়ে এসে এজন্যই স্থাপন করা হয়েছিল যাতে মাযারাত সমূহে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা বা ভাষণ সুন্নত বলে বিবেচিত হয়। এই হাদীস থেকে উরুসের বৈধতাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। উরুসে মাযারাতের সম্মিলিত যিয়ারত হয়, মাযারাতে ইজতেমা হয়, দুআ করা হয় এবং আল্লাহর মাহবূব বান্দাহগণ সম্পর্কে চর্চা করা হয়। এগুলো সবই রসূলুল্লাহর ডিরেক্ট সুন্নাত। ওহুদের শহীদের মাযারাত যিয়ারত এবং সেখানে নামায পাঠ বা দুআ করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এও ঘোষণা করেছেন যে, আমি এই ভয় করি না যে, আমার পর তোমরা শির্ক করবে বা মুশরিক হয়ে যাবে। ওহুদের শহীদের মাযারাতে অবস্থানকালে মহানবীর এই ঘোষণা ভীষণ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি জানতেন যে, অজ্ঞ বেআদবরা একসময় কবর যিয়ারতকে কবর পূজা

(এরপর তেরোর পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১১ পাতার পর)

কবর যিয়ারতকে কবর-পূজা বলা ইসলাম-দ্রোহীতা

বলবে এবং একে শির্ক বলবে তাই তিনি নিজ ঘোষণার দ্বারা সম্পূর্ণ বিষয়টির মিমাংশা করে গেছেন। এখন যারা কবর যিয়ারতকে কবর পূজা বলবে তারা নিজেরাই মুশরিক বলে প্রমানিত হবে কারণ তারা সরাসরি রসূলুল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট হাদীসটি সহীহ বুখারীর চতুর্থ খন্ডর ১৪৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। হাদীস নম্বর ৩৮১৬।

আত্মবিশ্লেষণ ঃ আওলিয়াবর্গের মাযার শরীফ যিয়ারতের সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে কারণ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ সম্পাদিত না হয় বিশেষ করে সাজদাহ, তাওয়াফ, পর্দাহীন নরীদের আগমন ইত্যাদি সম্পর্কে ভী-ষ-ণ ভী-ষ-ণ সতর্ক থাকতে হবে।

জরুরী সতর্কী করণ ঃ যদি কেউ এই আকীদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে যে, কবর যিয়ারত হল কবর পূজা করা এবং এটা হিন্দুদের মূর্তি-পূজার ন্যায়, তাহলে সে ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খারিজী ফিৎনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাহগণের রাস্তায় আমাদেরকে পরিচালিত করুন।

নূর দপ্তরের কিছু নিয়মাবলী

❖ কেবল মাসআলা-মসায়েল বিষয়ক প্রশ্নপত্রই 'নূর' দপ্তরে গ্রহনযোগ্য। ❖ একটি প্রশ্নপত্রে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই গ্রহণযোগ্য। ❖ মনোনীত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাগুলি যুগোপযোগী হওয়া চাই। ❖ যেকোন রচনা সর্বাধিক ৬০০ শব্দের মধ্যে হওয়া জরুরী। ❖ মনোনীত রচনা ও কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। অমনোনীত রচনা ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। ❖ আমাদের দপ্তরে বেশী সংখ্যায় প্রশ্নপত্র জমা হয়ে যাওয়ায় আপনার প্রশ্নের উত্তর আসতে বিলম্ব হতে পারে। কারণ আমরা ক্রমাধ্বয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকি। ❖ কবিতা ও প্রবন্ধ সপ্রমাণ হওয়া প্রয়োজন। ❖ আপনার প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রয়োজন বোধে সংশোধন ও পরিবর্তন করার অধিকার দপ্তরের থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

মুসলিমদের ঈমান নির্মূল করার লক্ষ্যে ইহুদী-খৃষ্টানদের এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

ইসলামের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত ও ভীত ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একসময় ভাবতে লাগল যে, ইসলামের মধ্যে এমনকি বিপ্লবী শক্তি অন্তঃস্থিত আছে যে, মুসলিমরা ধর্মের নামে যেকোন মুহূর্তে নিজের 'তান-মান-ধান' উৎসর্গ করতে এক পায়ে খাড়া হয়ে যায়? (ঝানু) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উত্তর খুঁজে বের করল যে, ইসলামের এই বিস্ময়কর অন্তঃস্থিত শক্তি হল 'ইশকে রাসূল'। এই ইশকে রাসূলই মুসলিমদের প্রাণভোমরা। এই ইশকে রাসূলই ইসলামের হৃদস্পন্দন। যদি মুসলিমদের হৃদয় থেকে 'ইশকে রাসূল'কে নির্মূল করে দেওয়া যায়, তাহলে 'ওয়াল্ড অর্ডার' এর নিয়ন্ত্রণ তারা ধরে রাখতে পারবে না এবং পরবর্তীতে কখনো হৃত-গৌরবও পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। আল্লামা ইকবাল সাম্রাজ্যবাদীদের এই ষড়যন্ত্রকে এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"এ ফাক্বা কাশ জো মাওত সে ডারতা নাহি জারা রুহে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উস কে বাদান সে নিকাল দো,
ফিকরে আরাব কো দে কে ফিরেঙ্গী তাখীলাত
ইসলাম কো হিজাজ ওয়া ইয়ামেন সে নিকাল দো।"

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বীমুখী পরিকল্পনা গ্রহন ঃ যে-ই ভাবনা, সে-ই কাজ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, এই 'ইশকে রসূল'কে মুসলমানদের হৃদয় থেকে নির্মূল করতে হবে। তাহলেই মুসলিমরা হয়ে পড়বে আর দশটা জাতির ন্যায়। সাধারণ। চেতনা-শূণ্য। কিন্তু কিভাবে নির্মূল করা যাবে মুসলমানদের হৃদয় থেকে 'ইশকে রসূল' এর সঞ্জীবনী সুধা? শুরু হল গবেষণা। নেওয়া হল পরিকল্পনা। দ্বিমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হল ঃ

(১) ইসলামী রচনাবলীর নামে ইহুদী-খৃষ্টান গবেষকগণ ইসলামের মহানবী সম্পর্কে এমনভাবে গ্রন্থরচনা করবেন যেন পাঠকের মনে ইসলাম ও তার নবী সম্পর্কে রাশি রাশি সন্দেহ পুঞ্জীভূত হবে।

(২) মুসলিমদের মধ্যে নতুন নতুন ফির্কা সৃষ্টি করে প্রবৃত্তি পূজারীগণকে দিয়ে ইসলামের মহানবী সম্পর্কে এমন গ্রন্থাদি রচনা করাতে হবে যেখানে কেবল মহানবীর বাহ্যিক সীরাত এবং বাহ্যিক বিষয়াদি আলোচিত হবে; এই গ্রন্থাবলীতে ইসলামের প্রাণশক্তি 'ইশকে রসূল' তো আলোচিত হবেই না, বরং ইশকে রসূল এবং মহানবীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাকে ব্যক্তি-পূজা ও শির্ক বলে প্রচার করা হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঃ পরিকল্পনা অনুসারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাজ আরম্ভ করে দিল। ইহুদী-খৃষ্টানগণ তাদের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক প্রমুখগণকে মাঠে নামিয়ে দিল। এবিষয়ে ওরিয়েন্টালিস্ট কলমচিরা সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। স্যার উইলিয়াম মুইর, ডি.এস., মার্গোলিউথ, ডব্লিউ মন্টগোমেরী ওয়াট ইত্যাদিরা ইসলামের মহানবীর বিরুদ্ধে কার্যতঃ ইতিহাস-বিকৃতিতে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। এ ধারা এখনও সমানে চলছে। ডাঃ ড্যানিয়েল পাইপস, প্রোফেসর আরগুন এম. ক্যানার, চার্লস স্ট্যানলী, প্যাট রোবার্টসন, জেরী ফ্যালওয়েল, ফ্রাঙ্কলিন গ্রাহাম, জেরী ভাইন্স প্রমুখ ইহুদী-খৃষ্টান কলমচিরা পরিকল্পনামাফিক ইসলাম ও তাঁর মহানবীর বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। উদ্দেশ্য একটাই মুসলিমদের অন্তর থেকে 'ইশকে রসূল'কে নির্মূল করা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, অন্যদিকে, মুসলিমদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নাজদী, গুলাম আহমেদ কাদীয়ানী এবং তার দোসরগণকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করল। তাদেরকে দিয়ে তারা নতুন নতুন ফির্কা সৃষ্টি করল। আরবভূমিতে তারা নিজেদের পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করল। পুতুল ইবনে সৌদ রাজতন্ত্র তাদের বেতনভুক্ত শাইখদেরকে দিয়ে ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী সম্পর্কে এমনভাবে গ্রন্থ রচনা শুরু করল যেন তরুণ প্রজন্ম 'ইশকে রসূল' বিষয়টিকে ব্যক্তি-পূজা বলে বিবেচনা করল। পরবর্তীতে একাজে ব্যবহার করা হল ইসমাইল দেহলভী, স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ কুতুব, রাশিদ রিদা, আকরাম খাঁন, জামালুদ্দিন আফগানী, নাসিরুদ্দিন আলবানী, ইবনে বাজ প্রমুখগণকে।

বিষফল ঃ ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ষড়যন্ত্রের বিষফল হল এই যে, শিক্ষিত মুসলিম তরুণ-প্রজন্ম তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল– (১) সেকুলার তরুণ-প্রজন্ম ঃ এই শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম সম্পূর্ণ ব্রেণ-ওয়াশড হয়ে নিজেদেরকে উদারচেতা এবং মুক্তমনা বিবেচনা করতে আরম্ভ করল। এদের মধ্যে ইশকে রসূলের অস্তিত্ব তো থাকলই না, বরং এরা ইসলামের প্রতিই সন্দেহব্যাতিক হয়ে পড়ল। অনেকে নাস্তিকতারও শিকার হয়ে পড়ল।

(২) আংশিক-ধর্মপরায়ন তরুণ-প্রজন্ম ঃ এই শ্রেণিটি সাম্রাজ্যবাদী প্রোপাগান্ডা থেকে কোনক্রমে মুক্ত থাকল বটে কিন্তু ইমানের প্রাণশক্তি 'ইশ্কে রসূল'কে ব্যক্তিপূজা বলে মনে করতে শুরু করল।

(৩) আশিকে-রসূল তরুণ-প্রজন্ম ঃ একটি শ্রেণি আল্লাহপাকের অসীম রহমতে সকল রকম প্রোপাগান্ডা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকল। বরং প্রোপাগান্ডার তীব্রতা যত বৃদ্ধি পেতে লাগল, ততই তারা নিজেদের ঈমানকে বাঁচানোর জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠল।

এভাবে, আধুনিক তরুণ-প্রজন্মের বড় অংশ, ধীরে ধীরে, ঈমানের প্রাণশক্তি 'ইশকে রসূলের রুহানী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ল। লোকে ভাবতে আরম্ভ করল যে, কেবল মহা নবীর বাহ্যিক সীরাত এবং নির্দেশাবলীর উপর আমল করার নামই ইসলাম। মহানবীর পবিত্র 'জাত' এবং সিফাত সমূহের সঙ্গে আত্মিক এবং আবেগঘন বিশেষ প্রগাঢ় সম্পর্কের তাৎপর্য্য সম্পর্কে তারা অজ্ঞ থেকে গেল। এই অজ্ঞতা এমন উচ্চতাই পৌঁছে গেল যে, 'ইশকে রসূল'কে তারা শির্ক বলে উপহাস করতে লাগল, ইহুদী-খৃষ্টানদের পরিকল্পনা কার্যকর হল। মুসলিম উম্মাহ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এর নিয়ন্ত্রণ তো হারিয়ে ফেললই, সংকট এবং সমস্যাদি মুসলিমগণকে গ্রাস করতে শুরু করল। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু মুভমেন্ট হল বটে কিন্তু

"মারজ বাড়তা গায়া যো যো দাওয়া কী"

ঘুরে দাঁড়ানোর প্রেসক্রিপশন ঃ এই সংকট-জর্জরিত অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় একটাই। মুসলিম উম্মাহর শরীরে 'ইশকে রসূল' এর রুহ পুণরায় ফুঁকতে হবে। কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নতের আলোকে 'ইশ্কে রসূলের' অপরিহার্যতাকে তরুণ প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। নিজেকে 'আশিকে রসূল' দাবী করে মহা নবীর সীরাত এবং নির্দেশাবলীর উপর উদাসীন থাকার নিরর্থকতা যেমন তুলে ধরতে হবে, তেমনি

(এরপর ১২এর পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(নয় পাতার পর)

মুসলিমদের ঈমান নির্মল করার লক্ষ্যে ইহুদী-খৃষ্টান

'ইশকে রসূল' হীন উপাসনাদীর অসারতাও দৃপ্তভাবে তুলে ধরতে হবে। ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সৈয়দ আলাভী আল মালিকী সকল মনিষীগণ তো এ কাজই সুনিপুনভাবে সম্পাদন করেছেন, এই কাজেই তো নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন অনন্য মনিষী ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হাযরাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। কত প্রতিবন্ধকতা! চোখ রাঙানো! কত অপপ্রচার! কিন্তু তিনি পাহাড়ের ন্যায় অটল। কি সুন্দরই না বলা হয়।

"চারো তারাফ ফারিজী বিদয়াতী
বিচমে তানহা মেরে রাজা
আইসে মে ইসলাম বাঁচানা
সাব কি বাস কি বাত নাহী।"

এ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়! সমকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সৌদি আরবের নাগরিক, শাইখুল ইসলাম ডাঃ আলাভী আল মালিকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত ইবনে সৌদ রাজতন্ত্রের রক্তচক্ষু, রাজ পরিবারের বেতন-ভুক্ত মোল্লাদের ষড়যন্ত্র, প্রাণনাশের হুমকী কোন কিছুই তাঁকে 'ইশকে রসূলের' শিক্ষাদান থেকে নিবৃত্ত করতে পার নি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ প্রায় অস্তিত্বহীন।

সাহাবায়ে কেরামের 'ইশকে রসূল' ঃ ইশকে রসূলের আদর্শ নমুনা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবায়ে কেরাম মহানবীর ভালোবাসায় কেমন বিভোর ছিলেন, তার একটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম যখন থুথু মোবারক ফেলতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তা নিজেদের হাতে নিয়ে নিতেন এবং মুখমন্ডলে মেখে নিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম যখন অযূ করতেন, তখন ঐ অযূর ব্যবহৃত পানি সংগ্রহ করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম যখন কথা বলতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম সম্পূর্ণ নীরব থাকতেন এবং চোখে চোখ রাখতেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম যখন কোন কাজের নির্দেশ দিতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ সম্পাদন করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের যতটা তাজীম করতেন, কায়সার, কিসরা, নাজ্জাসীদের ন্যায় বাদশাহগণকে ও তার দরবারীরা এতটা তাজীম করত না। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৭৪, হাদীস-২৫৮১)

মানুষ তো মানুষ, চতুষ্পদ পশুর রসূল-প্রেম ও তুলনাহীন ঃ "হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম মহাজির এবং আনসারদের একটি জমায়েতে উপস্থিত হলেন। যেখানে একটি উট এল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে সিজদা করল। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনাকে পশু এবং গাছপালা সিজদাহ করে অথচ আমরা আপনাকে সিজদাহ করার অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ (১) ইবনে কাসীর, শামায়েলুর রসূল, পৃষ্ঠা-৩২৬, (২) আহমদ বিন হাম্বাল, মুসনাদ, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৭৬, হাদীস- ২৪৫১৫)। এই হাদীসের ইসনাদ

(এরপর তের পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(বার পাতার পর)

মুসলিমদের ঈমান নির্মুল

সহীহ।

জড় পদার্থসমূহের নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর ইশকে রসূল ঃ কেবল মানুষ এবং পশুপাখিই নয়, জড় পদার্থসমূহের রসূল প্রেমও ছিল বিস্ময়কর। নজিরবিহীন। এসম্পর্কে আমি মাত্র দুটি উদাহরণ পেশ করছি। (১) হযরত আবু হুমাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, ওহুদ পাহাড় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, এটি হল ওহুদ পাহাড়। যে আমাদেরকে ভালোবাসে। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬১০, হাদীস-৪১৬০) রসূল প্রেমিক এই ওহুদ পাহাড় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে দলে উঠেছিল। হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রেওয়ায়েত করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম ওহুদ পাহাড়ে আরোহন করলেন। সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর ও হযরত উসমান। ওহুদ পাহাড় দুলে উঠল। মহানবী স্বীয় পা মোবারক দিয়ে পাহাড়কে ঠোকর মেরে বললেন, এই ওহুদ, স্থির থাকো। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক এবং দুজন শহীদ রয়েছেন।" (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৩৪৮, হাদীস-৩৪৮৩)

(২) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা মক্কাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। রাস্তায় হাঁটবার সময় যে গাছ বা পাথরই দেখা যাচ্ছিল, বলছিল, "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!" (তথ্যসূত্র তিরমিযি, সুনান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৫৯৩, হাদীস-৩৬২৬) ইমাম হাকীম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই হাদীসটি সহীহ।

জরুরী কথা ঃ উপরে উল্লেখিত হাদীস সমূহের আলোকে যদি আমরা আত্ম-বিশ্লেষণ করি, তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের ঈমান কতই না ঠুনকো। সম্মানিত পাঠক! আসুন, আত্ম-সংশোধনের মিশন শুরু করি। এই মিশন শুরু করি নিজ নিজ পরিবার থেকে। 'ইশকে রসূল'ই হোক আমাদের এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির হৃদস্পন্দন। আমাদের সন্তান-সন্ততির ধমনীতে রক্তের মতোই চলুক 'ইশকে রসূল' এর প্রবাহ। ইহুদী-খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রকে ভেঙে খান খান করতেই হবে। নতুবা হতে হবে আল্লাহর ক্রোধের শিকার। আল্লাহ পাক রচম হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, "যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, তোমাদের যে ব্যবসায়ে মন্দার আশঙ্কায় তোমরা ভীত থাক এবং তোমাদের গৃহ যা তোমরা ভীষণ পছন্দ কর, এসব যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জেহাদ করার চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর নির্দেশ (শাস্তি) আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তওবাহ, আয়াত-২৪) আল্লামা ইকবাল এর ভাষায়–

"নিগাহ ইশক ও মাসতী মে ওহী আউয়াল,
ওহী আখের
ওহী কুরআন, ওহী ফুরকান, ওহী ইয়াসীন,
ওহী ত্বহা।"

ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

সকল ধর্মই কি সমান? অমুসলিমরা কি জান্নাত যেতে পারে?

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ঃ কদিন আগে একটি বিদ্যালয়ের 'টিচার্স অফিস রুমে' বসে আছি। কয়েকজন শিক্ষক মহাশয় ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছেন। সুদৃশ চশমা পরিহিত এক শিক্ষক মহাশয় নিজের দামী মোবাইল সেটে বলিউডের গান শুনতে শুনতে আর দুটি ঠোঁট গোল করে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বললেন–

"আহ! শুধু ইসলাম ইসলাম কোর না তো! সকল ধর্মই সমান। আসল বিষয় হল ভাল কাজ। ভাল কাজ করলে তুমি যে ধর্মই পালন কর না কেন, বেহেশতে যাবে।"

আলোচনা রত প্রায় সকলেই এই কথাটিকে সমর্থন করলেন। তবে সর্বাধিক সাড়ম্বরে সমর্থন করলেন ঐ শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। তিনি এক ধাপ এগিয়ে একটুখানি সংযোজন করে বললেন–

"আরে! মুসলমানদের তো আজ এজন্যই এই দুরাবস্থা। শুধু কথায় কথায় ক্বোরআন আর নবীজী! শুধু এই কোর না, আর ঐ কোর না। ক্বোরআনে এই যে চারটা বিয়ের কথা বলা আছে, এগুলো কি আধুনিক যুগে চলে?"

কথাগুলি শুনলাম। মর্মাহত হলাম। কিছু কথা শিক্ষক মহাশয়গণকে বললাম। চশমা পরা ভদ্রলোক ও প্রধান শিক্ষক মহাশয় কিছুক্ষণ তর্ক করার চেষ্টা করলেন। এক সময় উত্তর না দিতে পেরে চুপও করলেন। কিন্তু অন্তরে পরিবর্তন এল কি না বুঝতে পারলাম না। এখানে একটু বলে রাখি, এই শিক্ষক মশায়গন সকলেই মুসলিম পরিবারের।

আমাদের দায়িত্ব ঃ প্রিয় পাঠক! এই যদি আমাদের আক্বীদা হয়, তাহলে আমাদের ঈমান নিরাপদ থাকবে? আতঙ্কের বিষয় হোল, এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বস্তুবাদি শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের একটি বড় অংশ এরূপ ধারণা পোষণ করে। ইসলাম সম্পর্কে এই ভাইদের ধারণা এত অস্বচ্ছ এবং জ্ঞান এত অপ্রতুল যে, তাঁরা জানেনই না, এরূপ চিন্তাধারা ঈমান ধ্বংসকারী। এই ভাইদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, আসুন ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের ত্রূটি সংশোধন করি এবং নিজের ঈমানকে রক্ষা করি।

প্রিয় পাঠক! ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম ঃ প্রিয় পাঠক! মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম ব্যাতীত অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য নয়। এটাই একমাত্র বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা। ইহা স্বয়ং আল্লাহ পাকের ঘোষণা। এটা তাঁর হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের ঘোষণা। আমি এই সম্পর্কে ক্বোরআন ও হাদীস থেকে দশটি প্রমাণ উপস্থাপন করছি এবং বিনীত অনুরোধ করছি নিজের চিন্তাধারাকে সংশোধন করুন এবং আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

প্রথম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই (একমাত্র) গ্রহনযোগ্য ধর্ম।" (আল ক্বোরআন, সূরা- আল ইমরান, আয়াত- ১৯)

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "এবং যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করতে চাইবে তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহন করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (আল ক্বোরআন, সূরা- আল ইমরান, আয়াত- ৮৫)

তৃতীয় প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনিত করলাম।" (আল ক্বোরআন, সূরা- মা-ইদাহ, আয়াত- ৩)

চতুর্থ প্রমাণ ঃ আল্লাহপাক বলেন, "তবে তোমরা কি আল্লাহর কিছু সংখ্যক নির্দেশের উপর ঈমান আনছো আর কিছু সংখ্যক নির্দেশকে অস্বীকার করছ? যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তাদের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা আর ক্বিয়ামতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনতর আজাবের দিকে। (সূরা নং- ২, আয়াত - ৮৫)

পঞ্চম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তবে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম চাই? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, আল্লাহরই সামনে নত হয়ে আছে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।" (সূরা নং-৩, আয়াত নং-৪৫)

ষষ্ঠ প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুসারে কাজ কর্মের ফায়সালা করে না তারাই জালিম।" (সূরা নং-৫, আয়াত নং-৪৫)

আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগণ, ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। (সূরা নং-২, আয়াত নং-২০৮)

অষ্টম প্রমাণ ঃ আল্লাহ বলেন, "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা অপরিহার্য, সেরূপ ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা নং-৩, আয়াত নং- ১০২)

নবম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী! আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রাহমাত করে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ১০৭)

দশম প্রমান ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যদি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন, তাহলে তাকেও আমাকে অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।" (মুসনাদে আহমাদ, হাঃ নং-১৪৭৩৬)

প্রিয় পাঠক! এরপরেও কেউ কিভাবে বলতে পারে যে, সকল ধর্মই সমান বা যত মত তত পথ? যদি কেউ বলে তাহলে কি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে চ্যালেঞ্জ জানানো হোল না?

অমুসলিমদের ঠিকানা জাহান্নামই, জান্নাত হতে পারে না ঃ

(এরপর ১৩-এর পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সকল ধর্মই কি সমান? অমুসলিমরা কি জান্নাত যেতে পারে?

(৯ম পাতার পর)

প্রিয় পাঠক! একজন অমুসলিম, তিনি যত বড়ই ব্যক্তিত্ব হউন না কেন বা যত বড়ই মানবতাবাদী হউন না কেন, পরকালে তিনি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে কোন পুরস্কার পাবেন না, তাদের ভাল কর্মের প্রতিদান আল্লাহ পাক তাদেরকে এই জগতেই দিয়ে দিবেন। স্মরণ রাখবেন, আমাদের চাওয়াতে তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে না। জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত আইনে আর আল্লাহর আইন হল, অমুসলিমরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বাস করবে। এরপরেও কি আমাদের বলার অধিকার রয়েছে যে, অমুসলিমরাও জান্নাতে যাবে? আসুন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা দেখে নিই।

প্রথম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করে, তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা নং-২, আয়াত-৩৯)

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (সূরা নং-২, আয়াত নং-৯০)

তৃতীয় প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "হে মুমিনগন! তোমরা (রসূলের শানে) 'রায়েনা' বলো না বরং 'উনযুরনা' বল এবং শুনে নাও এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা নং-২, আয়াত নং-১০৪)

চতুর্থ প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তাদের জন্য ইহকালে আছে দুর্গতি এবং পরকালে কঠোর শাস্তি।" (সূরা নং-২, আয়াত- ১১৪)

পঞ্চম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "যারা অবিশ্বাস করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তাদের উপর আল্লাহর ফারিশতামন্ডলী ও মানবজাতির অভিসম্পাত।" (সূরা নং- ২, আয়াত নং-১৬১)

ষষ্ঠ প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "যেখানে (জাহান্নামে) তারা (কাফেররা) চিরকাল বাস করবে। তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না।" (সূরা নং-২, আয়াত নং ১৬২)

সপ্তম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "তারা (কাফেররা) জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে না।" (সূরা নং-২, আয়াত নং-১৬৭)

অষ্টম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, আর কাফেরদের পৃষ্ঠপোষক হল শয়তান। সে তাদেরকে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা নং-২, আয়াত- ২৫৭)

নবম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (সূরা নং-৩, আয়াত- ৪)

দশম প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে তাদের ধনসম্পদ এবং সন্তনাদি আল্লাহর নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবে না। তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।" (সূরা নং-৩, আয়াত-১০)

১১ নং প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদেরকে বল, সত্বর তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে এবং ইহা ভীষণ নিকৃষ্ট স্থান" (সূরা নং-৩, আয়াত-১২)

১২ নং প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করেছে এবং অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কারও নিকট থেকে পৃথিবী পরিপূর্ণ স্বর্ণও গ্রহণ করা হবে না, যদিও সে স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে তা প্রদান করে। তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই।" (সূরা নং-৩, আয়াত-৯১)

১৩ নং প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, " নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কিছুমাত্র ফলপ্রদ হবে না। তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা নং- ৩, আয়াত ১১৬)

১৪ নং প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (সূরা নং-৩, আয়াত-১৩১)

১৫ নং প্রমাণ ঃ আল্লাহ পাক বলেন, "এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল এবং ইহা যালিমদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান।" (সূরা নং-৩, আয়াত-১৫১)

প্রিয় পাঠক! এরপরেও কি কেউ বলতে পারেন যে, অমুসলিমরাও জান্নাতে যেতে পারে? যদি কেউ বলেন তাহলে কি তা আল্লাহ পাককে চ্যালেঞ্জ জানানো হোল না? যদি কেউ আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানান, তিনি কি মুসলিম থাকবেন?

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন!

** যারা এক আল্লাহর বদলে তেত্রিশ কোটি উপাস্যের আরাধনা করে, তারা কিভাবে জান্নাতে যেতে পারে?

** যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে এবং হযরত ঈসার উম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নির্দেশ অমান্য করে রসূলুল্লাহ সাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে, তারা কিভাবে জান্নাতে যেতে পারে?

** যারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর উম্মত হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও হযরত মূসার কঠোর নির্দেশ অমান্য করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে, তারা

(এরপর ১৪-এর পাতায়)

নূর পত্রিকা পড়ুন আদর্শ জীবন গড়ুন।

গত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা
নূর দফতর
নয়াবস্তি, উঃ দারিয়াপুর,
কালিয়াচক, মালদা,
(পঃ বঃ) পিন-৭৩২২০১
9641967019 (সম্পাদক)
9733301022 (প্রকাশক)

হজ্জ ও উমরাহ-এর জন্য যোগাযোগ করুন-
আন-নূর সাফারে হারামাইন
কেরামাত আলী মার্কেট (গৌসীয়া বস্ত্রালয়ের উপরে) ৫তলা
মসজিদ রোড, পোঃ কালিয়াচক, জেলা মালদহ, (পঃ বঃ)
পিন ৭৩২২০১, মোবাইল ঃ ৯৬৪১৯৬৭০১৯·

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই অস্ত্র-শিক্ষাই হোক মূলযন্ত্র

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন!

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান সংকট সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনি ওয়াকিবহাল। এই সংকটের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কেও নিশ্চয়ই আপনি ওয়াকিবহাল। এক সময় 'ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর চালক ছিল মুসলিম উম্মাহ। বিশ্ব পরিচালনার সুইচ ছিল মুসলিমদের হাতে। এখন পরিস্থিতির একশো আশি ডিগ্রি পরিবর্তন ঘটেছে। এতটাই যে, কোথাও বা অস্তিত্ব সংকটে। কোথাও বা গৃহযুদ্ধ।

এখন অবশ্য প্রয়োজন ঘুরে দাঁড়ানোর। প্রয়োজন সমষ্টিগত উদ্যোগ এবং সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টা। আসুন! এই ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন আরম্ভ করি নিজ নিজ পরিবার থেকে। নিজ সন্তান-সন্ততিকে বলুন, "তোমাদের একটি গর্বিত সোনালী অতীত ছিল।" নিজ সন্তান-সন্ততিকে এও বলুন, "তোমাদের সামনে একটি স্বপ্নভরা সোনালী ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষণ করছে। স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রয়োজন আলস্য বিসর্জন। প্রয়োজন অজ্ঞতা বর্জন। প্রয়োজন শানিত বিশ্বাস। প্রয়োজন ইশকে রসূল স্নাত জাগ্রত চেতনা। প্রয়োজন জ্ঞানার্জনকে মূলমন্ত্র হিসেবে আলিঙ্গন।"

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন! বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহর সার্বিক সংকটের মূল কারণ হল, শিক্ষায় পশ্চাদপদতা। ইসলাম জ্ঞান অর্জন করাকে বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু আমরা ইসলামের নির্দেশকে অমান্য করে শিক্ষার আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। শিক্ষাঙ্গনে আমাদের পশ্চাদপদতা কতটা নৈরাজ্যজনক তা উপলব্ধি করার জন্য নীচের এই গুটিকয়েক তথ্যই পর্যাপ্ত ঃ

১) ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৫০০টি। অপরদিকে কেবল আমেরিকাতেই রয়েছে ৫৭৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়।

২) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ৫০০টি বিশ্ববিদ্যলয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩) মুসলিমদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার মাত্র চল্লিশ শতাংশ। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার নব্বই শতাংশ।

৪) কোন মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশ নয়। অথচ ১৫টি খ্রীষ্টান প্রোভিন্সে স্বাক্ষরতার হার ১০০ শতাংশ।

৫) মুসলিম ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্কুল ড্রপ-আউটের সংখ্যা ২৫ শতাংশেরও বেশী। অন্যদিকে খ্রীষ্টান রাষ্ট্রগুলিতে এই হার প্রায় শূণ্য।

শিক্ষাঙ্গনে এই বিপর্যয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত সকল অঙ্গনে, সর্বত্র, ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের অবস্থান একই রকম পীড়াদায়ক। আসুন, এক নজর বুলিয়ে নিই ভারতবর্ষে মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ঃ

১) সরকারী চাকুরীতে মুসলিমদের হার মাত্র ৫ শতাংশ।

২) ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে মুসলিমদের হার ৪.৫ শতাংশ।

৩) সিভিল সার্ভিসে মুসলিমদের হার ৩ শতাংশ।

৪) ফরেন সার্ভিসে মুসলিমদের হার ১.৮ শতাংশ।

৫) পুলিশ বিভাগে মুসলিমদের হার ৪ শতাংশ।

৬) আই.এ.এস. বিভাগে মুসলিমদের হার ২.২ শতাংশ।

৭) আই.পি.এস. বিভাগে মুসলিমদের হার ৩.৬ শতাংশ।

৮) পুলিশ চিফদের মধ্যে মুসলিমদের হার ০.১ শতাংশ।

৯) বিচার বিভাগে মুসলিমদের হার ৬.২ শতাংশ।

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন! এই কি ছিল শিক্ষাঙ্গনে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান? আসুন, ইতিহাসের পাতা বেয়ে চলে যায় ৫৭০ খ্রীঃ। পৃথিবীতে আগমন করলেন মানবতার কান্ডারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন ধরিত্রী উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মহানবীর নূরে। এল রেনেসাঁ এল বিপ্লব। ইসলামের হাত ধরে ইউরোপ সহ সমগ্র বিশ্বে গড়ে উঠল শিক্ষা সৌধ। বৌদ্ধিক দিক থেকে বন্ধ্যা এবং নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া ইউরোপকে মুসলমানরাই দেখাল সভ্যতার পথ। যশস্বী ঐতিহাসিক ডক্টর তারাচাঁদ বলেন, "হাজার বছর ধরে এই আলো সারা বিশ্বকে আলোকিত করেছিল। এটি ইউরোপীয় সংস্কৃতির জননী ছিল, কারণ এই সভ্যতায় লালিত ব্যক্তিগণ মধ্যযুগে শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় অসীন ছিলেন। তাদের পদতলে উপবেশন করে স্পেনীয়, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালিয়ান ও জার্মানরা দর্শনশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ও শিল্পের কলা-কৌশল শিক্ষা করেছিল। তাঁদের নামগুলি পারিভাষিক, পরিচিত শব্দ হিসাবে উচ্চারিত হোত।" (সূত্র ঃ ফোর্থ অল ইন্ডিয়া ইসলামিক স্ট্যাডিজ কনফারেন্স)

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন! বর্তমান এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় হল, জ্ঞানার্জনকে মূলমন্ত্র হিসেবে আলিঙ্গন করা। যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। (সূত্র বাইহাকী) সেক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের স্বাক্ষরতার হার মাত্র চল্লিশ শতাংশ থাকতে পারে? সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসল্লাম নির্দেশ দান করেছেন, "চীন দেশে যেতে হলেও বিদ্যা অন্বেষণ কর" (সূত্র ঃ বাইহাকী)। সেক্ষেত্রে কিভাবে আমাদের ২৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুল ড্রপ-আউট থাকতে পারে?

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন! আসুন, সুনিশ্চিত করি যে, নিজ পরিবারের কোন শিশু যেন স্কুল ছুট না থাকে। আসুন, সুনিশ্চিত করি যে, নিজের আদরের শিশুটি যেন *(এরপর বার-এর পাতায়)*

pdf By Syed Mostafa Sakib

(নয় পাতার পর)

শিক্ষাই শক্তি, শিক্ষাই অস্ত্র

সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত পড়তে বসে এবং ন্যূনতম ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করে। আসুন সুনিশ্চিত করি যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি যেন নিজেদের গৌরময় অতীতকে জানে এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে পাঠ গ্রহন করে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা প্রযুক্তি ও অনুসন্ধানে নিয়োজিত হয়। আসুন, সুনিশ্চিত করি যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি যেন সাহাবায়ে কেরাম, আহলে বাইত এবং ওলী আল্লাহগণকে নিজেদের রোল মডেল হিসেবে গ্রহন করে। তাহলেই তৈরী হবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর আদর্শ উম্মত এবং আমাদের বিপুল জনসংখ্যা রূপান্তরিত হবে মানব সম্পদে। আমাদের ইহকাল বাঁচবে। পরকাল বাঁচবে। সর্বোপরী, মুসলিম উম্মাহ পুনরায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে (ইনশাআল্লাহ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁচুন এবং বাঁচান

দোযখের ইন্ধন হবে

মানুষ ও পাথর

হে মো'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং প্রস্তর।

(সূরা তাহরীম, আয়াত নং ৬)

এখানে 'তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো অগ্নি থেকে' অর্থ তোমরা ও তোমাদের পরিবার-পরিজন ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো, ইসলামী অনুশাসনানুসারে জীবনযাপন করো এবং আত্মরক্ষা করো দোজখের অগ্নি শাস্তি থেকে। 'যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' অর্থ মনে রেখো, দোজখের খোরাক হবে মানুষ এবং পাথর।

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী উলেমাবর্গের দৃষ্টিতে

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রাযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ
হায়দ্রাবাদ (ভারত)

লেখকের স্বীকারোক্তি ঃ অপপ্রচারের তীব্রতা এবং মিথ্যাচারের ব্যপকতায় বিভ্রান্ত হয়ে আমি নিজে এক সময় বিশ্ববরেণ্য মনিষী আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতাম। কিন্তু আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ। ক্রমে সত্যের সংস্পর্শে এসে আমার ধারণা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আহ! কি-ই না ভুল করছি। আর কতই না প্রতারিত হয়েছি। মিথ্যাবাদী - ধর্মব্যবসায়ীদের উপর আল্লাহর লানত। আমাকে বোঝানো হয়েছিল যে আলা হযরত ছিলেন সাধারণ মৌলভী। কিন্তু দেখলাম যে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া। আমাকে বুঝানো হয়েছিল যে, আলা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মাত্র গুটি কয়েক পুস্তক রচনা করেছিলেন কিন্তু দেখলাম তাঁর গ্রন্থাবলীর সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। ইসলামের ইতিহাসে এত অধিক গ্রন্থ সম্ভবতঃ অন্য কোন মনিষী আর লিখেন নি। আমাকে বোঝানো হয়েছিল যে, আলা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন শির্ক-বিদআতের মা-বাপ। কিন্তু দেখলাম যে প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন শির্ক-বিদআতের মূলোৎপাটনকারী। আমাকে বোঝানো হয়েছিল যে, আলা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছিলেন ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু দেখলাম যে, প্রকৃতপক্ষে এই মিথ্যাচারের জনকরা নিজেরাই ছিল ইংরেজদের এজেন্ট।

নাস্তিক, ব্রহ্মন্যবাদ, খৃষ্টবাদ, কাদিয়ানীবাদ, শিয়াবাদ এবং নাজদীবাদ যখন ইসলামের সুনির্মল আকাশকে তমসাচ্ছন্ন করে তুলেছিল, তখন ইসলামের আপোসহীন সীপাহশালার আলা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও জ্ঞানের গভীরতার দ্বারা বাতিল ফিৎনাসমূহকে উন্মোচিত করেন। এই বিশ্ববিশ্রুত ইমামের জ্ঞান সমুদ্র এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব কেবল আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের স্কলারবর্গই স্বীকার করেননি, বরং আহলে হাদীস এবং দেওবন্দী-তবলীগী জামাআতের স্কলারবর্গও অকুন্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। জ্ঞানী-গুনী ও সুধী মহলে সর্বত্র তিনি সু-সমাদৃত। তিনি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আদর্শ সংস্কারক। তিনি ইসলামী রেনেসাঁর মহান দিকপাল। এই ক্ষনজন্মা মনিষীর উপর বর্তমানে নিম্নোল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পি. এইচ. ডি. গবেষণার কাজ চলছে ঃ –

(১) কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি, নিউইয়র্ক (আমেরিকা)।

(২) বারকেলি ইউনিভারসিটি (আমেরিকা)

(৩) বারমিহাম ইউনিভারসিটি (ইংল্যান্ড)

(৪) নিউ ক্যাসল ইউনিভারসিটি, (ইংল্যান্ড)

(৫) আল আজহার ইউনিভারসিটি, (মিশর)

(৬) ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, (কোলকাতা, ভারত)

(৭) জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভারসিটি, (নতুন দিল্লী, ভারত)

(৮) আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি, (ভারত)

(৯) ডারবান ইউনিভারসিটি, (ডারবান, দক্ষিন আমেরিকা)

(১০) পাটনা ইউনিভারসিটি, পাটনা, (ভারত)

(১১) ওসমানীয়া ইউনিভারসিটি, হায়দ্রাবাদ (ভারত)

(১২) সিন্ধ ইউনিভারসিটি (পাকিস্থান)

(১৩) করাচী ইউনিভারসিটি, করাচী (পাকিস্তান)

(১৪) পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি, লাহোর, (পাকিস্তান)

(১৫) বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ইউনিভারসিটি, মুলতান, (পাকিস্তান)

(১৬) ইমাম আহমাদ রেজা রিসার্চ ইনস্টিটিউট, করাচী, (পাকিস্তান)

(১৭) মাদীনাতুল হিকমাত, হামদার্দ ফাউন্ডেশন, করাচী, (পাকিস্তান)

(১৮) হামদার্দ ইউনিভারসিটি, নিউ দিল্লী, (ভারত)

(১৯) আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভারসিটি, ইসলামাবাদ, (পাকিস্তান)

(২০) ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন সেন্টার, করাচী, (পাকিস্তান)

(তথ্যসূত্র ঃ A Baseless Blame- Prof. Dr. Muhammad Masood Ahmed)

এই পুস্তকে আলা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর সুমহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আহলে হাদীস এবং দেওবন্দী-তাবলীগী জামায়াতের স্কলারবর্গের অভিমত তুলে ধরলাম। আশা করি, কিছু ভায়ের মধ্যে এই মহান ইমাম সম্পর্কে যে ভুল ধারনা রয়েছে, তা দুরীভূত হবে এবং মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

(১) ইংল্যান্ডের আহলে হাদীস জামায়াতের আমীর শাইখ আব্দুল হাদী ওমারীর স্বীকারোক্তি ঃ জামিয়াতে আহলে হাদীস, ইংল্যান্ড এর আমীর শাইখ আব্দুল হাদী ওমারী বলেন যে, আহমাদ রেজা খাঁন ব্রেলভী একজন মহান ধর্মীয় স্কলার

(এরপর ৬ পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী উলেমাবর্গের দৃষ্টিতে

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

২য়-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(৩) মিশরের প্রোফেসর ডা. মুহিউদ্দিন এর স্বীকারোক্তি ঃ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর ডা. মুহিউদ্দিন বলেন, "মহান স্কলার ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন মক্কায় হজ সম্পাদন এবং মদীনায় মহানবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে দুবার আরব আগমন করেন। তাঁর অবস্থান কালে তিনি বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র দর্শন করেন এবং স্কলারবর্গের সঙ্গে শিক্ষা এবং ধর্মসংক্রান্ত বহু বিষয়ে মত বিনিময় করেন। তিনি কোনও কোনও স্কলারের নিকট থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন এবং নিজেও হাদীসের সনদ প্রদান করেন।

একটি পুরনো প্রবাদ চালু আছে যে, পান্ডিত্য এবং কবি প্রতিভা একই ব্যক্তির মধ্যে সহাবস্থান করেন না। কিন্তু আহমাদ রেযা খাঁন ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর কর্মাবলী এই প্রবাদকে ভূল প্রমাণ করে। তিনি কেবল একজন মহান স্কলারই ছিলেন না, তিনি একজন যশস্বী কবিও ছিলেন।"

(তথ্যসূত্র ঃ সাওত-উল-শার্ক, কাইরো, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১৬-১৭)

(৪) প্রবাদ প্রতীম ভারতীয় আহলে হাদীস স্কলার মওলানা আবুল কালাম আজাদের স্বীকারোক্তি ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস স্কলার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, "মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন একজন প্রকৃত আশিকে রসূল ছিলেন।" (তথ্যসূত্র ঃ সাপ্তাহিক নায়ী দুনীয়া, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৩ - ৫ই জানুয়ারী, ২০১৪)

(৫) জামিয়াতে আহলে হাদীস পঃবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক আহলে হাদীস পত্রিকায় স্বীকারোক্তি ঃ "কিয়ামত কবে আসবে? এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্তির জন্য আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর গ্রন্থাবলী পাঠ করার জন্য 'আহলে হাদীস' পত্রিকায় উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। আহলে হাদীস পত্রিকায় লেখা হয়েছে–"আর ও প্রকাশ থাকে যে, নবী (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) যে সব আলামত ও চিহ্ন থেকে সাবধান করেছেন ওর মধ্যে বড় নিশানা এখনও বাকী আছে। যেমন ইমাম মেহদী এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আসমান থেকে জমিনে আগমন। অতিরিক্ত জানার জন্য জালালুদ্দিন সুয়ুতী ও আশ শায়খুল আকবার মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী এবং আহমাদ রেযা খাঁন ব্রেলবীর লেখা পড়ুন। ইনশাআল্লাহুল আযিয আপনি নিজের উদ্দেশ্যকে পেয়ে যাবেন। মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন ব্রেলবীকে প্রশ্ন করা হয়, কেয়ামত কবে হবে এবং ইমাম মেহদী কবে উদয় হবেন? তিনি বলেন কেয়ামত কখন হবে তা আল্লাহই জানেন তিনি তাঁর নবীকে তা বলেছেন (তথ্যসূত্র ঃ আহলে হাদীস পত্রিকা, মাওলানা হাফিজ শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী কর্তৃক সম্পাদিক অক্টোবর ২০০৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩০৮)

(৬) পাকিস্থানী জামাআতে ইসলামের আমীর মালিক গুলাম আলির অভিমত ঃ আহলে হাদীস দলের একটি শাখা জামায়াতে ইসলামীর পাকিস্থানী নায়েবে আমীর মালিক গুলাম আলী বলেন, "এতদিন পর্যন্ত আমরা আহমেদ রেজা খাঁনকে ভীষণ ভূল বুঝেছি। তাঁর বিভিন্ন ফতোয়া এবং গ্রন্থাদি অধ্যায়ন করার পর আমি উপলব্ধি করেছি যে তাঁর মত জ্ঞানের গভীরতা খুব কম ধর্মীয় স্কলারবর্গের মধ্যেই আছে। তাঁর কলমের ডগা থেকে নির্গত প্রতিটি লাইনে মহানবী সাল্লাল্লালহো আলইহি অসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা প্রবাহিত হচ্ছে।"

(৭) জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদীর অভিমত ঃ "আমার দৃষ্টিতে মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন মরহুম ও মাগফুর ধর্মীয় জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির ধারক এবং মুসলমানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মানযোগ্য ইমাম ছিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ ইমাম আহমাদ রেযা, আল মীযান সংখ্যা, বোম্বাই, মুদ্রিত ১৯৭৭ সন)

মাওলানা মওদুদী আরও বলেন, "মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁনের জ্ঞান-গরিমাকে আমি আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলীর বিষয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিলেন। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককে ও স্বীকার করতে হবে, যারা তাঁর সাথে বিরোধ রাখে।" (তথ্যসূত্র ঃ মাক্বালাত-ই-ইয়াউমে রেযা, ২য় খন্ড। লাহোর থেকে মুদ্রিত)

(৮) বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীর দেওবন্দী স্কলার মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন সম্পাদিত গ্রন্থে স্বীকারোক্তি ঃ "মুফতী আহমাদ রেযা খাঁন ব্রেলবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু ১৩৪০ হিজরী। তিনি একজন খ্যাতনামা মুফতী। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ আশিকে রসূল।" (তথ্যসূত্র ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন- পৃষ্ঠা ১৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

(৯) আহলে হাদীস স্কলার মঈনুদ্দিন আহমাদ নদভীর অভিমত ঃ শাইখ মঈনুদ্দিন নাদভী বলেন, "মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন ছিলেন গভীর জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মহান লেখক। হাদীস ও ফিকাহর উপর তার সুগভীর দখল ছিল। বিভিন্ন স্কলারবর্গের প্রশ্নাবলীর উত্তরে তিনি যে উত্তরগুলি প্রদান করেছিলেন সেগুলি তার অতুলনীয় দক্ষতা এবং ইসলামী জ্ঞানকে প্রতিফলিত করে। তাঁর ফতোয়া শত্রুমিত্র সকলেই পাঠ করে।" (তথ্যসূত্র মাসিক মারিফ, আজমগড়, ভারত ১৯৬২)

(ধারাবাহিক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী উলেমাবর্গের দৃষ্টিতে

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৩য়-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(১০) দেওবন্দী-তবলীগী জামাআতের প্রবাদ প্রতিম স্কলার আশরাফ আলী থানবীর অভিমত ঃ "আমার হৃদয়ে মাওলানা আহমাদ রেযার প্রতি অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কাফের বলেন। তবে ঈশকে রসূলের ভিত্তিতেই বলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে তো বলেন না।" (তথ্যসূত্র সাপ্তাহিক লাহোর, ২৩শে এপ্রিল ১৯৬২)

(১১) দেওবন্দী-তবলীগী জামাআতের শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ সৈয়দ সুলাইমান নদভীর স্বীকারোক্তি ঃ "মৌলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী লিখেছেন যে, "আমি মাওলানা আহমাদ রেযা সাহেব ব্রেলভীর কয়েকটি গ্রন্থ দেখেছি। অধ্যয়ন করে আমার নয়ন দুখানি বিস্ফরিতই হয়ে রইলো। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। সত্যিই কি এগুলি মৌলানা বেরেলভী সাহেবের গ্রন্থ যাঁর সম্পর্কে গতকাল পর্যন্ত শুনেছি যে, তিনি কেবল বিদআতীগণেরই একজন মুখপত্র এবং খুঁটিনাটি অনূদিত মাসআলার মধ্যে তাঁর জ্ঞান সীমিত। কিন্তু আজ প্রমাণ পেলাম যে- না, অবশ্যই নয়।

তিনি তো বিদআতীয়দের নেতা নন, বরং তিনি তো ইসলামী বিশ্বেরই স্কলার এবং কর্ণধার। মাওলানা মারহুমের লেখনীতে যতটা গভীরতা রয়েছে, তা আমার সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা শিবলী সাহেব, হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবী, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী এবং শাইখুত তাফসীর আল্লামা শাব্বীর আহমাদ ওসমানীর গ্রন্থাবলীতেও নেই।" (তথ্যসূত্র ঃ মাহনামা-ই-নদওয়াহ, আগষ্ট ১৯১৩, পৃষ্ঠা ১৭)

(১২) শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী-তবলীগী স্কলার মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত ঃ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী লিখেছেন যে, "যখন আমি তিরমিযী শরীফ ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যাসমূহ লিখছিলাম তখন প্রয়োজনানুসারে হাদীসের খুঁটিনাটি বিষয়াদী দেখার প্রয়োজন হলে আমি শিয়া, আহলে হাদীস এবং দেওবন্দী লেখকবর্গের গ্রন্থাবলীও দেখেছি। কিন্তু তাতে আমি পরিতুষ্ট হতে পারিনি। অবশেষে এক বন্ধুর পরামর্শে, আমি মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলভীর গ্রন্থগুলি দেখলাম। তখন আমি পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিত হলাম যে, এখন আমি হাদীসের ব্যাখ্যাগুলি সুন্দরভাবে নিঃসঙ্কোচে লিখতে পারি। প্রকৃতপক্ষেই ব্রেলভীগণের ইমাম মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন সাহেবের লেখনী নির্ভূল ও অতি নির্ভরযোগ্য। সেগুলো দেখে বুঝতে পারা যায় যে, এ মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন এক জবরদস্ত আলেমে দ্বীন এবং ফকীহ ছিলেন।" (তথ্যসূত্র ঃ রিসালাহ-ই-দেওবন্দ, জুমাদাল উলা, ১৩৩০ হিজরী, পৃষ্ঠা ২১)

(১৩) সাম্প্রতিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেওবন্দী-তবলীগী স্কলার আবুল হাসান আলী নদভীর অভিমত ঃ দেওবন্দী জামাআতের প্রবাদপ্রতিম বুযুর্গ আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, "ইমাম আহমাদ রেযা চোদ্দ বছর বয়সে বিদ্যার্জন সমাপ্ত করেন। স্বীয় পিতার সঙ্গে তিনি ১২৮৬ হিজরীতে হজ করেন। ১২৯৫ হিজরীতে দ্বিতীয় বার হজ করেন। এই সফরে সৈয়দ আহমাদ যায়নী দাহলান শাফেঈ মক্কী, মক্কা মুকাররামার মুফতী-ই-হানাফী শাইখ আব্দুর রহমান সিরাজ এবং শাইখ হুসাইন ইবনে সালেহ জামালুল লায়লের নিকট থেকে হাদীসের সনদ অর্জন করেন এবং হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রন্থাদি প্রনয়ণ এবং শিক্ষাদানের মহান ব্রত পালন করেন। কয়েকবার হারামাইন শরীফাইন সফর করেন। হেজাযের উলেমায়ে কেরামের সঙ্গে ফিকহ শাস্ত্র এবং ইলমে কালামের মাসআলা সমূহ নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন।

হারামাইন শরীফাইনে অবস্থানকালে তিনি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন এবং স্কলারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন এবং স্কলারবর্গ তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, ফিকহশাস্ত্রের মতনসমূহ ও বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোর উপর সুক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যাপক দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান, দ্রুত লেখন এবং স্বভাবগত মেধা দেখে হতভম্ব হয়ে যান।

অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তন করে 'ইফতা' বা ফতোয়া প্রনয়নের আসন অলঙ্কৃত করেন। নিজ বিরোধীদের খন্ডনে বহু গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তিনি সৈয়দ আলে রসূল হুসাইন মারহারভীর নিকট থেকে বাইআত ও খেলাফত অর্জন করেন। তিনি 'সাজদাহ-ই-তাযীমীকে হারাম বলতেন। এ সম্পর্কে তিনি 'আয্যুবদাতুয যাকিয়্যাহ লি তাহরীমী সাজদাতিত তাহিয়্যাহ' নামক গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। এই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গতা সহকারে তাঁর পূর্ণ জ্ঞান, দলীল গ্রহণ ও উপস্থাপনের ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

তিনি বহু গ্রন্থ পর্যালোচনা করেন। তাঁর জ্ঞান ছিল ব্যাপক এবং তিনি জ্ঞান সমুদ্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অব্যাহত গতিতে চালিত কলমের ধারক। তিনি গ্রন্থ রচনা ও প্রনয়ণে ব্যাপক চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর লেখনী ও পুস্তকাদীর সংখ্যা কোন কোন বাইয়োগ্রাফারের বর্ণনানুসারে, পাঁচশ, ঐ গুলির মধ্যে সর্বাধিক বড় গ্রন্থখানি হল 'ফতোয়া রেযবীয়াহ' যা কয়েকটি বিরাট বিরাট খন্ডে সুবিন্যস্ত। হানাফী-ফিকহ-এর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞানানুসারে এ যুগে তাঁর সমকক্ষ পাওয়া যায় না। তাঁর ফতোয়া সংকলন "আল কিফলুল ফক্বীহিল ফাহিম ফী আহকামি ক্বিরতাসিদ দারাহিম।" এ কথার একটি যথার্থ সাক্ষী। অংকশাস্ত্র, জ্যোতিস্কবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, বর্ষপঞ্জী প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন বহু বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ মনীষী।" (তথ্যসূত্র ঃ নুযহাতুল খাওয়াতির, খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪১) *(ধারাবাহিক)*

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৪র্থ-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(১৪) প্রফেসর খালেদ শাব্বীর আহমদ দেওবন্দীর অভিমত ঃ কাদীয়ানী ফিরকার খন্ডনে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রাযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অবদান স্বীকার করে প্রফেসর খালেদ শাব্বীর আহমদ দেওবন্দী লিখেছেন, "মাওলানা আহমাদ রাযা বেরেলভীর নাম কে না জানে? জ্ঞান, মর্যাদা ও খোদা-ভীরুতায় তিনি এক বিশেষ মর্যাদারই অধিকারী। নিম্নে তাঁর একটি ফতোয়া (আস সু-উল ইক্বাব আলাল মসীহিল কায্যাব) উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি মির্যা সাহেবকে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ও যুক্তির মাধ্যমে 'কাফের' বলে প্রমানিত করেছেন। এই ফতোয়া থেকে যেখানে গভীর জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়, তেমনি, মির্যা গোলাম আহমাদ কাদীয়ানী সম্পর্কে এমন প্রমানও সামনে এসে যায় যে, তারপর কোন বিবেক-সম্পন্ন লোক মির্যা সাহেবের ইসলাম ও তাঁর মুসলিম হওয়ার কল্পনাও করতে পারে না। (তথ্যসূত্র ঃ তারীখ-ই-মুহাসাবাহ-ই-ক্বাদিয়ানিয়াত-প্রফেসর খালিদ শাব্বীর আহমেদ, পৃষ্ঠা নং ৪৫৫, লাহোর থেকে মুদ্রিত, সন ইং ১৯৮৭)

প্রফেসর খালেদ শাব্বীর আহমেদ দেওবন্দী আরও লিখেছেন যে,

"নিম্নলিখিত ফতোয়া ও তাঁর (ইমাম আহমাদ রাযা) জ্ঞানগত ক্ষমতা, ফিকাহ শাস্ত্রে দক্ষতা ও ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টির এক ঐতিহাসিক কীর্তি। তাতে তিনি মির্যা গোলাম আহমেদের কুফরকে তার নিজের দাবীগুলির ভিত্তিতে অতীব গ্রহনযোগ্য প্রমান সহকারে নির্ণয় করেছেন। ঐ ফতোয়া মুসলিমগণের এমনই জ্ঞানগত ও গাবেষনা লব্ধ ভান্ডার যা নিয়ে মুসলমানগণ যতই গৌরব করুক না কেন তা অপ্রতুলই থেকে যাবে।" (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত - পৃষ্ঠা নং ৪৬০)

(১৫) প্রফেসর খালেদ শাব্বীর আহমদ দেওবন্দীর আরও স্বীকারোক্তি ঃ প্রফেসার খালেদ দেওবন্দী লিখেছেন–

"মৌলানা (ইমাম আলমাদ রাযা) অন্ততঃ পঞ্চাশটি বিষয়ে গ্রন্থ এবং পুস্তক-পুস্তিকা প্রনয়ন করেন। সেগুলো তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতার প্রতিচ্ছবি। শিক্ষাঙ্গনে ও অগণিত শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁদের মধ্যে এমন কিছু বিদ্বানও ছিলেন যাঁরা জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত - পৃষ্ঠা নং ৪৫৬)

প্রফেসর খালেদ দেওবন্দী আরও লিখেছেন–

"কাব্য রচনায়ও তিনি দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে নাত রচনায় ও আবৃত্তিতে তিনি প্রথম সারির নাত রচয়িতা ও আবৃত্তিকারী শায়েরদের মধ্যে পরিগনিত। তাঁর কবিতায় তিনি লিখেছেন, "কুরআন থেকেই আমি নাত রচনা শিখেছি।" এমনিতে তিনি সকল ধরণের কাব্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। কিন্তু যে মাধুর্য তাঁর নাতে রয়েছে তা অন্য ধরণের কাব্যে অনুপস্থিত। বরং বাস্তবতা হচ্ছে যে, তাঁর সাধারণ কাব্যে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে নাতের ঝলক পরিলক্ষিত হয়। (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪৫৭)

প্রফেসর খালেদ দেওবন্দী আরও লিখেছেন, "দেশের রাজনীতিতে ও তিনি (ইমাম আহমাদ রাযা) এবং তাঁর সম আকীদার সম্মানিত আলেমগণ বিশেষ ও উত্তম পন্থায় অংশ গ্রহন করেন। ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলনের পর যখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল তখন মৌলানা আহমদ রাযা খান তার বিরোধিতা করেন। কেননা, তাঁর মতে, কাফির ও মুশরিকদের সঙ্গে মিলেমিশে এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করার ফলশ্রুতি অতি বিপজ্জনক হওয়ার আশঙ্কা ছিল। (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪৫৮)

প্রফেসর খালেদ দেওবন্দী আরও লিখেছেন, 'মৌলভী আহমাদ রাযা খান সাহেবের লেখনী পরিধি ছিল খুবই প্রশস্ত। তাঁর লিখিত গ্রন্থ-পুস্তকের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক ছিল।" (তথ্যসূত্র ঃ পূবোক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪৬০)

(১৬) মৌলানা এজাজ আলী দেওবন্দীর অভিমত ঃ মাওলানা এ'জাজ আলী দেওবান্দী বলেন– "আমরা হলাম দেওবন্দী, বেরেলভী জ্ঞান এবং আকাঈদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও, এই অধম একথা মেনে নিতে বাধ্য যে, যদি এসময়ে কোন সুদক্ষ আলেমে দ্বীন থাকেন, তবে তিনি হলেন আহমাদ রাযা খাঁন বেরেলবী। কারণ যাঁকে আজ পর্যন্ত আমরা 'কাফির', 'মুশরিক', বিদয়াতী বলে বেড়াচ্ছি, সেই মাওলানা আহমাদ রাযা খাঁনকে আমি গভীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, উন্নত-মানসিকতার অধিকারী এবং অদম্য সাহসী আলেমে দ্বীন তথা চিন্তাবিদ হিসেবে পেয়েছি। তাঁর উপস্থাপিত দলীলাদী কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী নয়, বরং পরস্পর গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, যদি আপনারা জটিল মাসআলা সংক্রান্ত কোন সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে বেরেলী গিয়ে মাওলানা আহমাদ রাযা খান সাহেবের নিকট সমাধান প্রার্থী হোন।" (তথ্যসূত্র ঃ রিসালাহ-ই-আন-নূর-খানাভুন-শাওয়াল, ১৩৪২ হিজরী সন, পৃষ্ঠা নং ৪০)

(ধারাবাহিক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৫ম-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(১৭) মুফতী মুহাম্মাদ কেফায়াত উল্লাহ দেওবন্দীর অভিমত ঃ "এতে আপত্তি করার কিছুই নেই যে, মৌলানা আহমাদ রেযা খাঁনের জ্ঞান খুব প্রশস্ত ছিল"। (সাপ্তাহিক হুজুম, নয়াদিল্লী, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ৬)

(১৮) শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী আলেম মৌলানা মুহাম্মাদ ইদ্রীস কান্ধালভীর স্বীকারোক্তি ঃ "মৌলানা আহমাদ রেযা খাঁনের মাগফিরাত তো ঐসব ফতোয়ার কারণেই হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, "আহমাদ রেযা খাঁন! তোমার মধ্যে আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এত অধিক মোহাব্বত ছিল যে, এত বড় বড় আলেমগণকেও তুমি ক্ষমা করো নি? তুমি মনে করেছো যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মানহানী করেছে। সুতরাং তুমি তাদের প্রতিও কুফরের ফতোয়া আরোপ করেছো। যাও! এই এক আমলের উপর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।" (তথ্যসূত্র ঃ কাওসার নিয়াযী ঃ "ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলবী কুদ্দিসা সিররুহু এক হামাহ জিহাত শাখসিয়াত, পৃষ্ঠা ১৮, করাচীতে মুদ্রিত, ১৯৯১)

(১৯) প্রথিতযশা দেওবন্দী আলেম মৌলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর স্বীকারোক্তি ঃ "মৌলানা আহমাদ রেযা খাঁনকে এই মর্মে অপবাদ দিয়ে মন্দ বলা গর্হিত কাজ যে, 'তিনি কাফের ফতোয়া দেন।' কারণ, তিনি খুব উচ্চ পর্যায়ের আলেমে দ্বীন এবং গবেষক ছিলেন। মৌলানা আহমাদ রেযা খাঁনের ইন্তেকাল ইসলামী বিশ্বের জন্য এমন একটি বেদনাদায়ক ঘটনা যা উপেক্ষা করা যায় না।" (তথ্যসূত্র ঃ রিসালাহ-ই-হাদী, দেওবন্দ- ২০ শে যিলহজ্জ ১৩২৯ হিজরী, পৃষ্ঠা ২০)

(২০) তাবলীগী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াসের স্বীকারোক্তি ঃ "মুহাম্মাদ আরিফ যিয়াঈ করাচীর একজন দেওবন্দী আলেম সম্পর্কে লিখেছেন যে, ঐ দেওবন্দী আলেম বলেন, মৌলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস বলেছিলেন,

"যদি কেউ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ভালোবাসা শিখতে চায় তাহলে সে যেন মৌলানা বেরেলবীর নিকটেই শিখে।"

(তথ্যসূত্র ঃ ফাজেলে বেরলভী আওর তারকে মুওয়ালাত, প্রোফেসার মাসউদ আহমেদ, পৃষ্ঠা ১০০, লাহোর থেকে মুদ্রিত, ১৯৭২)

(২১) প্রখ্যাত দেওবন্দী মুনাজির মৌলানা মুরতাজা হাসান দারভাঙ্গীর স্বীকারোক্তি ঃ "যদি খাঁন সাহেবের (আলা হাযরাত) এর মতে কোন কোন দেওবন্দী আলেম প্রকৃতপক্ষে তেমনই হন, যেরূপ তিনি মনে করেন, তবে খাঁন সাহেবের উপর দেওবন্দী আলেমগণকে কাফের বলা ফরয ছিল। যদি তিনি তাদেরকে কাফির না বলতেন, তবে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যেতেন।

উদাহরণস্বরূপ, উলেমায়ে ইসলাম যখন মির্যা গুলাম আহমাদ কাদীয়ানীর কুফরী আকাঈদ জেনে গেলেন এবং তা যখন নিশ্চিতভাবে প্রমানিত হয়ে গেল, তখন মির্যা সাহেব এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ বলা উলেমায়ে ইসলামের জন্য ফরয হয়ে গেল। যদি তাঁরা মির্যা এবং তার অনুসারীগণকে কাফির না বলতেন, হোক না তারা লাহোরী বা ক্বাদীয়ানী, তবে তারা নিজেরাই কাফির হয়ে যাবেন। কেননা, যে কাফেরকে কাফের বলে না সে নিজেও কাফির।" (তথ্যসূত্র ঃ আশাদ্দুল আযাব আলা মুসায়লামাতিল কায়যার, মৌলানা মুরতাযা হাসান দারভাঙ্গী, পৃষ্ঠা ১৩)

(২২) ডাঃ সালেহ আব্দুল হাকীম শরফুদ্দিন দেওবন্দীর অভিমত ঃ ডাঃ সালেহ আলা হাযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কানযুল ঈমান সম্পর্কে লিখেছেন যে, "বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লিখিত প্রসিদ্ধ অনুবাদগুলির মধ্যে মৌলানা আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলবীর অনুবাদও রয়েছে।" (তথ্যসূত্র ঃ ক্বোরআন হাকীম কে উর্দু তারাজুম, ডাঃ সালেহ আব্দুল হাকীম শারফুদ্দিন, করাচী থেকে মুদ্রিত, সন ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩১৫)

ডাঃ সালেহ আরও লিখেছেন, "মৌলানা উন্নত ধীশক্তি ও জ্ঞান তার অনুবাদ থেকে সুস্পষ্ট।" (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৮)

ডাঃ সালেহ দেওবন্দী আরও লিখেছেন, "মৌলানা আহমাদ রেযা খাঁনের অনুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে তার সমকালীন অনুবাদকদের অনুবাদগুলোর চেয়ে বহু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।" (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৯)

(ধারাবাহিক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৬ষ্ঠ-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(২৩) ডাঃ সালেহ আব্দুল হাকীম শরফুদ্দিন দেওবন্দী আরও লিখেছেন, "আশ্চর্যের বিষয় হল, এ অনুবাদটা হচ্ছে শব্দগত আবার পরিভাষা ভিত্তিকও। এভাবে শাব্দিক ও পরিভাষিক উভয় দিকের সুন্দরতম মিশ্রণ তার অনুবাদের খুবই বড় বৈশিষ্ট্য। অতঃপর অনুবাদ করতে গিয়ে বিশেষ করে নিজের উপর একথাও অপরিহার্য করে নিয়েছেন যে, অনুবাদ অভিধানের অনুরূপ হবে। শব্দগুলোর বহুবিধ অর্থ থেকে এমন অর্থ নির্বাচিত হবে, যেগুলো আয়াতের পূর্বাপর বচনগুলোর সঙ্গেও সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলভী অত্যন্ত মেধাবী, সৎকর্ম-পরায়ণ এবং জ্ঞান-সমুদ্র ছিলেন। সমগ্র ভারতে তার সমতুল্য আলেম ও মুফাস্সির খুব কমই গত হয়েছে।" (তথ্যসূত্র ঃ আসাদ্দুল আবাব আলা মুসায়লামাতিল কাযযার- মাওলামা মুরতাযা হাসান দারভাঙ্গী-পৃষ্ঠা ৩২৩)

ডঃ সালেহ দেওবন্দী আরও লিখেছেন যে, "মাওলানা আহমাদ রেযা ছিলেন বহু গ্রন্থ-পুস্তকের প্রণেতা।" (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত-পৃষ্ঠা ৪৩০)

ডঃ সালেহ দেওবন্দী আরও লিখেছেন যে, "একজন সুদক্ষ গদ্য রচনাকারী ছাড়াও মাওলানা উচ্চরুচি সম্পন্ন কবিও ছিলেন। উর্দু ভাষার ইতিহাস গ্রন্থগুলি এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ না করে তাঁর উপর ভীষণ অত্যাচার করেছে। তাঁর সুপ্রশস্ত উদ্যান নাত রচনা ও আবৃত্তি। বাস্তবিকই তাঁর নাতগুলো পাঠ করলে অপূর্ব স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়।"
(তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত-পৃষ্ঠা- ৪৩১-৪৩২)

ডাঃ সালেহ দেওবন্দী আরও লিখেছেন, "মূলকথা হল এই যে, মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। দ্বীনী, উদ্ধৃতিগত, যুক্তি, দর্শণ ও তর্ক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ফক্বীহ হিসেবে তার স্থান ছিল বহু উর্দ্ধে। (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩৫)

(২৪) ডাঃ হাফেজ বাবর খাঁন দেওবন্দীর অভিমত ঃ মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ১৮৫৬ সালের ১৪ই জুন জন্মগ্রহন করেন। তিনি আহলে সুন্নাত অ-জামাআতের তদানীন্তন প্রতিভাধর আলেমদের অন্যতম ছিলেন। আল্লামা ইকবালও তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ফিকহশাস্ত্রে দক্ষতার কথা স্বীকার করতেন। আল্লামা ইকবাল তাঁর সম্পর্কে আরো বলেছিলেন, "যদি মাওলানা বেরেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর স্বভাবে কঠোরতা ও আপোষহীনতা না থাকতো তবে তিনি আপন যুগের ইমাম আবু হানিফা হতেন।"

ডাঃ হাফেজ বাবর খাঁন দেওবন্দী আরও লিখেছেন যে, মৌলভী আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলভী (আলাইহির রাহমা) "অসহযোগ আন্দোলনের ফতোয়ায় দস্তখত করতে অস্বীকার করেছিলেন। মাওলানা শওকাত আলী ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী আহমাদ রাযা (আলাইহির রাহমা) এর নিকট ঐ ফতোয়ায় দস্তখত লাভের জন্য গিয়েছিলেন। তখন আহমাদ রেযা খাঁন (আলাইহির রাহমা) বললেন, "আমাদের রাজনীতি ভিন্ন ধরণের। তা হচ্ছে এই– আপনারা হলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষপাতি ও সমর্থক। আর আমি হলাম এরই বিরোধী। আমি স্বাধীনতার বিরোধী নই। (তথ্যসূত্র ঃ বাবর-ই-সগীর-ই-পাক ও হিন্দ কী সিয়াসাত মে ওলামা কা কিরদার- ডাঃ এইচ.বি.খাঁন-পৃষ্ঠা ১৫২)

(২৫) হামদার্দ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ দেহলবী দেওবন্দীর অভিমত ঃ হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ বলেন, "মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁনের মর্যাদা বহু উর্দ্ধে। তাঁর জ্ঞানগত, ধর্মীয় ও জাতীয় অবদানগুলোর পরিধি খুবই প্রশস্ত। তার লেখনীগুলো আমাদের জন্য অতি মূল্যবান উত্তরাধিকারের মর্যাদা রাখে।" (তথ্যসূত্র ঃ মুজাল্লাহ-ই-ইমাম আহমাদ রেযা কনফারেন্স-করাচীতে মুদ্রিত- ১৯৮৮ খ্রীঃ - পৃষ্ঠা ১৫)

হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ আরও বলেন, "ইসলামী চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে ব্যাপকতা দান এবং নিয়ন্ত্রনহীন জীবনকে দ্বীনের সান্নিধ্যে আনার ক্ষেত্রে তিনি যে ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করেছেন, তা কখনো ভূলে যাবার নয়। তাঁর নিষ্ঠা ও আবেগ কর্মক্ষেত্রে শিক্ষানীয়। তাঁর লেখনী সমূহের জ্ঞানগত গভীরতা পূর্ববর্তীগণের জ্ঞান-সমুদ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (তথ্যসূত্র পূবোক্ত-পষ্ঠা ১৪)

হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ আরও বলেন, "মাওলানার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও স্বতন্ত্র অবদান হচ্ছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইশককে একটি অদম্য শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে মুসলিমদের হৃদয়কে তার দ্বারা আবাদ করে দিয়েছেন। (তথ্যসূত্র ঃ পূর্বোক্ত-পৃষ্ঠা ৬৪)

হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ আরও বলেন, "মাওলানা শারীয়া ও তরীকতের রহস্যাদি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। একদিকে তার ফতোয়াসমূহ আরব ও আরবের বাইরের রাষ্ট্রগুলিতে জ্ঞানগত ও ধর্মীয় সুক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং অন্যদিকে ইশকে রসূল তাঁর নাতিয়া শায়েরীকে উচ্চ মানের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের শীর্ষে পৌছিয়েছিল। (তথ্যসূত্র ঃ খিয়াবানে রাযা দানিশ ওয়ারোঁ কি নাজার মে-পৃষ্ঠা ৯৪)

হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ আরও বলেন, আমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, জ্ঞানের ব্যপকতা ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী আলেমগণের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। আমার অন্তরে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রেরণা রয়েছে।" (তথ্যসূত্র ঃ ইমাম আহমাদ রেযা দানিশ ওয়ারোঁ কি নাজার মে- খাজা ইজাজ আশরাফ আনজুম নিযামী- পৃষ্ঠা ৪৩) *(ধারাবাহিক)*

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৭ম-কিস্তী

(২৬) পাকিস্থানের 'চটান' পত্রিকার সম্পাদক শুরেশ কাশমীরী দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ খতমে নবুয়াত আন্দোলনে দেওবন্দী আলেমদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বেরেলভী চিন্তাধারার ওলামা ও মাশাইখগণের অবদান সমূহকে বিস্মৃত হওয়া তীব্র অন্যায়। মীর্যায়ী ফিৎনার বিরুদ্ধে আলা হাযরাত মাওলানা আহমাদ রাযা খাঁন বেরেলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অবদানকে বিস্মৃত হওয়ার ইতিহাসকে উপেক্ষা করার নামান্তর মাত্র; বরং তাঁদের অবদানকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

(তথ্যসূত্র ঃ দেওবন্দী আলেমগণ ও যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আল্লামা সৈয়দ সাবের হোসাইন শাহ বুখারী, পৃষ্ঠা ৪৬)

(২৭) লাহোর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ আব্দুল মযীদ সিদ্দিকীর স্বীকারোক্তি ঃ জনাব আব্দুল মযীদ সিদ্দিকী একটি গ্রন্থে প্রায় ১১৪ জন এমন ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করেছেন যাঁরা জাগ্রতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-এর সাক্ষাত লাভ করে ধন্য হয়েছেন। ৪৫ নম্বরে তিনি আলা হাযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করেছেন– "আলা হাযরাত মাওলানা আহমাদ রাযা খাঁন যখন দ্বিতীয় বার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মাদীনা উপস্থিত হলেন, তখন দিদার লাভের একান্ত আগ্রহে 'মুয়াজাহ শরীফ' এ দরূদ শরীফ পড়তে রইলেন। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে রসূলপাক তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন এবং সামনা সামনি সাক্ষাতের মর্যাদা দান করে ধন্য করবেন। কিন্তু প্রথম রাত্রে তা অর্জিত হয়নি। অতঃপর তিনি একটি নাত আবৃত্তি করলেন, যার প্রারম্ভ এভাবে, "ওহ সুয়ে ....." এ নাত শরীফ আরজ করে অতি আদব সহকারে প্রতীক্ষা করছিলেন। তখনই তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হলো। আপন আকা ও মাওলা সাইয়াদে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জাগ্রতাবস্থায় আপন কপালের চোখে দেখলেন এবং পবিত্র সাক্ষাতের বিশেষ মহামূল্যবান সম্পদ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হলেন।"

(তথ্যসূত্র ঃ হায়াত-ই-আলা হাযরাত, পৃষ্ঠা ৪৪ এবং যিয়ারতে নবী মুহাম্মাদ আব্দুল মযীদ সিদ্দিকী)

জনাব আব্দুল মযীদ সিদ্দিকী আরও লিখেছেন, "আলা হাযরাতের খান্দান মূলতঃ আল্লাহর ওলীর ঐতিহ্যবাদী খান্দান ছিল। কেবল চোদ্দ বছর বয়সে তিনি দ্বীনী ও দর্শন শিক্ষা সমাপ্ত করে চূড়ান্ত সনদ অর্জন করেন। ৫০টি বিষয়ের উপর তিনি বই-পুস্তক প্রনয়ণ করেন।"

(তথ্যসূত্র ঃ যিয়ারতে নবী, মুহাম্মাদ আব্দুল মযীদ সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৮১)

(২৮) তাজ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব এনায়েত উল্লাহ লিখেছেন ঃ "আলা হাযরাত মাওলানা শাহ আহমাদ রাযা খান বেরেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পাক-ভারতের মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় দল অর্থাৎ আহলে সুন্নাত অজামাআতের মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ পেশোয়া হিসেবে মান্য করা হয়। ঐ অনুসারে তাঁর অনুবাদ (আল কুরআনের) সুন্নী মুসলিমদের নিকট ভীষণ জনপ্রিয়। তাজ কোং এ অনুবাদগ্রন্থ বিভিন্ন সাইজে বিভিন্ন ধরণের কাগজে প্রকাশ করেছে।"

(তথ্যসূত্র ঃ তাজ মাতবুআত, ইনায়াতুল্লাহ, করাচীতে মুদ্রীত, ইং ১৯৭৭ সন, পৃষ্ঠা ৫১)

(২৯) ক্বারী আয্হার নাদীম দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ ক্বারী আয্হার নাদীম দেওবন্দী স্বীয় গ্রন্থে (শিয়ারা কি মুসলমান?) আলা হাযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর লেখনী সমূহ রেফারেন্স হিসেবে একাধিক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। এক স্থানে লিখেছেন– "ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হাযরাত শাহ আহমাদ রাযা খাঁন বেরেলভীর ফতোয়া।..... মুসলমানদের উপর এ ফতোয়াটা মনোযোগ সহকারে শ্রবন করা ফরজ।

(তথ্যসূত্র ঃ কেয়া শিয়া মুসলমান হ্যায়?– ক্বারী আযহার নাদীম, পৃষ্ঠা ২৮৮)

এছাড়াও ক্বারী আযহার নাদীম দেওবন্দীর 'বাশারাতুদ দারাঈন বিস সবরি আলা শাহাদাতিল হোসাঈন' এর পৃষ্ঠা নম্বর ১৩, ১৪, ৫৮, ৯৩, ৯৪, ১০১-১০৪, ১৫৪, ১৭০, ১৭৫-১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৭, ২০২-২০৪, ২০৬, ২৫৫, ২৮২, ৪০৯, ৪১৩-৪১৬, ৪১৮, ৪২১, ৪২২, ৪২৬-৪২৮ ইত্যাদিতে ও তাঁর উল্লেখ আছে।

(তথ্যসূত্র ঃ দেওবন্দী আলেমগণ ও যাঁর প্রশংসায় পক্ষমুখ, পৃষ্ঠা ৪৪)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৮ম-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(৩০) প্রবাদপ্রতীম দেওবন্দী বুযুর্গ মৌলানা হুসাইন আহমেদ মাদনীর খালিফা মাওলানা কাজী মাযহার হোসাঈনের অভিমত ঃ কাজী মাযহার হোসাঈন দেওবন্দী শিয়া ফির্কার খন্ডনে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবিস্মরণীয় অবদান স্বীকার করে লিখেছেন– "বেরেলভী চিন্তাধারার ঈমাম জনাব মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব মারহুম রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষস্থানীয় দেওবন্দী আলেমগণের চেয়েও কঠোর ফতোয়া প্রদান করেছেন। তাঁর একটি পুস্তিকা (রদ্দুর রাফাযাহ' যার প্রারম্ভেই "আবেদনের জবাবে তিনি লিখেছেন 'রাফেযী তাবারবাঈ, যারা হাযরাত শায়খাঈন- সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে, এমনকি তাদের একজনের শানেও বেআদবী করে, যদিও শুধু একটুকু যে, তাঁদেরকে সত্য খালীফা বলে মানে না,' বিশ্বস্ত গ্রন্থাদি, ফিকাহ হানাফীর সুস্পষ্ট বর্ণনাদি এবং সাধারণ আয়েম্মাহ-ই-তারজীহ ও ফতোয়ার বিশুদ্ধ বর্ণনাদীর আলোকে, নিঃশর্তভাবে কাফির।" (তথ্যসূত্র ঃ মাহনামাহ-ই-হক চার ইয়ার, লাহোর, জুন-জুলাই, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৫০)

মাওলানা কাযী মাজহার হোসাঈন দেওবন্দী আরও লিখেছেন, "মাওলানা আহমেদ রেযা সাহেব মারহুমও হিন্দুস্থানে রাফেযী ফিৎনার পথরোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। রাফেযীদের আপত্তিসমূহের প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরামের দিক থেকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কার্পন্যই করেন নি। 'মাতাম' শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা বেরেলভীর ফতোয়া উদ্ধৃত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অস্বীকারকারীদের খন্ডনে 'রদ্দুর রাফাযাহ', 'রদ্দে তাযিয়াদারী' এবং 'আল আদিল্লাতুত তাইতাহ ফী আযানীল মুলাইতাহ' ইত্যাদি তাঁর স্মৃতি-স্বারক লেখনী; ওগুলোর মধ্যে সুন্নী-শিয়া বিরোধের দিক থেকে তিনি 'মাযহাবে আহলে সুন্নাতকে পরিপূর্ণ ভাবেই রক্ষা করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ বাশারাতুদ দারাঈন বিস সবরি আলা শাহদাতিল হোসাঈন– লাহোরে মুদ্রিত (১৩৯৫ হিজরী সন, পৃষ্ঠা ৫২৯-৫৩০)

(৩১) দেওবন্দী সংগঠন 'আলামী মাযলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়াত এর পৃষ্ঠপোষক মাওলানা খান মুহাম্মাদ সাহেব কাদীয়ানী মতবাদ খন্ডনে আলা হাজরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অপরীসীম অবদান স্বীকার করে নিয়ে বলেন, "শেষ যমানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খতমে নবীয়তের বিরুদ্ধে হামলা হতে দেখে মাওলানা আহমেদ রেযা খান বেরেলভী গর্জে উঠলেন। ইংরেজদের অত্যাচার এবং বর্বরতার যুগেও মুসলিমগণকে মীর্যায়ী নবুয়তের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য সত্যের পতাকা উড্ডীন করলেন এবং দুঃসাহসিকতার প্রদীপ জ্বালিয়ে নিম্নলিখিত ফতোয়া প্রকাশ করে দিলেন, যাঁর প্রতিটি কর্মই কাদীয়ানী মতবাদের সোমনাথের উপর সুলতান মাহমুদের অস্ত্রের কঠোর আঘাত প্রমাণিত হলো। কাদীয়ানীদের কুফরী আকাইদের ভিত্তিতে আলা হাযরাত আহমাদ রেযা খান বেরেলবী মির্যায়ী এবং মির্যায়ীদের নিকমখোরদের সম্পর্কে ফতোয়া দিলেন যে, ক্বাদীয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ও মুনাফিক।"

(তথ্যসূত্র ঃ ইশকে খাতামিন নবীয়্যীন– আলামী মাজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নবুয়াত কর্তৃক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৫)

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

☐ বর্তমান পরিস্থিতি। ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক। ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
☐ নারী সম্পর্কীয়। - *সম্পাদক।*

নূর দপ্তরের কিছু নিয়মাবলী

❖ কেবল মাসআলা-মসায়েল বিষয়ক প্রশ্নপত্রই 'নূর' দপ্তরে গ্রহনযোগ্য। ❖ একটি প্রশ্নপত্রে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই গ্রহণযোগ্য। ❖ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাগুলি যুগোপযোগী হওয়া চাই। ❖ যেকোন রচনা সর্বাধিক ৬০০ শব্দের মধ্যে হওয়া জরুরী। ❖ মনোনীত রচনা ও কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। অমনোনীত রচনা ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। ❖ আমাদের দপ্তরে বেশী সংখ্যায় প্রশ্নপত্র জমা হয়ে যাওয়ায় আপনার প্রশ্নের উত্তর আসতে বিলম্ব হতে পারে। কারণ আমরা ক্রমান্বয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকি। ❖ কবিতা ও প্রবন্ধ সপ্রমাণ হওয়া প্রয়োজন। ❖ আপনার প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রয়োজন বোধে সংশোধন ও পরিবর্তন করার অধিকার দপ্তরের থাকবে। - *সম্পাদক।*

পত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা

নূর দফতর

গ্রাম- নয়াবস্তি, ডাকঘর-উঃ দারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক,
জেলা- মালদা, (পঃবঃ) 8145954300 (সম্পাদক) 9733301022 (প্রকাশক)
E-mail:- salauddin786_92@yahoo.com / 92salauddin786@gmail.com

নূর পত্রিকা পড়ুন, আদর্শ জীবন গড়ুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

৯ম-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(৩২) কাযী শামসুদ্দিন দারবেশ দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ স্বনাম ধন্য দেওবন্দী আলেম কাযী শামসুদ্দিন দরবেশ বলেন, "ফতোয়া লিখন শাস্ত্রের একটি সর্বজনমান্য নিয়ম হচ্ছে প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন অনুসারেই হওয়া। যেমন প্রশ্ন হবে, জবাবও ঐ অনুসারে হবে। এ দিকে আলা হাযরাত বেরেলভী কুদ্দিসা সিররুহূ একাধারে তরীকতের শায়খও ছিলেন, শরীয়তানুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী এবং চিকিৎসকও ছিলেন, শরীয়তের শিক্ষাদাতাও ছিলেন, বক্তা এবং খতীবও ছিলেন। অতিমাত্রায় ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাতেন। এমনই মনে হচ্ছে যেন তিনি দেওবন্দী আলেমগণের গ্রন্থগুলি নিজে লেখেন নি, বরং অন্য কেউ লিখে ফতোয়া প্রার্থী হয়েছে এবং আলা হাযরাত আলাইহির রাহমাহ প্রশ্ন অনুসারেই জবাব দিয়েছেন। হয়তো প্রশ্ন ভুল ছিল কিন্তু জবাব একেবারে শরীয়ত অনুযায়ী হয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ গাল গালাহ বার যাল যালাহ– কাযী শামসুদ্দিন দরবেশ, রাওয়ালনিন্ডিতে মুদ্রিত ১৯৮৮ ইং সন, পৃষ্ঠা ৩৪)

(৩৩) পাকিস্তানের প্রাক্তন ধর্মীয় কার্যক্রম মন্ত্রী মাওলানা সৈয়দ ওয়াসী মাযহার নাদভীর স্বীকারোক্তি ঃ "হযরত মাওলানা আহমাদ রেযা কেবল মতবিরোধ মূলক বিষয় সম্পর্কিত লেখক ছিলেন না বা এমন কোন সাধারণ আলেম ছিলেন না, যার কাজই হল কেবল মুনাযিরা করা। বরং এমন কোন ইলম নেই যাতে তিনি দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করেন নি এবং তাতে আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণের যে মর্যাদা ছিল তা প্রদর্শন করেন নি। হযরত ইমাম গায্যালি রাদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখুন! আল্লামা ইবনে জাউজী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখুন! আর তাদের পুস্তকগুলিও যেগুলো তাঁরা লিখেছেন।"

"বর্তমান যুগের বড় বড় প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত ভাবেও তাঁদের লিখিত গ্রন্থাদির তাফসীর ব্যাখা করতে অক্ষম যেগুলো ঐসব বুযুর্গ একাই কোন অর্থিক সহায়তা ব্যাতিতই সম্পাদন করেছেন। তাঁদের অবদানগুলি দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই যে, তাঁরা কিভাবে এসব অবদান রেখেছেন? কিন্তু বর্তমান যুগে হযরত শাহ আহমেদ রেযা খানের সত্ত্বা আমাদের সামনে একটি জ্ঞানগত নমূনা পেশ করেছে যা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, যা কিছু আমাদের বুযুর্গরা করেছেন, নিশ্চয় তা এমন কোন বিষয় নয় যে, তার উপর হতভম্ব হতে হবে বা সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে।"

"১৮৫৬ ইংরেজী সনে আলা হাযরাত আলাইহির রাহমার জন্ম হয়েছে। প্রায় ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এটা এমন এক বয়সকাল যে সাধারণতঃ মানুষ এই সময়কাল অতিবাহিত করে দেয়। কিন্তু যেভাবে তিনি নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং যে পন্থায় তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন, তার অনুমান একথা থেকে রা যায় যে, এক হাজারেরও বেশী তাঁর লেখনী রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও বিভাগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর ব্যপকতা এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমান যে, তিনিই সরকার ই মুকাররাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর আশেক ও গোলাম যার ব্যপকতাকে সমস্ত মানুষের জন্য 'সুন্দর ও উত্তম আদর্শ সাব্যস্ত করা হয়েছে।"

"..... আর জ্ঞানগত উচ্চ মর্যাদা দেখতে চাইলে মাওলানার ফতোয়া গ্রন্থের কেবল প্রথম খন্ডের আরবী ভূমিকাটি দেখে নেওয়া হোক। তখন জ্ঞানী লোকেরা আমার এ কথাকে অতিশয়তা বা অতিরঞ্জন নয়, বরং বাস্তবতার দর্পন বলে মেনে নিতে বাধ্য হবেন এবং বলবেন যে, হ্যাঁ, তিনি তেমনি ছিলেন যেমন আমি বলেছি।' (তথ্যসূত্র ঃ দেওবন্দী আলেমগণ ও যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পৃষ্ঠা ৩৮-৪০)

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

☐ বর্তমান পরিস্থিতি। ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক। ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
☐ নারী সম্পর্কীয়। - *সম্পাদক।*

নূর দপ্তরের কিছু নিয়মাবলী

❖ কেবল মাসআলা-মসায়েল বিষয়ক প্রশ্নপত্রই 'নূর' দপ্তরে গ্রহনযোগ্য। ❖ একটি প্রশ্নপত্রে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই গ্রহণযোগ্য। ❖ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাগুলি যুগোপযোগী হওয়া চাই। ❖ যেকোন রচনা সর্বাধিক ৬০০ শব্দের মধ্যে হওয়া জরুরী। ❖ মনোনীত রচনা ও কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। অমনোনীত রচনা ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। ❖ আমাদের দপ্তরে বেশী সংখ্যায় প্রশ্নপত্র জমা হয়ে যাওয়ায় আপনার প্রশ্নের উত্তর আসতে বিলম্ব হতে পারে। কারণ আমরা ক্রমান্বয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকি। ❖ কবিতা ও প্রবন্ধ সপ্রমাণ হওয়া প্রয়োজন এবং মূল পাণ্ডুলিপি দফতরে জমা দিতে হবে। ❖ আপনার প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রয়োজন বোধে সংশোধন ও পরিবর্তন করার অধিকার দপ্তরের থাকবে। - *সম্পাদক।*

পত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা
নূর দফতর
গ্রাম- নয়াবস্তি, ডাকঘর-উঃ দারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক,
জেলা- মালদা, (পঃবঃ) 8145954300 (সম্পাদক) 9733301022 (প্রকাশক)
E-mail:-salauddin786_92@yahoo.com/92salauddin786@gmail.com
নূর পত্রিকা পড়ুন, আদর্শ জীবন গড়ুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

১০ম-কিস্তী

(৩৪) আল্লামা আরশাদ ভাওয়ালপুরী দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ "হাযের-নাযের" বিষয়ের উপর আহলে সুন্নাত অজামাআতের যশস্বী আলেম শায়খ মুহাম্মাদ ফায়জ আহমেদ ওয়ায়সীর বিস্ময়কর ভাষণ শুনে প্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম আল্লামা আরশাদ ভাওয়ালপুরী অনিচ্ছা সত্বেও বলে উঠেন, "মাওলানা আহমাদ বেরেলভীর জ্ঞানগত অনুসন্ধান ও গবেষণার কথা কেবল আমি নই, বরং আমার বুযূর্গরাও স্বীকার করেছেন। 'হাযের-নাযের' এর গভীরতা পর্যন্ত যেভাবে মাওলানা বেরেলভী মারহুম পৌঁছেছেন তা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। আর মাওলানা ওয়ায়সী ভাষণের পর এখন আমি কি বলতে পারি"?

(তথ্যসূত্র ঃ মাহনামা-ই-ফয়জে আলাম, ভাওয়ালপুর, অগাষ্ট ১৯৯১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১২)

(৩৫) সর্বশ্রেষ্ঠ দেওবন্দী মুনাযির মাওলানা মানজুর নোমানীর স্বীকারোক্তি ঃ শিয়া ফির্কার খন্ডনে আলা হাযরাত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অবদানের কথা স্বীকার করে দেওবন্দী মুনাজির মাওলানা মানজুর নোমানী বলেন,

"ফাজেলে বেরেলভী জনাব মাওলানা আহমেদ রেযা খান সাহেব আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে এক প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত বিস্তারিত ও সপ্রমান ফতোয়া লিখেছিলেন যা ১৩২০ হিজরীতে 'রদ্দুল রাফাযাহ' শীর্ষক ঐতিহাসিক প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ফতোয়া প্রার্থীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি প্রারম্ভে লিখেছেন ঃ ঘটনার অনুসন্ধানলব্ধ ও আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত সিদ্ধান্ত এই যে, রাফেযী তাবারবাঈ (শিয়া সম্প্রদায়) যারা হাযরাত শায়খাঈন (সিদ্দীকে আকবার ও ফারুকে আজাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হোক না যে কোন একজনের শানে বেআদবী করে, যদিও কেবল এটুকু যে, তাঁদেরকে বরহক ঈমাম ও খালিফা মানে না, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি ও হানাফী ফিকহর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং সাধারণতঃ 'আসহাবে তারযীহ ও ফতোয়া' এর বিশুদ্ধ বর্ণানুসারে, নিঃশর্তভঅবে কাফির।" (তথ্যসূত্র ঃ মুত্তাফাক্বাহ ফায়সালা- মাওলানা মানযুর নোমানী, লাহোরে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ১১৮)

মাওলানা মানযুর নোমানী আলা হাযরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর 'রদ্দুর রাফাযাহ', 'ইরফানে শরীআত', 'তাযীয়াদারী', 'বদরুল আনোয়ার', 'ফতোয়া আল হারামাঈন থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতির পর লিখেছেন–

"এছাড়া ও 'আহকামে শারীয়াত' এর নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলো দেখুন ঃ ২৩, ২৫, ৩৫, ৩৭, ৯৪, ১৫৮, ১৬৯, ৪২৯, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৯০, ৫২৭ ও ৫২। অনুরূপ ভাবে ফতোয়া-ই-রেযভীয়ার অবশিষ্ট খন্ডগুলো দেখুন। তখন প্রতীয়মান হবে যে, আলা হাযরাত শিয়া ও রাফেযীদের সম্পর্কে কি কি বিধান বর্ণনা করেছেন।

আমরা সুন্নী মুসলিমগণের সকল আকাঈদ, যেমন কলেমা, আযান, অযূ, নামায, যাকাত, হজ্ব, ক্বোরআন ও হাদীস সবই ঐ শিয়াদের থেকে পৃথক। এসবই সুন্নী বিশ্বের মহান কবি, নাযিমে মিল্লাত, মুফতী-ই-শারীয়াত আলা হাযরাত মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলভী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পবিত্রতর বক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ বিজ্ঞাপন 'যে ব্যক্তি শিয়া কাফির মর্মে সন্দেহ করে সে নিজেও কাফির, আঞ্জুমান সিপাহে সাহাবা, পাকিস্তান।)

(৩৬) মাওলানা গোলাম ইয়াযদানী দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ মাওলানা গোলাম ইয়াযদানী বলেন, হযরত মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন মারহুম ও মাগফুরের ইনতেকালের সংবাদ শ্রবন করে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ইন্নালিল্লাহ পাঠ করলেন এবং বললেন যে, ফাজেলে বেরেলভী আমাদের কোন কোন বুযূর্গ অথবা এ অধম সম্পর্কে যে ফতোয়া দিয়েছেন তা তিনি রসূলে পাকের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ ও আচ্ছাদিত হয়েই দিয়েছেন। ইন্‌শাআল্লাহ তাআলা, আল্লাহর মহান দরবারে তিনি সম্মানিত, দয়াপ্রাপ্ত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন।"

(তথ্যসূত্র মাসলাক-ই-ইতিদাল, হাকীম আনীস আহমাদ সিদ্দীকী, পৃষ্ঠা ৮৭, ১৩৯৯ হিঃ সনে করাচীতে মুদ্রীত)

পত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা

নূর দফতর

গ্রাম- নয়াবস্তি, ডাকঘর- উঃ দারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক,
জেলা- মালদা, (পঃবঃ) 8145954300 (সম্পাদক) 9733301022 (প্রকাশক)
E-mail:- salauddin786_92@yahoo.com / 92salauddin786@gmail.com

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

- ☐ বর্তমান পরিস্থিতি। ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
- ☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
- ☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক। ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
- ☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
- ☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
- ☐ নারী সম্পর্কীয়। - সম্পাদক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে

আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

১১তম-কিস্তি

(৩৭) মুফতী মুহাম্মাদ হাসান দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ মুহাম্মাদ বাহাউল হক কাসেমী লিখেছেন যে, তাঁর শিক্ষক মুফতী মুহাম্মাদ হাসান দেওবন্দী বলেন, হযরত থানবী আমাকে বারংবার বলেছেন যে, "সুযোগ হলে আমি মৌলানা আহমাদ রেযা খান সাহেব বেরেলবীর পিছনে (ইমামতিতে) নামায পড়ে নিতাম।"

(তথ্যসূত্র ঃ উসূউয়া-ই-আকাবীর, মুহাম্মাদ বাহাউল হক কাসেমী, পৃষ্ঠা ১৫, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে মুদ্রিত)

(৩৮) প্রখ্যাত দেওবন্দী মুফতী মুহাম্মাদ শফীর স্বীকারোক্তি ঃ "যখন হযরত মাওনালা আহমাদ রেযা খান সাহেবের ওফাত হল তখন মাওলানা আশরাফ আলি থানবীকে কেউ এসে এর খবর দিলেন মাওলানা থানবী দুআর জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন। তিনি দুআ শেষ করলে মজলিসের একজন বলল, 'তিনি সারা জীবন আপনাকে কাফির বলেছেন আর আপনি তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করছেন? তিনি বললেন একথা হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়ার মতোই যে, 'মাওলানা আহমাদ রেযা খান আমাদের উপর কুফরের ফতোয়া এজন্য আরোপ করেছেন যে, তিনি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম-এর মান হানি করেছি। যদি তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও আমাদের উপর 'কাফির' ফতোয়া আরোপ না করতেন তাহলে তিনি নিজেই কাফির হয়ে যেতেন।'

(তথ্যসূত্র ঃ ইমাম আহমাদ রেযা খান বেরেলবী কুদ্দিসা সিররুহু এক হামাহ জিহাত শাখসিয়াত, কাওসার নিয়াজী, পৃষ্ঠা ১৮-১৯, ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে করাচীতে মুদ্রিত)

(৩৯) দেওবন্দীগণের আমীর-এ-শারীয়াত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর অভিমত ঃ "ভাই, কথা হল, মাওলানা আহমাদ রেযা খান সাহেব কাদেরীর মস্তিষ্কে ইশকে রসূলের সুগন্ধে সুবাসিত ছিল। তিনি এমনই দুঃসাহসিক ব্যক্তি ছিলেন যে, আল্লাহ ও রসূলের শানে বিন্দুমাত্র মানহানিও সহ্য করতে পারতেন না। সুতরাং তিনি যখন আমাদের দেওবন্দী আলেমগণের গ্রন্থাদি দেখলেন তখন তাঁর সমগ্র দৃষ্টি দেওবন্দী আলেমগণের এমন কিছু মন্তব্যের প্রতি পড়লো, যেগুলির মধ্য থেকে তাঁর নাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর মানহানির দুর্গন্ধ আসলো। তখনই তিনি বিশুদ্ধ ইশকে রসূলের ভিত্তিতে আমাদের ঐ দেওবন্দী আলেমবৃন্দকে কাফির বলে ফতোয়া দিলেন। আর নিশ্চয় তিনি তাতে সত্যের পক্ষে আছেন। তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক।"

(তথ্যসূত্র ঃ মাসিক জনাব আরয রহীম ইয়ার খাঁন ঃ গায্যালী-ই-দাওরা সংখ্যা, ১ম খন্ড, ১০ মে সংখ্যা ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৪৫-২৪৬)

(৪০) গোলাম রসূল মেহের এর অভিমত ঃ "সতর্কতা সহকারে নাতকে পূর্ণতার শিখরে পৌছানো বাস্তবিকই আলা হাযরাতের পূর্ণতার পরিচায়ক।"

(তথ্যসূত্র ঃ ইমাম আহমাদ রেযা আজীমুল মারতাবাত জলীলুল ক্বদর শায়ের, হাফেজ মুহাম্মাদ ওমর ফারুক, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৩৯)

(৪১) বেলুচিস্তানের প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম মাওলানা আব্দুল বাক্বীর স্বীকারোক্তি ঃ বিশ্ব বিখ্যাত রিসার্চ স্কলার প্রোফেসর ডাঃ মুহাম্মাদ মাসউদ আহমাদকে লিখা এক পত্রে মৌলানা আব্দুল বাক্বী সাহেব স্বীকার করেছেন যে, "বাস্তবিকই আলা হাযরাত মুফতী সাহেব কেবলা এই উচ্চ পদের অধিকারী। কিন্তু কোন কোন হিংসুক তাঁর প্রকৃত পরিচিতি এবং জ্ঞান সমুদ্রের কথা ভূলে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে কিছু ভূল সন্দেহ প্রচার করছে।; অপরিচিত লোকেরা এগুলো শুনে বন্য শিকারের ন্যায় পলায়ন করে এবং একজন মুজাহিদ আলেম ও যুগের মুজাদ্দিদের শানে বেয়াদবী করতে আরম্ভ করে। অথচ জ্ঞানের দিক দিয়ে তারা এমন বুযুর্গদের কিঞ্চিত পরিমাণও তূল্য নয়।"

(তথ্যসূত্র ঃ ফাযেলে বেরেলবী ওলামা-ই-হেজায কি নাযার মে, প্রফেসার মুহাম্মাদ মাসউদ আহমাদ)

পত্রাদি ও গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা

নূর দফতর

গ্রাম- নয়াবস্তি, ডাকঘর- উঃ দারিয়াপুর, থানা- কালিয়াচক,
জেলা- মালদা, (পঃবঃ) 8145954300 (সম্পাদক) 9733301022 (প্রকাশক)
E-mail:-salauddin786_92@yahoo.com/92salauddin786@gmail.com

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

☐ বর্তমান পরিস্থিতি। ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক। ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
☐ নারী সম্পর্কীয়। - সম্পাদক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস ও দেওবন্দী ওলামাবর্গের দৃষ্টিতে আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

১২তম-কিস্তী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

(৪১-ক) দেওবন্দীগণের আমীর-এ-শারীয়াত মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর অভিমত ঃ "ভাই, কথা হল, মাওলানা আহমাদ রেযা খান সাহেব কাদেরীর মস্তিষ্ক ইশকে রসূলের সুগন্ধে সুবাসিত ছিল। তিনি এমনই দুঃসাহসিক ব্যক্তি ছিলেন যে, আল্লাহ ও রসূলের শানে বিন্দুমাত্র মানহানিও সহ্য করতে পারতেন না। সুতরাং তিনি যখন আমাদের দেওবন্দী আলেমগণের গ্রন্থাদি দেখলেন তখন তাঁর সমগ্র দৃষ্টি দেওবন্দী আলেমগণের এমন কিছু মন্তব্যের প্রতি পড়লো, যেগুলির মধ্য থেকে তাঁর নাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর মানহানির দুর্গন্ধ আসলো। তখনই তিনি বিশুদ্ধ ইশকে রসূলের ভিত্তিতে আমাদের ঐ দেওবন্দী আলেমবৃন্দকে কাফির বলে ফতোয়া দিলেন। আর নিশ্চয় তিনি তাতে সত্যের পক্ষে আছেন। তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার রাহমাত বর্ষিত হোক।"

(তথ্যসূত্র ঃ মাসিক জনাব আরয রহীম ইয়ার খাঁন ঃ গায্যালী-ই-দাওরাঁ সংখ্যা, ১ম খন্ড, ১০ মে সংখ্যা ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৪৫-২৪৬)

(৪২) মৌলানা মাহের দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ "মাওলানা আহমেদ রেযা খাঁন বেরেলভী মরহুম দ্বীনী বিষয়াদী সম্পর্কে জ্ঞানের ধারক ছিলেন। দ্বীনী ইলম ও মর্যাদার সাথে সাথে তিনি আদর্শ কবিও ছিলেন।" (তথ্যসূত্র ঃ মাসিক 'ফারান', করাচী, সেপ্টেম্বার ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৪৪) তিনি আরও লিখেছেন, "মাওলানা আহমাদ রেযা খান বেরেলভী কুরআন পাকের সহজ সরল অনুবাদ করেছেন। তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে অতি সুক্ষ্ম সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। মাওলানা সাহেবের অনুবাদ সবিশেষ উত্তম। অনুবাদে উর্দু ভাষায় সম্মানজনক রুচির পন্থাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (তথ্যসূত্র ঃ মাসিক ফারান, করাচী, মার্চ সংখ্যা, ১৯৭৬)

(৪৩) দেওবন্দীদের প্রধান যুক্তিবাদী শাইখ মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ কাশ্মীরীর স্বীকারোক্তি ঃ "মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ কাশ্মীরী ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বলেন, "তিনি নিজের উদাহরণ নিজেই। তাঁর গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণা আলেম সমাজকে হতভম্ব করে দেয়।" (তথ্যসূত্র ঃ গোলাম সারোয়ার ক্বাদেরী ঃ মুফতী শাল আহমাদ রেযা খাঁন বেরেলভী- পৃষ্ঠা ৮২)

(৪৪) প্রখ্যাত দেওবন্দী স্কলার আব্দুল মাযেদ দরীয়াবাদী ঃ বিশ্ববিখ্যাত ইসলাম প্রচারক শাইখ আব্দুল আলীম সিদ্দীকী (আলা হযরত এর খালিফা)-এর কর্মাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেন, "ন্যায় বিচারের আদালতের রায় হচ্ছে- বেরেলভী জামায়াতের সকল মানুষকে একই রঙে রঞ্জিত মনে করা সীমাতিক্রম ছাড়া কিছুই নয়। মাওলানা আব্দুল আলীম মিরাঠী মরহুম ও মাগফুর ঐ দলেরই একজন হয়ে অতি মূল্যবান তাবলীগী দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।" (তথ্যসূত্র ঃ সাপ্তাহিক সিদ্ক্ব-ই-জদীদ, লক্ষ্ণৌ, ২৫শে এপ্রিল ১৯৫৬)

(৪৫) মুফতী নিযাম উল্লাহ শেহাবী দেওবন্দীর স্বীকারোক্তি ঃ "হযরত মাওলানা আহমাদ রেযা খাঁন মরহুম ঐ যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। ফিকাহর খুঁটিনাটি ও শাখা মাসআলাগুলোতে সুদক্ষ ছিলেন। ডাঃ মাওলানা আব্দুল হক সাহেব 'কামুসুল কুতুব' গ্রন্থে মাওলানার গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেছেন এবং তার উপর নিম্নলিখিত নোট ও লিখেছেন, 'আমি কালামে মযীদের অনুবাদ ও ফতোয়া রেযভীয়া আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করেছি। মাওলানার 'নাতিয়া কালাম' এর উপর ও প্রভাব রয়েছে। আমার বন্ধু ডাঃ সিরাজুল হক পি.এইচ.ডি. তো মাওলানার কবিতার প্রতি আসক্তই। তিনি মাওলানাকে আশেকে রসূল হিসেবে সম্বোধন বা আখ্যায়িত করেন।' (তথ্যসূত্র ঃ মাকালাতে ইয়াউমে রেযা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭০)

(৪৬) মৌলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী তাঁর ফতোয়া রশীদীয়ায় কোন কোন ফতোয়ায় আলা হাযরাত ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিছু কিছু ফতোয়া হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। গাঙ্গুহী সাহেব আরো কিছু ফতোয়ার সত্যায়ন ও করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ ফতোয়া-ই-রশিদিয়াহ, মৌলভী রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী)

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় এই বিভাগের মাঝখানের কলামের ৩৯ নম্বর পয়েন্টের শেষ বাক্যে ভূলবশতঃ উল্লেখিত হয়েছিল- "তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার লানাত বর্ষিত হোক।" এই বাক্যের পরিবর্তে হবে- "তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার রাহমাত বর্ষিত হোক।" অনিচ্ছাকৃত এই ভূলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী।- দফতর।

সহীহ বুখারী পরিক্রমা

ঈমানের নিউক্লিয়াস রসূল প্রেম

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه.

অনুবাদ ঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমরা কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং পৃথিবীর সকল লোক অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।"

তথ্যসূত্র ঃ ১) সহীহ বুখারী - কিতাবুল ঈমান, বাব - হুব্বুর রসূল মিনাল ঈমান, খন্ড নং - ১, পৃষ্ঠা নং-১৪, হাদীস নং - ১৫।

২) সহীহ মুসলিম, খন্ড নং- ১, পৃষ্ঠা নং-৬৭, হাদীস নং- ৪৪।

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমানিত আক্বীদা ও জরুরী ভাষ্য ঃ সহীহ বুখারীর এই হাদীস অনুসারে, (১) ঈমানের নিউক্লিয়াস বা প্রাণশক্তি হল রসূল প্রেম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা হতে হবে নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং পৃথিবীর সকল লোক অপেক্ষা অধিক। তাহলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে এবং পূর্ণ মু'মিন হওয়া যাবে। প্রিয় পাঠক! আমরা কি একটিবার ও ভেবেছি যে, আমরা নিজ নিজ ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, পিতা-মাতা ও প্রিয়জনদের কতটা ভালোবাসি? তাদের সবার তুলনায় আমরা মহানবীকে অধিক ভালোবাসি তো ?????

(২) মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে ভালোবাসার অর্থ হল কেবল তাঁর আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা। এটা ঠিক নয়। 'ভালোবাসা' এবং 'অনুসরণ করা' দুটি স্বতন্ত্র জিনিস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর আদেশ-নিষেধ তো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু তার সত্ত্বাকে বা জাতকে ভালোবাসার তাৎপর্য্য অনন্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর ভালোবাসায় যদি খামতি থাকে তাহলে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতে যদি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খামতি থেকে যায় কিন্তু হৃদয় ইশকে রসূলে টাইটম্বুর থাকে, তাহলে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে 'ভালোবাসার' অর্থ যদি কেবল 'অনুসরণ করাই' হোত তাহলে আলোচ্য হাদীসে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং পৃথিবীর সকল লোককে ভালোবাসার কথা উল্লেখিত কেন? সহীহ মুসলিমের ৪৪ নং হাদীসে 'ধনসম্পদকে' ভালোবাসার কথা উল্লিখিত আছে। ধনসম্পদকে ভালোবাসার অর্থ কি ধনসম্পদের আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা?

সন্তান-সন্ততিকে ভালোবসার অর্থ কি তাদের আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করা? পিতা-মাতাকে ভালোবাসার অর্থ কি ধর্মীয় আকীদা এবং আমলের ক্ষেত্রেও পিতামাতার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করা? স্ত্রীকে এবং সকল প্রিয়জনকে ভালোবাসার অর্থ কি স্ত্রী এবং প্রিয়জনদের আদেশ নিষেধ অনুসরণ করা? ভালোবাসার ইংরেজী হল Love। Love এর Full Form হল Longing Over Violent Excitement অর্থাৎ প্রচন্ড উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে কাউকে কামনা করা। সুতরাং 'ভালোবাসা' এবং 'অনুসরণ করা' উভয়কে সমার্থক মনে করা হাস্যকর।

(৩) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর ভালোবাসার প্রতি এতটাই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে যে, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত অপর হাদীসে (হাদীস নং ১৪) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম (অল্লাযী নাফসী বেয়াদিহ) অর্থাৎ যার হাতে আমার জীবন তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর শপথ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

(৪) কেবল পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং পৃথিবীর সকল লোকজনই নয়, নিজের ধনসম্পদের চেয়েও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে অধিক ভালোবাসতে হবে। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "কোন বান্দাহ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আমাকে নিজ পরিবার, নিজ ধনসম্পদ এবং পৃথিবীর সকল লোকের চেয়ে অধিক ভালোবাসে" (সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, খন্ড নং- ১, পৃষ্ঠা নং- ৬৭, হাদীস নং- ৪৪)।

(৫) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত থেকে গাফেল থাকলেও চলবে! কিছু লোকের মধ্যে একটি প্রবনতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, নিজেকে আশিকে রসূল দাবি করলেই, আশিকে রসূলের খাতায় তার নাম নথিভুক্ত হয়ে গেল। এরূপ চিন্তাধারা অবাঞ্ছিত। কাজী আয়াজ (রাদিয়াল্লাহো আনহু) বলেন, "নবী প্রেমিক হওয়ার আলামত হল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহো আলাহি অসাল্লাম-এর আনুগত্য করা এবং সুন্নাতে নববীর প্রতি আমল করা।" (সূত্র ঃ শিফা শরীফ, খন্ড নং- ২, পৃষ্ঠা নং- ১৯)। একজন প্রকৃত আশিকে রসূল কিভাবে নামায থেকে গাফেল থাকতে পারে? কিভাবে রোযা থেকে গাফেল থাকতে পারে? কিভাবে সুন্নাতে নববীর প্রতি উদাসীন থাকতে পারে? কিভাবে ইসলামী জ্ঞানার্জন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে পারে?

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে প্রকৃত আশিকে রসূল হওয়ার তৌফীক্ব দান করুন। আমিন।

আবেদন ঃ প্রিয় পাঠক! এই মহা মূল্যবান হাদীস শরীফটি অনুগ্রহ করে মুখস্থ করে নিন এবং নিজ পরিবারের সকল সদস্যের নিকট পৌছে দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইয়াযীদ কি সাহাবী ছিল?

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

ইদানিং ইয়াযীদ-সম্পর্কিত একটি তীব্র অপপ্রচার মুসলিম উম্মাহকে ভীষণ বিব্রত করছে। এই অপপ্রচারের কুশীলবগণ বলছেন যে, ইয়াযীদ সাহাবী ছিল। সুধী পাঠক! আসুন নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে এই পর্যালোচনা করি।

ইয়াযীদের জন্ম-সাল ঃ ইয়াযীদ সাহাবী ছিল কি না, এ প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য একটি সহজ তথ্যই যথেষ্ট। ইতিহাসের কুখ্যাততম শাসক ইয়াযীদের জন্ম হয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর ইন্তেকালের প্রায় চোদ্দ বছর পরে (৬৩৩ খ্রীঃ)। ২৬ হিজরীতে, ৬৪৭ খ্রীঃ। (তথ্যসূত্র ঃ yazid-wikipedia) এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনে কাসীর, খন্ড নং ৯, পৃঃ নং- ৭৬, ইবনে কাসির (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) এর ভাষা– مولد يزيد بن معاويه في سنة ست وعشرين

যে ব্যক্তি জন্মগ্রহনই করেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের ইন্তেকালের ১৪ বছর পরে এবং সর্বোপরি, যে ব্যক্তি আদৌ মুসলমানই ছিল কি না যে সম্পর্কেই হাদীস-বিশেষজ্ঞ এবং ইমামগণের তীব্র সংশয় রয়েছে, তাকে সাহাবী বলে অপপ্রচার চালানো কাদের স্বার্থে? কাদের আঙ্গুলী হেলনে? কি উদ্দেশ্যে? মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ, কলহ এবং দলাদলি সৃষ্টি ছাড়া এরূপ কুৎসিত মিথ্যাপ্রচারের আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আগমনের পূর্বে এবং আরবভূমিতে ইংরেজ সাহায্য-পুষ্ট ইবনে সৌদ রাজবংশের ক্ষমতায়নের পূর্বে তো এমন আক্বীদা পোষিত হোত না। কিন্তু অজ্ঞ উগ্রপন্থী খারিজী এরূপ আকীদা প্রচার করার চেষ্টা করত বটে কিন্তু লোকে এগুলোকে স্রেফ আষাঢ়ে গল্পই ভাবত। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হল, এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। এই আষাঢ়ে গল্পটিকেই লোকে সত্য বলে বিশ্বাস করছে এবং দলাদলি সৃষ্টি হচ্ছে।

ইয়াযীদ-প্রেমিকদের প্রতারণা এবং ইবনে তাইমিয়ার স্বীকারোক্তি ঃ ইসলামের চোদ্দশ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে খারিজীগণ ব্যাতীত কোন হাদীস-বিশেষজ্ঞ বা ইমাম ইয়াযীদকে সাহাবী বলে বিশেষিত করেন নি। এমনকি ইয়াযীদ প্রেমিকদের 'শাইখুল ইসলাম' আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইয়াযীদকে সাহাবী দাবীকারীগণকে 'অজ্ঞ' বলে বিশেষিত করেছেন।

কিছু লোক ইয়াযীদকে সাহাবী প্রমাণ করার জন্য একটি ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় নেন। ছলনাটি হল– আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর এক ভাই এর নাম ছিল ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি সাহাবী ছিলেন। সরল প্রাণ মুসলিমগনকে ধোঁকা প্রদানের জন্য খারিজীরা এই ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান এবং ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়াকে গুলিয়ে দেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দুজন সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান হলেন কুখ্যাত ইয়াযীদ (আমীর মুয়াবিয়ার পুত্র) এর কাকা। খারিজীদের এই শয়তান সুলভ প্রতারণাকে কঠোরভাবে খন্ডন করেছেন তাদেরই 'শায়খুল ইসলাম' ইবনে তাইমিয়া সাহেব

ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন ঃ "ইয়াযীদ বিদ আবু সুফিয়ান (আবু সুফিয়ানের পুত্র) ইয়াযীদ ছিলেন সিরিয়া বিজয়কারী উমারাগণের অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী এবং একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি। তিনি নিজের ভাই (আমীর মুয়াবিয়া) এবং পিতা (আবু সুফিয়ান) এর চেয়ে উত্তম মানুষ ছিলেন। তিনি ঐ ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া নন, যাকে আমীর মুয়াবীয়ার পর দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এই ব্যক্তির (ইয়াযীদ বিন মুয়াবীয়া) জন্ম হয় হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত কালে এবং সে কোন ক্রমেই সাহাবী ছিল না। যেহেতু তার নাম তার কাকার নামে রাখা হয়েছিল, তাই মুর্খরা মনে করে যে, ইয়াযীদ সাহাবী ছিল।" (তথ্যসূত্র ঃ মিনহাজুস সুন্নাহ- আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭৯)। ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া হল- হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত যে (ইয়াযীদ) জন্মগ্রহনই করে নি..... সে সাহাবী ছিল না।' (তথ্যসূত্র ঃ মাজমূ ফাতাওয়া শায়খ আল ইসলাম, খন্ড নং ৪, পৃষ্ঠা- ৪৮৪)।

বিনীত আবেদন ঃ সুধী পাঠক! আমরা দেখলাম যে, ইয়াযীদ কোন ক্রমেই সাহাবী ছিল না। আসুন! এই সত্যকে নিজ পরিবারের সামনে, তথা সকলের সামনে তুলে ধরি। যে ভাইগণ ইয়াযীদকে সাহাবী বলে বিশ্বাস করে তাদের সামনে নম্রতা, সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে সত্য ঘটনা উপস্থাপন করুন। ইন্‌শাআল্লাহ তাঁরা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করবেন এবং মেনে নিবেন। তাঁদেরকে চক্ষু-উন্মীলক এই পবিত্র হাদীসখানিও শুনিয়ে দিন ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান এবং হযরত হুসাইনকে সম্বোধন করে বলেছেন–

"তোমরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে, আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব।"

এই হাদীস সামান্য ভাষা পরিবর্তিত হলে হযরত আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ ১) তিরমিযি-সুনান, খন্ড নং ৫, পৃষ্ঠা নং- ৬৯৯ - ৩৮৭০।

(এরপর পনের পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩য় পাতার পর)

ইয়াযীদ কি সাহাবী ছিল?

২) ইবনে মাজাহ-সুনান, খন্ড নং-১. পৃষ্ঠা নং-৫২, হাদীস নং-১৪৫।

৩) হাকীম-মুস্তাদরাক, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬১, হাদীস নং-৪৮১৭।

৪) তিবরানী-মুয়জামুল আওসাত, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮২, হাদীস-৫০১৫।

৫) তিবরানী-মুয়জামুল কাবীর- খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ৪০, হাদীস-২৬২০।

৬) আহমাদ-মুসনাদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৪২।

৭) খাতীব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৭।

৮। যাহাবী - সাইয়ের আলাম আন নাবালা- খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২২।

সহীহ বুখারীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ঃ প্রিয় পাঠক! সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে সে (ক্বিয়ামতের দিন) তার সঙ্গেই থাকবে। এমন হতভাগা মুসলিম কে আছে যে "জান্নাতী যুবকদের সর্দার" ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর পরিবর্তে হত্যাকারী ইয়াযীদের সঙ্গে ক্বিয়ামতের দিন থাকতে পছন্দ করবে? আসুন! হাদীসখানি একবার মনোযোগপূর্বক পাঠ করে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহন করি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি নির্দেশ, যে কিছু লোকজনকে বালোবাসে কিন্তু তাদেরকে সে দেখেনি।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'মানুষ (ক্বিয়ামতের দিন) তার সঙ্গে থাকবে যাকে সে ভালোবাসে।'

(তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৮৩, হাদীস নং-৫৮১৭)

হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কেরাম এর সঙ্গ নসীব কর। আমীন.....।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পবিত্র মীলাদ-উন-নবীর দর্পণে আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সংশোধন

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে.আজাদ

ধরিত্রীতে মহানবীর আগমন ছিল বসন্তের সূচনা। তাঁর আগমনে বিদায় নিল বর্বরতা, অজ্ঞতা ও অমানবিকতা। প্রতিষ্ঠিত হোল সুসভ্য, আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। তাঁর অনুপম চরিত্র মানবজাতির চিরন্তন আদর্শ। তিনি আল কুরআনের প্রতিবিম্ব। আল্লাহর পথের পথিকের জন্য তাঁকে ভালোবাসা, তাজীম করা এবং অনুসরণ করা অপরিহার্য। এর কোন বিকল্প পথ নেই। এখন প্রশ্ন হল আমরা আমাদের জীবনকে মহানবীর নির্দেশ-মাফিক পরিচালনা করছি তো? প্রিয় পাঠক! আসুন, মহা নবীর পবিত্র জন্মদিবসে একবার আত্ম-বিশ্লেষণ করি এবং আত্ম-সংশোধন ও আত্ম-নির্মানের সংকল্প গ্রহন করি।

(১) শিক্ষার্জনের প্রতি মহানবীর গুরুত্ব ও আমাদের উদাসীনতা ঃ মহানবীর নির্দেশ হল, "বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয।" (সূত্র ঃ বাইহাকী)

প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন, আমরা এই নির্দেশ কি যথাযথভাবে মান্য করছি। আমাদের পরিবারের সকল সদদ্যের শিক্ষার্জনের বিষয়ে আমরা আন্তরিক ভাবে যত্নশীল তো? সমীক্ষা বলছে, বর্তমানে মুসলিমদের স্বাক্ষরতার হার মাত্র চল্লিশ শতাংশ এবং আমাদের পঁচিশ শতাংশ ছেলে-মেয়ে স্কুল ড্রপ-আউট। যদি এই অবস্থা চলতেই থাকে, তাহলে বর্তমান সংকট থেকে মুসলিম উম্মাহর পরিত্রাণের কোন আশা নেই। আমরা মহানবীর উম্মত। মহানবীর নির্দেশকে আমরা কোন সহসে অমান্য করছি? আসুন, পবিত্র মীলাদ-উন-নবীতে সংকল্প গ্রহণ করি যে, আমরা আমাদের পরিবারের প্রতিটি শিশুকে সুশিক্ষিত করবই এবং আমরা নিজেরাও জ্ঞানার্জনের সঙ্গে আমৃত্যু সম্পৃক্ত থাকব।

(২) আল কুরআন শিক্ষায় মহানবীর গুরুত্ব ও আমাদের উদাসীনতা ঃ মহা নবীর ঘোষনা হল, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়। (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী)

প্রিয় পাঠক! আসুন, একটুখানি ভাবি! বিশুদ্ধ তাজবীদ ও মাখরাজের সঙ্গে আমরা আল কুরআন পাঠ করতে পারি তো?

(এরপর ৪ পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১ম পাতার পর)

পবিত্র মীলাদ-উন-নবী

আমাদের পরিবারের সকল সদস্য শুদ্ধভাবে আল কুরআন পাঠ করতে পারে তো? নামাযে শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফের সূরা পাঠ না করলে কি আল্লাহ্ পাকের নিকট নামায কবুল হবে? কিয়ামতের দিন কি উত্তর দিব আমরা? কিভাবে মুখ দেখাব আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে? প্রিয় পাঠক! সময় শেষ হয়ে যায় নি। আসুন, পবিত্র মীলাদ-উন-নবীর দিন থেকেই কোন সুদক্ষ ক্বারী সাহেব বা মাওলানা সাহেবের নিকট আল কুরআন শিক্ষা আরম্ভ করে দিই এবং নিজের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের ক্বোরআন শিক্ষার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করি।

(৩) নামাযের প্রতি মহানবীর গুরুত্ব ও আমাদের উদাসীনতা ঃ মহানবীর নির্দেশ হল, "নামায ধর্মের খুঁটি। যে একে ত্যাগ করে, সে খুঁটিকে নষ্ট করে।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন) মহা নবীর আরও নির্দেশ হল, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায পরিত্যাগ করে সে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের জিম্মাহ থেকে মুক্ত।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন) প্রিয় পাঠক! আসুন, এই হাদীস দুটির আলোকে একটুখানি ভেবে দেখি, আমরা নামাযের হেফাজতে সজাগ ও যত্নশীল তো? চারিদিকে ঝাঁ চকচকে সুন্দর সুন্দর বিশালাকার মসজিদ। কিন্তু জামাআতের সময় দেখা যায় যে, এক কাতারও পূর্ণ হচ্ছে না। আসুন! পবিত্র মীলাদ-উন-নবীর দিনটি ফজরের নামায পাঠের সঙ্গে শুরু করি এবং অঙ্গীকার করি যে, আমৃত্যু ইন্‌শাআল্লাহ নামাযের হেফাযত করব।

(৪) বান্দার হকের প্রতি মহানবীর গুরুত্ব ও আমাদের উদাসীনতা ঃ মহা নবীর নির্দেশ হল, "মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহবা থেকে সকল লোক নিরাপদ থাকে।" (সূত্র ঃ নাসাঈ-সুনান, হাদীস নং ৪৯৯৫)।

প্রিয় পাঠক! আসুন, পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নাবীতে অঙ্গীকার গ্রহন করি যে, আমাদের আচরণে আল্লাহ পাকের কোন বান্দাহ যেন আঘাত না পান এবং আমরা যেন পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং সকলের হক সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে পারি। মহানবী বলেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৬৮৫) মহানবী প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে বলেন,

(এরপর ৬ পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪ পাতার পর)

পবিত্র মীলাদ-উন-নবী

"যে ব্যক্তির উৎপীড়ন হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে মুসলিম নয়।" (সূত্র ঃ এহইয়াউল উলুমুদ্দীন)

জরুরী কথা ঃ ঈদে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের সময় আদব ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা জরুরী। মীলাদুন্নাবী সওয়াবের কর্ম। কিন্তু এর পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ নিস্কলঙ্কতার খেয়াল আমরা যদি না রাখি, তাহলে কাঙ্খিত সওয়াব লাভ তো দূরের কথা, মহানবীর দরবারে আমরা ক্ষমাহীন অপরাধে অপরাধি হয়ে যাব। আল্লাহ পাকের নির্দেশ হল, "হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর (নবীর) সঙ্গে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের অজান্তে তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা-হুজুরাত, আয়াত-২)

যেখানে নবীর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা বেআদবী, সেখানে তাঁর পবিত্র মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানে হৈ-হুল্লোড়, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কি আমাদের জন্য সওয়াব নিয়ে আসবে? সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবীর নিকট আমাদের আমল পেশ করা হয়। আমাদের ভাল আমল দেখে তিনি আনন্দিত হন এবং মন্দ আমল দেখে দুঃখিত হন। আমরা যদি তার মীলাদ পাকে বেআদবী এবং গর্হিত কাজ করি, তাহলে কি তিনি খুশি হবেন? আল্লাহ পাক কি আমাদের আমলকে কবুল করবেন? আসুন! মীলাদুন্নাবীর অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করি। পবিত্র মজলিস সমূহে ফেরেশতাগণও অবতরণ করেন। পবিত্র রূহ সমূহও কখনো উপস্থিত হন। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে যে শরীয়তের পরিপন্থী এবং আপত্তিকর কোন আমল যেন সম্পাদিত না হয়। তাহলেই আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব। আস্‌স্বলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহীহ হাদীসের আলোকে মীলাদুন্নাবী

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের জন্ম উপলক্ষে আল্লাহ পাকের সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, নফল ইবাদত করা এবং সীরাত চর্চা করা প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর কর্ম। এ সম্পর্কে ওলামায়ে ইসলাম একমত। মীলাদুন্নাবীকে শির্ক বা বিদআত বলা ফিৎনা এবং উগ্রবাদ। আল কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই বা এমন কোনও হাদীস নেই যেখানে মীলাদুন্নাবী পালনকে শির্ক, বিদআত বা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বরং আল কুরআন এবং হাদীসে মীলাদুন্নাবী স্বপক্ষে একাধিক দলীল বিদ্যমান রয়েছে। মীলাদুন্নাবীর দলীল হিসেবে আমরা নিম্নে কয়েকটি হাদীস পরিবেশন করছি।

হাদীস নং-১ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ স্বয়ং নিজের জন্মদিবসে রোযা রেখেছেন ঃ হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামকে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, এদিন আমি জন্মগ্রহন করেছি এবং এদিন আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল।

তথ্যসূত্র ঃ (১) মুসলিম-সহীহ- খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৮১৯, হাদীস-১১৬২।

(২) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা- খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৬, হানীস-২৭৭৭,

(৩) আহমাদ বিন হাম্বাল-মুসনাদ-খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৬, হাদীস-২২৫৯০।

জরুরী ভাষ্য ঃ এই হাদীস শরীফটি সহীহ। এই হাদীস প্রমান করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বয়ং স্বীয় জন্ম দিবসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং স্বীয় জন্মদিবস উপলক্ষে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ রোযা পালন করেছেন, রোযা একটি ইবাদত। সুতরাং রোযার ন্যায় অন্যান্য যেকোন নফল ইবাদত যেমন কুরআন তেলাঅত, সেমিনার-কনফারেন্স, দারিদ্রদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ, মীলাদ মাহফিল সবই বৈধ।

হাদীস নং-২ ঃ মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য আবু লাহাবের ন্যায় অভিশপ্ত কাফের ও প্রতিদান লাভ করে ঃ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, আবু লাহাব যখন মারা গেল, তখন তার আত্মীয়ের মধ্যে একজন (হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বেশ খারাপ অবস্থায় স্বপ্নে দেখল। তাকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ? আবু লাহাব বলল, আমি কঠিন আযাবের মধ্যে আছি, মোটেও নিস্কৃতি পাই না। তবে হ্যাঁ (আমার সেই আমলটির কারণে) এই আঙ্গুল থেকে পান করানো হয় যার দ্বারা আমি (আমার দাসী) সুয়াইবাকে (রসূলুল্লাহর জন্মের খুশিতে) মুক্ত করে দিয়েছিলাম।

তথ্যসূত্র ঃ (১) বুখারী-সহীহ-খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৬১, হাদীস-৪৮১৩।

(২) আব্দুর রায্যাক-মুসন্নাফ-খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৭৮, হাদীস-১৩৯৫৫।

(৩) ইবনে সায়াদ-তাবাক্বাত-খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৮।

(৪) বাইহাকী-সুনানুল কুবরা-খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস-১৩৭০১।

(৫) বাগাবী, শারাহুস সুন্নাহ, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২৮২।

জরুরী ভাষ্য নং ১ ঃ সহীহ বুখারীর এই হাদীস প্রমান করে যে, পবিত্র মীলাদুন্নাবী (রসূলুল্লাহর জন্ম) উপলক্ষে খুশি-আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ পাক যদি আবু লাহাবকে (যার নিন্দায় কুরআনে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে) মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে খুশি প্রকাশের জন্য প্রতিদান দেন, তাহলে ঐ মুসলিমকে তিনি কতই না উত্তম প্রতিদান দিবেন যে মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে খুশি উদযাপন করে।

জরুরী ভাষ্য নং ২ ঃ কিছু হাদীস অস্বীকারকারী এই সহীহ হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। হাদীস-অস্বীকারীগণ খেয়াল খুশিমত হাদীস অস্বীকার করবেন এতে বিচিত্র কি! কিন্ত কোন সরলপ্রাণ ভাই-বোন যেন এই হাদীস-অস্বীকারকারীদের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন, এজন্য আমি এই হাদীস অস্বীকারকারীদের উদ্ধত ও উগ্র অপপ্রচার সমূহ সম্পর্কে একটু আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ হাদীস অস্বীকার কারীগণ সরলপ্রাণ মুসলিমগণকে এই বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে, মীলাদুন্নাবী উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ করা আবু লাহাবের সুন্নত। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবির অর্থ হল সাহাবী হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং ইমাম বুখারী সহ অগণিত সাহাবা এবং হাদীস বিশেষজ্ঞগণের উপর অপবাদ আরোপ করা। এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলিম উম্মাহর মীলাদুন্নাবী উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশের ভিত্তি আবু লাহাবের বর্ণনা নয়। মীলাদুন্নাবী উপলক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহর আনন্দ প্রকাশের ভিত্তি হল, সাহাবী হযরত আব্বাস (রাদীয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক জাগ্রত অবস্থায় ঐ ঘটনার সার্টিফাইড বর্ণনা এবং প্রত্যায়ন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণ কর্তৃক এই রেওয়ায়েত গ্রহন এবং ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সমেত যশসী মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক এই রেওয়ায়েতের স্বীকৃতি।

দ্বিতীয়তঃ হাদীস-অস্বীকারকারীগণ একথা বলে ও লোকজনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে, এই স্বপ্ন দর্শনের সময় হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম ছিলেন না তাই এই হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়। প্রিয় পাঠক! হাদীস-অস্বীকারকারীরা একথা চেয়ে রাখেন যে, হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এই ঘটনা রেওয়ায়েত করেছেন ইসলাম গ্রহণের পর। সাহাবী অবস্থায়। মদীনা মুনাওয়ারাতে। এবিষয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। এই হাদীস যদি অগ্রহনযোগ্য হোত তাহলে আল কুরআনের মুফাস্সির সাহাবী হযরত আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটি বর্ণনা করতেন না। এই হাদীস যদি অগ্রহনযোগ্য হোত তাহলে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈগণ এর বিরোধিতা করতেন। কিন্তু কোন সাহাবী বা তাবঈ এই রেওয়ায়েতের বিরোধিতা করেননি। সর্বোপরী, এই হাদীসের গ্রহনযোগ্যতার এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি হতে পারে যে, ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একে নিজের সহীহ বুখারীতে রেওয়ায়েত করেছেন? প্রকৃত পক্ষে, হাদীস-অস্বীকারকারীদের যুক্তিগুলি হচ্ছে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাজতন্ত্রের শিখানো বুলি। ইসলামের চোদ্দশ বছরের ইতিহাসে এরূপ অভিযোগ কোন মুহাদ্দিস বা আয়েম্মা উত্থাপন করেননি।

জরুরী ভাষ্য নং ৩ ঃ হাদীস- অস্বীকারকারীগণ ইহাও দাবী করেন যে, কোন ইসলামিক স্কলার এই হাদীসকে মীলাদুন্নাবী পালনের দলীল হিসেবে ব্যবহার করেন নি। আল্লাহ আকবর! মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ধর্ম ব্যবসায়ীরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহন করতেও কুন্ঠিত হচ্ছেনা। আয়েম্মাগণ তো ব্যবহার করেছেনই, এমনকি হাদীস-অস্বীকারকারীদের ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নাজদী ইবনে জাওজীকে উদ্ভুত করে লিখেছেন, "আবু লাহাবের মত কাফেরের যদি এ অবস্থা হয় যার সম্পর্কে আল কুরআনে নিন্দা হয়েছে, তাকে রসূলুল্লাহর জন্মদিবসে খুশি প্রকাশ করার জন্য প্রতি মীলাদ রাত্রিতে প্রতিদান প্রদান করা হয়। তাহলে তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম উম্মতের প্রতিদান কতই না উত্তম হবে যারা হুযূরের জন্মোপলক্ষ্যে খুশি উদযাপন করে।" (তথ্যসূত্র ঃ মুখতাসার সীরাতুর রসূল-আব্দুল্লাহ-পৃষ্ঠা-১৩) এছাড়াও হাফেজ ইবনে নাসিরুদ্দিন দামিশকি (রাদিয়াল্লাহু), শাইখ আব্দুল

(এরপর ৬ পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫ম পাতার পর)

সহীহ হাদীসের আলোকে মীলাদুন্নাবী

হক মুহাদ্দিস দেহলবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখগণ এই হাদীসকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

হাদীস নং ৩ ঃ শুক্রবার খুশির দিন বা ঈদ। কারণ ইহা হযরত আদম এর সৃষ্টি দিবস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের দিবস সমূহের মধ্যে উত্তম দিবস হল শুক্রবার হযরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়। এদিন তাঁর রূহ কবজ করা হয়। এবং এদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।"

তথ্যসূত্র ঃ (১) আবু দাউদ-সুনান- খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫, হাদীস-১০৪৭।

(২) ইবনে মাজাহ-সুনান- খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৫, হাদীস-১০৮৫।

(৩) নাসাঈ-সুনানুল কুবরা- খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১৯, হাদীস-১৬৬৬।

(৪) দারেমী-সুনান-খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৪৫, হাদীস-১৫৭২।

(৫) ইবনে আবী শাইবাহ-মুসান্নাফ-খন্ড-২; পৃষ্ঠা-২৫৩, হাদীস-৮৬৯৭।

জরুরী ভাষ্য ঃ এই হাদীসটি সহীহ। শুক্রবার ঈদের দিন কারণ এটি হযরত আদম আলাইহিস সালামের মীলাদ দিবস। হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর মীলাদ দিবসে যদি খুশি উদযাপন করা যায়, তাহলে সকল নবীদের সর্দার রসূলুল্লাহর মীলাদ-দিবসে খুশি উদযাপন করা শির্ক কিভাবে হয়ে যায়?

হাদীস নং ৪ ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহিস সালাম স্বয়ং হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্মস্থানে নামায পাঠ করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম মেরাজ গমনকালে 'বাইতুল লাহমে' নামায আদায় করেন। হযরত জীব্রাইল বললেন, এটি হল হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্ম স্থান।

তথ্যসূত্র ঃ (১) নাসাঈ-সুনান-খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২২, হাদীস-৪৫০।

(২) তাবারানী - মুয়জামুল কাবীর-খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৮৩, হাদীস ৭১৪২।

(৩) আস্কালানী-ফাতহুলবারী-খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৯।

জরুরী ভাষ্য ঃ এই হাদীসটি প্রমান করে যে, নবীদের জন্মস্থান শ্রদ্ধা ও তাজীমের স্থান। পূর্বের হাদীসে প্রমানিত হয়েছে যে, নবীর মীলাদ দিবস খুশির দিবস। ফলে সকল নবী রসূলের ইমাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর মীলাদ দিবসের গুরুত্ব সন্দেহাতীত ভাবে অনন্য এবং এদিনটি পালন করা সৌভাগ্যবানদেরই আমল।

হাদীস নং ৫ ঃ মাদীনার ইহুদীদেরকে আশুরার রোযা রাখতে দেখে রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম নিজে আশুরার রোযা রাখেন এবং মুসলিমদেরকে আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দান করেন। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-১৪৭, হাদীস-১১৩০)

কিছু ভাই বলেন, মীলাদুন্নাবী উদযাপন হল ইহুদী নাসারাদের অনুকরণ। ইহা খরিজীপনা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাহি অসাল্লাম আশুরার রোযাকে ইহুদীদের অন্ত অনুকরণ বলে বর্জন করেন নি। যখন কেউ আরয করল যে, এতে ইহুদীদের সঙ্গে সদৃশ্য রয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, বেঁচে থাকলে আগামী বছর দুটি রোযা রাখব। (মিশকাত) দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মহানবী আমলটিকে স্বতন্ত্রতা দান করলেন। মীলাদুন্নাবী পালনেও মুসলিমগণ স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখেন। জন্মদিবসে ইহুদী-খৃষ্টানরা রঙ্গীন বিনোদন, রং-তামাসা এবং মাদকতাময় প্রমোদে অবগাহন করে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা নফল ইবাদত করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

উপসংহার ঃ কেবল আহলে সুন্নাত অ-জামাআত নয়, শীর্ষ স্থানীয় আহলে হাদীস ইমামগণও মীলাদুন্নাবী উদযাপনকে প্রশংসনীয় কর্ম বলে স্বীকার করেছেন। শাইখ ইবনে তাইমিয়াহ স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে লিখেছেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম এর জন্মকে শ্রদ্ধা করা, উদযাপন করা এবং একে পবিত্র মারসুম বলে গ্রহন করা যেমনটা কেউ কেউ করেন, উত্তম কর্ম এবং রসূলুল্লাহকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সৎ নিয়তের জন্য তাঁরা উত্তম প্রতিদান পাবেন।" (তথ্যসূত্র ঃ মাজমা ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়াহ- খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১৬৩)

কেউ কেউ বলেন, 'মীলাদুন্নাবী' শব্দটির অস্তিত্বই হাদীস গ্রন্থাবলীতে নেই। জানি না, মিথ্যাচারিতায় কি ধর্মকাজ হয়। ইমাম তিরমিযি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর 'আল জামেউস সহীহ' গ্রন্থখানির 'কিতাবুল মানাকেবের' দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম করণই করেছেন 'মা জায়া ফী মীলাদুন্নাবী।

আসস্বলাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ!

আসুন, তাসবীহ ও দুআ সমূহের অর্থ বুঝে নামায পাঠ করি

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

একাগ্রচিত্তে নামায পাঠ করার জন্য নামাযের তাসবীহ ও দুআ সমূহের অর্থ বুঝা বাঞ্ছনীয়। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, নামাযে অন্যমনস্কতা দূরীকরণের অন্যতম উপায় হল "নামাযের ভিতর যা পাঠ করা হয় নফসকে বলপূর্বক তা বুঝতে দেওয়া এবং অন্য চিন্তা ত্যাগপূর্বক তাতে লেগে থাকা।" (এহইয়া উল উলুমুদ্দিন)

নিচে নামাযের তাসবীহ ও দুআ সমূহের অর্থ প্রদান করা হল–

(১) জায়নামাযের দুআ : ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারস্সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ : নিশ্চয় আমি তারই দিকে মুখ করলাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং বাস্তবিকই আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(২) নামাযের আরবীতে নিআত : নাওইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা (২ রাকআত হলে) রাক্আতাই সালাতিল, (৩ রাকআত হলে) সালাসা রাকআতাই সালাতিল, (৪ রাকআত হলে) আরবায়া রাকয়াতাই সালাতিল, (ওয়াক্তের নাম) ফাজরি/জুহরি/আসরি/মাগরিবি/ঈশাই/জুমুয়াতি (কি নামায তার নাম) ফরজ হলে ফারদুল্লাহি/ ওয়াজিব হলে ওয়াজিবুল্লাহি/ সুন্নাত হলে সুন্নাতু রসূলিল্লাহি/ নফল হলে নাফলি। (সমস্ত নামাযেই) তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল ক্বাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

বাংলা নিআত : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলা মুখী হয়ে ফজরের/জোহরের/আসরের/ মাগরিবের/ঈশার/জুমআর/বিতরের/তারাবী/ তাহাজ্জুদের/ (অথবা যে নামায হয় তার নাম) ২/ ৩/৪ রাকআত (যে কয় রাকআত নামায তার নাম) ফরজ/ওয়াজিব/সুন্নাত/নফল নামায পড়ার নিআত করলাম, আল্লাহু আকবার।

(৩) সানা : নাভীর নীচে হাত বাধার পর এই দুআ পড়তে হয়।

উচ্চারণ : সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহাম্দিকা ওয়াতাবারা কাস্মুকা ওয়াতা আলা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গাইরুক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার মাহাত্ম্য সর্বোচ্চ এবং আপনি ভিন্ন কেহই ইবাদতের যোগ্য নয়।

(৪) তাউয : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

(৫) তাসমিয়া : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম দাতা ও দয়ালু।

(৬) রুকুর তাসবীহ : সুবহানা রব্বিয়াল আযীম।

অর্থ : মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহাত্ম ঘোষণা করছি।

(৭) রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় পড়তে হয় - সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ।

অর্থ : প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনেন।

(৮) তাহমীদ : রুকু থেকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় : রব্বানা লাকাল হামদ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু, সমস্ত প্রশংসা আপনারই।

(৯) সাজদার তাসবীহ : সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ : আমার প্রতিপালক যিনি সর্বশ্রেষ্ট, তারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(১০) তাশাহুদ বা আত্তাহিয়্যাতু : আত্তাহিইয়াতু লিল্লাহি ওয়াসস্বলাওয়াতু ওয়াত্ত্বইয়িবাতু। আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহাননাবিয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিসস্বলিহীন। আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহু।

অর্থ : আমাদের সকল সম্ভাষণ, উপাসনা এবং পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল।

(১১) দরূদ শরীফ : আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়াআলা আলি মুহাম্মাদিন কামা স্বল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অআলাআলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিমুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত বর্ষণ করুন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি এবং তার বংশধরদের প্রতি, যেমন দয়া ও রহমত বর্ষণ করেছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ, বরকত অবতীর্ণ করুন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি এবং তার বংশধরদের প্রতি, যেমন বরকত অবতীর্ণ করেছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

(১২) দুআয়ে মাসূরা : আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁও অলা ইয়াগফিরুযযুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর খুব অত্যাচার করেছি এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেউ আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং হে আল্লাহ! অনুগ্রহ পূর্বক আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি সদয় হোন। নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

(১৩) দুআয়ে কুনূত : বিতরের নামাযে ৩য় রাকআতে সূরা ফাতিহার ও অন্য সূরা পড়ার পর এই দুআ পাঠ করতে হয়।

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা ওয়ানাসতাগফিরুকা, ওয়ানুমিনুবিকা ওয়ানাতা ওয়াক্কালু আলাইকা ওয়ানুসনি আলাইকাল খাইর। ওয়ানাশকুরুকা, ওয়ালানাকফুরুকা, ওয়ানাখ লায়ু ওয়ানাত রুকু মাইয়্যাফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লি ওয়ানাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ, ওয়া নাহফিদু ওয়ানারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য চাই এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র আপনার উপরেই ভরসা করি এবং আপনার গুনাবলীর প্রশংসা করি। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং আমরা আপনাকে অবিশ্বাস করি না। যারা আপনার অবাধ্য, তাদেরকে আমরা দূরে রাখি এবং পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবলমাত্র আপনার জন্য নামায পড়ি এবং সাজদা করি। আমরা আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই এবং আপনার অনুগ্রহ কামনা করি। আপনার শাস্তিকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি কাফেরদের জন্য অবধারিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
NOOR PATRIKA
নূর পত্রিকা
Vol.-2/Issue:4, January - March, 2015

নূরানী সম্পাদকীয়

ইমাম বোখারী কোন মাযহাব অবলম্বী ছিলেন?

সিহা সিত্তার প্রত্যেক ইমাম মুকাল্লিদ ছিলেন। অনেকেই তাঁকে 'মালিকী' বলে মন্তব্য করেছেন। (জাফরুল মুহাস্‌সিলীন ১০৮ পৃঃ) ইমাম আবু দাউদ সম্পর্কে কেহ 'হানিফী আবার কেহ 'শাফয়ী' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। (জাফরুল মোহাস্‌সিলীন ১১৩ পৃঃ) মোহাদ্দিস ইবনো মাজা সম্পর্কে শাহ ওলীউল্লাহ দেহ্‌লবী 'হাম্বালী' বলে মন্তব্য করেছেন এবং আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী 'শাফয়ী' বলেছেন। (জাফরুল পৃঃ ১২৩) অবশ্য ইমাম বোখারী সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা তাকীউদ্দিন সুবকী ও হাফেজ ইবনো হাজার ইমাম বোখারীকে 'শাফয়ী' বলেছেন। (জাফরুল পৃঃ ১০১) অনুরূপ আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাস্তালানীও 'শাফয়ী' বলে মন্তব্য করেছেন। (কাস্তালানী ১ম খঃ ৩১ পৃঃ) আবুল হাসান ইবনুল ইরাকী তাকে 'হাম্বলী' বলেছেন। (নুজহাতুল কারী ১ম খঃ পৃঃ ৭১) কিন্তু আল্লামা শামী ইমাম বোখারীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেছেন। (উকুদুল্লারী ফি মোসনাদি আওয়ালী) যাইহোক, ইমাম বোখারী মুজতাহিদ হবার কারণে যদি কোন ইমামের অনুসরণ না করে থাকেন, তা বর্তমান যুগে কারো জন্য দলীল হতে পারে না।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি মার্জনীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈদে মীলাদুন্নাবী এবং উলামায়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা

মাওলানা মুহাম্মাদ এ. কে. আজাদ

প্রিয় মোহতারাম, আস্সালামো আলাইকুম,

মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্মদিবসে আল্লাহ পাকের সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, সীরাত চর্চা করেন, নফল ইবাদত করেন ও আনন্দ প্রকাশ করেন। কুরআন-হাদীসে বিশেষজ্ঞ মনিষাবর্গের মতে, মীলাদুন্নাবী উদযাপন প্রশংসনীয় ও কল্যানকর কর্ম। শীর্ষস্থানীয় আহলে হাদীস-সালাফী উলেমাগণও এসম্পর্কে একমত। সাহাবাগণের আমলে মীলাদুন্নাবী বর্তমান স্বরূপে উদযাপিত হোত না যেমন সাহাবাগণের আমলে আল কুরআন, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাদীস শাস্ত্র তথা উসুলে হাদীস বর্তমান স্বরূপে ছিল না কিন্তু এগুলি কোনটিই শির্ক, বিদআত বা হারাম নয়। মীলাদুন্নাবীকে ফরজ বা ওয়াজিব বলা যেমন গোঁড়ামি, তেমনি একে শির্ক বা বিদআত বলা ফিৎনা ও উগ্রবাদ। আল কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই বা এমন একটিও হাদীস নেই সেখানে মীলাদুন্নাবী পালনকে শির্ক, বিদআত বা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কুরআনে মীলাদুন্নাবী সম্পর্কে দিক নির্দেশনা ঃ

প্র. নং ১ - আল্লাহ পাক বলেন, "আপনি বলুন, আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। তা তাদের সমস্ত ধন দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। " (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)।

এই আয়াতে দুটি বিষয়কে আনন্দ হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল 'ফাজল' অপরটি 'রহমত'। এমন অভাগা মুসলমান কে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে আল্লাহর রহমত মনে করে না। আল্লামা ইবনে জাওজী 'জাদাল মাসির ফি ইলমুল তাফসীর' (৪৯ খন্ড, পৃঃ ৪০) এবং ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি 'দাররুল মানসুর' (খঃ ৪, পৃঃ ৩৩০) গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে রাহমাত বলতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে বোঝান হয়েছে। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর প্রিয় হাবীবকে কুরআনের একাধিক জায়গায় 'রাহামাত বলে বিশেষিত করেছেন। যেমন, আল্লাহপাক বলেন, "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭) সোজা কথায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) আল্লাহ পাকের 'অনুগ্রহ'। সুতরাং সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াত অনুযায়ী, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর পবিত্র বিলাদতের উপর আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহ পাকেরই নির্দেশ।

প্র. নং ২ - "ঈশা ইবনে মারিয়ম বললেন, হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব (ঈদ) হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে।" (সূরা মা-ইদাহ, আয়াত ১১৪)। এ থেকে প্রতীয়মান হল, যে দিবসে আল্লাহ তাআলার খাস রহমত নাজিল হয়, সেদিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করা, আনন্দ প্রকাশ করা, ইবাদত করা ও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরই অনুসৃত পথ। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর আগমন ঐ খাঞ্চা থেকে অনেক বড় নিয়ামত। সুতরাং তাঁর পবিত্র জন্মদিনও ঈদের মত এবং এই দিনটিতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, খুশী প্রকাশ করা ও ইবাদত করা আল্লাহর মকবুল বান্দাদেরই তরীক্বা।

প্র. নং ৩ - নবী-রসূলগণের জন্মদিনে ও তিরোধান দিবসে তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ পাক বলেন, "তাঁর (ইয়াহিয়া) প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মগ্রহন করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।" (সূরা মারিয়াম, আয়াত ১৫)। এই আয়াত সমূহ থেকে প্রমানিত হয় যে, মীলাদুন্নাবী উদযাপন করা আল কুরআনের নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা মু'মিনদের হৃদয়কে নব সঞ্জীবনা সুধায় প্রাণবন্ত করে।

কিছু ভাই সূরা মা-ইদার ৩ নং আয়াত "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" এর অপব্যাখ্যা করে সরলপ্রাণ মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন যেদিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তারপরে মীলাদুন্নাবী

(এরপর ৪ পাতায়)

নূর দপ্তরের কিছু নিয়মাবলী

❖ কেবল মাসআলা-মসায়েল বিষয়ক প্রশ্নপত্রই 'নূর' দপ্তরে গ্রহনযোগ্য। ❖ একটি প্রশ্নপত্রে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নই গ্রহণযোগ্য। ❖ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনাগুলি যুগোপযোগী হওয়া চাই। ❖ যেকোন রচনা সর্বাধিক ৬০০ শব্দের মধ্যে হওয়া জরুরী। ❖ মনোনীত রচনা ও কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। অমনোনীত রচনা ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। ❖ আমাদের দপ্তরে বেশী সংখ্যায় প্রশ্নপত্র জমা হয়ে যাওয়ায় আপনার প্রশ্নের উত্তর আসতে বিলম্ব হতে পারে। কারণ আমরা ক্রমান্বয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে থাকি। ❖ কবিতা ও প্রবন্ধ সপ্রমাণ হওয়া প্রয়োজন। ❖ আপনার প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রয়োজন বোধে সংশোধন ও পরিবর্তন করার অধিকার দপ্তরের থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩ পাতার পর)

পালন প্রচলিত হয়েছে এবং তাই ইহা ইসলামে মৌলিক সংযোজন ও হারাম। প্রিয় মোহতারাম! আল কুরআনের আয়াত অস্বীকার করা বা এমন কোন বিধান প্রচলন করা যা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী, তাই হারাম। মীলাদুন্নাবীকে সম্পাদিত কোন কর্মই কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি আল কুরআনে বর্ণিত মূলনীতির অধীন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে সাহাবায়ে কেরাম তো একগুচ্ছ নতুন বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে প্রচলন করেছিলেন। উপরের সংকীর্ণ ফতোয়া যদি গ্রহন করা হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামও কি ধর্মে সংযোজন ও হারাম কাজ করেছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ)। সাহাবায়ে কেরাম কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করেছিলেন (সহীহ বুখারী), হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জুমআয় দ্বিতীয় আযান পালন করেন (বাইহাকী), ইবনে উমর তাশাহুদের পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ প্রচলন করেন (বুখারী) ইত্যাদি। সাহাবায়ে কেরাম এ কাজগুলিকে কল্যানকর মনে করেছিলেন বলেই প্রচলন করেছিলেন। এগুলি ধর্মে পরিবর্তন নয়। অনুরূপভাবে মীলাদুন্নাবীও ধর্মে পরিবর্তন নয় বরং কুরআন হাদীসে নির্দেশিত মূলনীতির অধীন।

একটি প্রশ্নের উত্তর - কিছু ভাই এই হাদীস "তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নতকে দাঁত দ্বারা শক্ত করে ধরে থাকা।" হাদীসটির অপব্যাখ্যা করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে, মীলাদুন্নাবী সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রচলিত ছিল না তাই মীলাদুন্নাবী পালন করা হারাম। প্রকৃত পক্ষে এই হাদীসের মর্মার্থ হল, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ হচ্ছে হিদায়ত প্রাপ্তির সাহায়ক এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে গুমরাহির নামান্তর। এমন একটিও হাদীস নেই সেখানে বলা হয়েছে কুরআন হাদীসের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্দেশাধীন কোন ভিন্ন কাজই করা যাবে না। যদি ঐ ভাইদের যুক্তিই ঠিক হয়, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান জঘন্য বিদআতী বলে পরিগণিত হবে। সালাফী সৌদি রাজতন্ত্র প্রতি বৎসর পবিত্র কাবাকে দুবার ধৌত করেন (www.saudigazette.com.sa/index.cfm) এবং এই কার্যে ব্যবহৃত কাপড় স্মারক হিসেবে ধৌত করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কেবলমাত্র একবার মক্কা বিজয়ের সময় পবিত্র কাবাকে ৩৬০ টি মূর্তির কালিমা থেকে পবিত্র করার জন্য ধৌত করেছিলেন। কিন্তু তারপরে নিয়ম মত বৎসরে দুবার না তো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কাবাকে ধৌত করেছেন না তো খুলাফায়ে রাশিদীন তাবেঈগণ করেছেন। তা বলে কাজটি কি ঘৃণ্য বিদআত বা হারাম? এই কাজটি যদি উত্তম বা বৈধ হয় তাহলে মীলাদুন্নাবী পালন কেন উত্তম বা বৈধ হবে না!!! এই বিভ্রান্তির হাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিয়েছেন– "তোমরা সাওয়াদে আজম (বৃহত্তম জামাআতের) অনুসরণ কর। যারা এই জামাআত থেকে বিচ্যুত তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (ইবনে মাজা)

হাদীসে মীলাদুন্নাবীর দিক নির্দেশনা ঃ

হাদীসের প্রঃ নং ১ - প্রিয় মোহাতারাম! হাদীস শরীফ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর মীলাদ উদযাপন করেছেন, বিভিন্ন অলৌকক ঘটনা সম্পাদনের মাধ্যমে। সর্বশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস সীরাত লেখক ছুফিউর রহমান মোবারকপুরী লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) জন্মলগ্নে শাম দেশের প্রাসাদ সমূহ সমুজ্জল হয়ে উঠেছিল। পারস্যের কিসরার রাজপ্রাসাদের চৌদ্দটি গুম্বজ ভেঙে পড়েছিল, অগ্নি পূজকদের বহু দিনকার প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড নিভে গিয়েছিল। বহিরা রাহেবের গীর্জা ধ্বংস হয়েছিল। (আর রাহিকুল মাখতুম, পৃঃ ৬২) কাবা শরীফ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই অলৌকিক ঘটনাবলী ইমাম শায়বানি, ইমাম তাবরানী, ইমাম নইম, ইবনে হিব্বান, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখগণ তাঁদের সীরাতগ্রন্থে রেওয়ায়েত করেছেন।

প্রঃ নং ২ - রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) স্বয়ং স্বীয় জন্মদিবসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবু কাতাদা আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন এদিন আমি জন্মগ্রহন করেছি এবং এদিন আমার উপর ওহী নাজিলের সূচনা হয়েছিল।" (সহীহ মুসলিম, পৃঃ ১১৬২)

প্রিয় মোহতারাম! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ রোযা পালন করেছেন। রোযা একটি ইবাদাত। সুতরাং মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে রোযার ন্যায় অন্যান্য যেকোন নফল ইবাদত যেমন, দান খয়রাত, নফল নামায, কুরআন তেলাওয়াত সবই বৈধ। তেমনি সেমিনার, কনফারেন্স, দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য-বস্ত্র বিতরণ সবই বৈধ।

প্রঃ নং ৩ - ইমাম বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্মদিবসে খুশি প্রকাশ করার জন্য আবু লাহাবের ন্যায় অভিশপ্ত কাফেরও প্রতিদান লাভ করে। প্রতি সোমবার তার শাস্তি প্রশমিত হয়। (সহীহ বুখারী কিতাবুল নিকাহ, পৃঃ ৪৮১৩)। এই হাদীস প্রমান করে যে, মীলানুন্নাবী উপলক্ষে খুশি আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীগণ এই সহীহ হাদীসটি বিভিন্ন ছুতোয় প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রথমতঃ হাদীস অস্বীকারকারীগণ বলেন, কোন আয়েম্মা এই হাদীসকে মীলাদুন্নাবী পালনের দলিল হিসেবে ব্যবহার করেন নি। এই দাবী মিথ্যা। ইমাম বাইহাকি 'শায়াবুল ইমানে' (পৃঃ ২৬১/২৮১), ইমাম সুয়ুতি 'হাসান আলা মাকসাদ ফি আমালিল মাওলিদ' (পৃঃ ৬৫-৬৫), ইমাম

(এরপর ৫পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪ পাতার পর)

কাসতালানী আল মাওয়াহিব আল লাদুনিয়াহ্ তে (১ঃ১৪৭), ইমাম লাবাহানি হুজ্জাতুল্লাহ আলাল আলামিন' গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৭), শায়খ আব্দুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবী 'মাদারেজুন নাবুয়াহ' তে (২ঃ১৯), ইমাম বাগাভী 'শারাহ আশ সুন্নাহ' (৯ঃ৭৬), ইমাম কিরমানী 'আল কাওয়াকেবুল দারারি' তে (১৯ঃ৭৯), ইমাম আইনি 'উমদাতুল কারী' তে (২০ঃ৯৫), প্রমুখ হাদীস স্কলারগণ এই হাদীসটিকে মীলাদুন্নাবীর দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এমনকি আহলে হাদীস আলেমদের নয়নের মনি ইবনে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী ইবনে জাওজী কে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, "আবু লাহাব হল ঐ কাফের যে আল কুরআনে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যদি এরূপ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর মীলাদ পালনের জন্য পুরস্কৃত হয়, তাহলে ভেবে দেখুন একজন মুসলমান যদি এটি পালন করে তাহলে কি মহান প্রতিদানই না লাভ করবে।" (মুখতাসার সিরাত উঃ রসূল মীলাদ-উন-নাবী, পৃঃ ১৩)

দ্বিতীয়তঃ হাদীস অস্বীকারকারীগণ এই বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন যে, হযরত আব্বাস যখন এই স্বপ্ন দর্শন করেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহন করেন নি এবং মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা আবু লাহাবের সুন্নাত। এই যুক্তি শিশুসুলভ। মুসলিম উম্মাহর মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের ভিত্তি আবু লাহাবের বর্ণনা নয় বরং সাহাবী হযরত আব্বাস কর্তৃক সার্টিফাইড বর্ণনা। আল কুরআনের মুফাসসির হযরত আব্বাস জাগ্রত অবস্থায় এই ঘটনার সার্টিফাই করেন। সর্বোপরি, এই ঠিক নয় যে, স্বপ্ন দর্শনের সময় আব্বাস মুসলিম ছিলেন না। সংশ্লিষ্ট স্বপ্ন দর্শনের ঘটনাটি ঘটে বদর যুদ্ধের আনুমানিক দুই বৎসর পর। আবু লাহাব মৃত্যু বরণ করে বদর যুদ্ধের এক বছর পর এবং হযরত আব্বাস তাকে স্বপ্নে দেখেন তার মৃত্যু এক বছর পর। যখন হযরত আব্বাস বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে আসেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) সাহাবাবর্গকে নির্দেশ দেন "আব্বাস বিন মুত্তালিবকে কেউ হত্যা করোনা কারণ তাকে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়েছে।" (আল কামিল ফি আল তারিখ) সুতরাং, স্বপ্ন দর্শনের সময় হযরত আব্বাস মুসলিমই ছিলেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে স্বপ্ন দর্শনের সময় তিনি অমুসলিম ছিলেন কিন্তু এতে তো কারও সন্দেহ নেই যে, তিনি ঘটনাটি রেওয়ায়েত করেন ইসলাম গ্রহনের পর। যদি এই বিবরণ অগ্রহনযোগ্য হত তাহলে হযরত আব্বাস এটা বর্ণনাও করতেন না এবং অন্যান্য সাহাবা এবং তাবেঈগণ তা গ্রহনও করতেন না। এই হাদীসের গ্রহনযোগ্যতার বিষয়ে এর চেয়ে বড় প্রমান আর কি হতে পারে যে ইমাম বুখারী একে গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করেছেন এবং স্বীয় সহীহ তে রেওয়ায়েত করেছেন। কেবলই কি ইমাম বুখারী! ইমাম বুখারীর শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, ইমাম বাইহাকি, ইমাম শাইবানি, ইমাম আসকালানী সহ বহু আয়েম্মা এই হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী ও এই আয়েম্মাগণ সকলেই কি বিদআতী ছিলেন? সুতরাং আবু লাহাবের বর্ণনা নয়, হযরত আব্বাস কর্তৃক এর রেওয়ায়েত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ কর্তৃক এই রেওয়ায়েত গ্রহন এবং ইমাম বুখারী সমেত যশস্বী আয়েম্মাগণ কর্তৃক এই রেওয়ায়েতের স্বীকৃতি মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের শরয়ী প্রমান।

প্রঃ নং-৪ - জুমআর দিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন (ইবনে মাজা, হাঃ নং ১০৯৮)। এই দিনটিকে বলা হয় সাইয়েদুল আইয়াম। জুমআর দিনের এত মর্যাদা এজন্যই যে এটা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর বিলাদত দিবস। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের দিবস সমূহের মধ্যে উত্তম দিবস হল শুক্রবার। এদিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়। এদিন তাঁর রুহ্ কবজা করা হয় এবং এদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।" (আবু দাউদ, হাঃ নং ১০৪৭)

প্রিয় মোহতারাম! আদম আলাইহিস সালাম এর বিলাদাত দিবস যদি ঈদের দিন হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর বিলাদাত দিবস শির্ক হতে পারে কি ভাবে? শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে হাজার আল হাইশামি তাঁর অনবদ্য 'আন নিয়ামাতুল কুবরা' গ্রন্থে মিলাদুন্নাবী সম্পর্কে খুলাফায়ে রাশিদীন সহ মনিষী ইমামগণের অভিমত সংকলন করেছেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, 'যে ব্যক্তি মীলাদুন্নাবী উপলক্ষে এক দিরহাম ব্যায় করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গে অবস্থান করবে।" (আল নিয়ামাতুল কুবরা, পৃঃ ৫-৬)

মীলাদুন্নাবী উদযাপন কি ইহুদী নাসারাদের অন্ধ অনুকরণ ?

কিছু ভাই বলেন, মীলাদুন্নাবী উদযাপন হলো ইহুদী নাসারাদের অন্ধ অনুকরণ। এটা খারিজীপনা। মাদীনার ইহুদীদেরকে আশুরার রোযা রাখতে দেখে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) নিজে আশুরার রোযা রাখেন এবং মুসলিমদেরকে আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দান করেন। (সহীহ মুসলিম, পৃঃ ১৪৭, হাদীস ১১৩০) এই প্রসঙ্গে কেউ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর সমীপে আরয করলেন যে, এতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, ঠিক আছে। বেঁচে থাকলে আগামী বছর দুটি রোযা রাখব। (মিশকাত কিতাবুস সওম)। প্রিয় মোহতারাম! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) আশুরার রোযাকে ইহুদীদের অন্ধ অনুকরণ বলে বর্জন করেন নি, বরং দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে স্বাতন্ত্রতা দান করলেন। মীলাদুন্নাবী পালনেও মুসলিমগণ স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখেন। জন্ম দিবসে ইহুদী-খৃষ্টানরা রং তামাসা, রঙীন বিনোদন ও মাদকতাময় প্রমোদে অবগাহন করে কিন্তু মীলাদুন্নাবীতে মুসলমানরা নফল ইবাদত করে। এর পরেও কেউ যদি গা জোয়ারী কুৎসা করে তাহলে

(এরপর ৬ পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫ পাতার পর)

আমরা মহান স্রষ্টার সমীপে তার হেদায়েত প্রার্থনা করি।

মীলাদুন্নাবী শব্দটি কি অনৈসলামিক ?

কিছু ভাই বলেন, মীলাদুন্নাবী শব্দটি অনৈসলামিক এবং আরবী অভিধান তথা হাদীসগ্রন্থাবলীতে এর অস্তিত্ব নেই। ভাইদেরকে অত্যন্ত বিনীতভাবে ইমাম তিরমিজী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) 'আলে জামেউস সহীহ) গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে অনুরোধ করছি। ইমাম তিরমিজী তাঁর গ্রন্থের 'কিতাবুল মানাকের' এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম করণ করেছেন 'মা জায়া ফি মীলাদুন্নাবী'। মীলাদুন্নাবী শারঈ ঈদ নয়। শরঈ ঈদ দুটিই - ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। মীলাদুন্নাবী আভিধানিক ও আমলী ঈদ। তাই এদিন রোযা রাখা অবৈধ নয়।

মীলাদুন্নাবী উদ্‌যাপন কি বিদআত?

কিছু ভাই বলেন মীলাদুন্নাবী উদ্‌যাপন জঘন্য বিদআত। যুক্তি হিসেবে তারা তোতা পাখির মত আওড়ান "কুল্লু বিদআতিন দ্বলালাহ ওয়া কুল্লু দ্বলালাহ ফিন্না" হাদীস খানি। কিন্তু এই হাদীসের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা সূচক অন্যান্য হাদীসসমূহ থেকে প্রমানিত হয় যে, বিদআতে গুমরাহী বলতে ঐ কর্মকে বুঝানো হয় যা সুন্নাতের বিপরীত। শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আল হাইশামি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "কুল্লু বিদআতিন....." হাদীসে হারাম বিদআতের কথা বলা হয়েছে। (ফতওয়া আল হাদীসিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৯) ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রেওয়ায়েত করেন, "যদি কেউ এমন কিছুপ্রচলন করেন যা আমাদের ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাহলে তা মরদুদ। (সহীহ মুখারী তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৮৬১)। সহীহ হাদীসে নির্দেশিত আছে যে, কেউ ইসলামে ভাল রীতি প্রচলন করেন তিনি এর জন্য সওয়াব পাবেন, তবে তাদের সওয়াবের মধ্যে কমতি হবে না এবং যারা ইসলামে মন্দ রীতি প্রচলন করেন এর জন্য তাদের পাপ হবে এবং তার জন্য সে পাপের ভাগী হবে, তবে ওদের পাপের কোন কমতি হবে না।" (সুনান তিরমিযি, ৫ম খন্ড, হাদীস ২৬৭৫)

সর্বশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস স্কলার নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী লিখেছেন, "বিদআত ঐ কর্মের নাম যার বদলে কোন সুন্নাত রদ হয়ে যায়। সে বিদআতের কারণে সুন্নাত পরিত্যক্ত হয় না, তা বিদআতও নয়। প্রকৃতপক্ষে তা হল মুবাহ।" (হিদায়াতুল মাহাদী, পৃঃ ১১৭) শরীয়তের মানদন্ড অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তু মূলত মূবাহ ও হালাল। যদি কোন বস্তু ধর্মের বিপরীত হয় কেবল তাহাই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "হালাল সে সমস্ত জিনিস, যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ নিজ কেতাবের মধ্যে হালাল করেছেন এবং হারাম ঐ সমস্ত জিনিস যে সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ নিজ গ্রন্থের মধ্যে হারাম করেছেন এবং যার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি সেটি আল্লাহর তরফ থেকে ক্ষমা জনক।" (জামে তিরমিযি ইবনে মাজা) প্রিয় মোহতারাম! মীলাদুন্নাবীকে বিদআত বলা বাড়াবাড়ি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি মোটেও শুভ নয়। শিরক ও বিদআত সম্পর্কে উগ্রবাদীতা ও বাড়াবাড়ির কারণে সালাফি আহলে হাদীস ফিরকা একশটির বেশি উপফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। (Ref: cifiaonline.com/salafigroupsintheworld,htm)) সালাফি শ্রদ্ধাভাজন ডাঃ জাকির নায়েকও স্বীকার করেছেন যে তারা বহু ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে কাফের বলছে।

(Ref: wa.com\drzakirnaiktalksaboutsalafi)

প্রিয় মোহতারাম! একটু ভাবুন! আয়েম্মা ও মনিষীগণ কি বিদআতী মুশরিক ছিলেন ????? হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ বিন জাফর আল মাক্কী, শায়খ মুঈনুদ্দিন উমর বিন মুহাম্মাদ, আল্লামা ইবনে জাওজী, ইমাম হাফেজ আবুল ফাত্বব, হাফেজ শামওদ্দিন আজ জাজারি, কাজী সাদরুদ্দিন শাফেঈ, ইমাম জহীরুদ্দীন জাফর বিন ইয়াহিয়া শাফেঈ, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনু ল হাজ আল মালিকী, ইমাম জাহাবী ইমাম কামালুদ্দিন আবুল ফাদল, ইমাম তাকীউদ্দিন সুকুবী, ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম বুরহানউদ্দিন আবু ইসহাক আল শাফেঈ, হাফেজ শামওদ্দিন মুহাম্মাদ বিন নাসেরুদ্দিন নাসেশকি, ইবনে হাজর আসকালানী, ইমাম শাখাবী, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি, ইমাম কাসতালানী, ইমাম জামালুদ্দিন বিন আব্দুর রহমান, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সালেহী, ইমাম ইবনে হাজর হায়শামী, আল্লামা কুতুবুদ্দিন হানাফী, শায়খ মোল্লা আলি কারী, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, ইমাম জুরকানি, শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মনিষীগণ মীলাদুন্নাবী উদযাপনকে প্রশংসনীয় কর্ম বলে বিশ্লেষিত করেছেন।

মুজাদ্দিদে আলফীসানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাজায়েজ কর্ম সম্বলিত মীলাদকে নাজায়েজ বলেছেন এবং ত্রুটিমুক্ত মীলাদকে (মাকতুবাত- ৩য় খন্ড পৃঃ ৭২) জায়েজ বলেছেন। ইমাম সৈয়দ আহমাদ দাহলান আল মাক্কী, সৈয়দ আলাভী আল মাক্কী প্রমুখগণও মীলাদুন্নাবী উদযাপন করতেন। প্রিয় মোহতারাম! একটু ভেবে দেখুন। আয়েম্মা ও মুহাদ্দিসগণ কি সব বিদআতী ছিলেন? আল্লাহ পাক তো আমাদেরকে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দান করেছেন (সূরা ফাতেহা)। আর আমরা যদি তাঁদেরকে বিদআতী বলি, আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষমা করবেন কি?????

প্রিয় মোহতারাম! শীর্ষস্থানীয় সালাফী ইমামগণও কি বিদআতী ছিলেন ?

কেবল আহলে সুন্নাত অজামাআত ভক্ত হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বেলী হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগণই নন, শীর্ষস্থানীয় সালাফী আহলে হাদীস ইমামগণও মীলাদুন্নাবী উদযাপনকে প্রশংসনীয় কর্ম বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরাও কি সকলে বিদআতী ছিলেন? (এরপর ৭পাতায়)

দফতর নির্ভূলভাবে শরয়ী সমাধান পরিবেশন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়েও কোন ত্রুটি আপনাদের নজরে পড়লে আল্লাহর ওয়াস্তে জ্ঞাত করালে কৃতজ্ঞ হব। - *সম্পাদক।*

(৬ পাতার পর)

প্রমান নং ১ - সালাফী আহলে হাদীস ভাইগণের শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্মকে শ্রদ্ধা করা, উদযাপন করা এবং একে পবিত্র মরসুম বলেগ্রহন করা, যেমনটা কেউ কেউ করেন, উত্তম কার্য এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) কে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সৎ নিআতের জন্য তাঁরা উত্তম প্রতিদান পাবেন।" (মাজমা, ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, খন্ড-২৩, পৃঃ ১৬৩)

প্রমান নং ২ - বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সালাফী স্কলার শায়খ ইউসুফ আল ক্বরদওলী মীলাদুন্নাবীকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। (Source : Mufti Islam online Fatwa Committee Fatwa ID : 34150)

প্রমান নং ৩ - ডাঃ জাকির নায়েকের গুরু শায়খ আহমেদ দীদাত মীলাদুন্নাবী উদযাপন করতেন। তিনি মীলাদুন্নাবী দিবসকে ('auspious occasion') বলে অভিহিত করেছেন (Ref. Muhammad the Great) প্রসঙ্গক্রমে বলি, ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে উলেমায়ে ইসলাম প্রচন্ড বীতশ্রদ্ধ ও ক্রুদ্ধ। এমন কি সালাফী-আহলে হাদীস উলেমাগণ ডাঃ জাকির নায়েকের দাওয়াকার্যকে শয়তানি দাওয়াকার্য বলে বিশেষিত করেছেন এবং ডাঃ জাকির নায়েককে 'জাহিল' বলে বিশেষিত করেছেন। (সালাফী শাইখ ইয়াহিয়া বিন আলী আল হাজুরীর ডাঃ নায়েক সম্পর্কে ফতোয়া পড়ুন)

প্রমান নং ৪ - উপমহাদেশের সর্ব শ্রেষ্ঠ সালাফী স্কলার নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁন ভূপালী লিখেছেন : "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম) এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ অনুভব করেনা এবং এই রাহমাত প্রাপ্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করে না, সে মুসলমানই নয়।" (আশ শামামাতুল আনবারিয়া)

প্রমান নং ৫ - দেওবন্দী মুফতি, মুফতি মুহাম্মাদ ইবনে অ্যাডম (দারুল ইফতা, লেইশেসটর, ইংল্যান্ড) মীলাদুন্নাবীকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। (প্রশ্ন নং ২০৫২৪২১২, তাং ২১.০৬.২০০৬)

প্রমান নং ৬ - শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীকে আহলে সুন্নাত অ-জামাআত, আহলে হাদীস, দেওবন্দী সকলেই 'শিক্ষক' বিবেচনা করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন যে মীলাদুন্নাবীর মহফিলে তিনি নূর ও বরকত অবতীর্ণ হতে দেখেছেন। (ফুয়ুজুল হারসাইন, পৃঃ ৮০-৮১)

প্রিয় মোহতারাম! শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রাদিয়াল্লাহ আনহু) ও কি বিদআতি ছিলেন?

মীলাদুন্নাবীর বিরোধীদের নিকট ৯টি বিনীত প্রশ্ন ঃ-

যারা এত কিছু প্রমানাদি উপস্থাপনের পরেও বলেন মীলাদুন্নাবী উদযাপন শির্ক-বিদআত, কারণ সাহাবায়ে কেরামের আমলে বর্তমান স্বরূপে মীলাদুন্নাবী উদযাপিত হোত না, তাদের নিকট আমার বিনীত প্রশ্ন–

১। সুন্নীদের ন্যায় আপনারাও কেন সাহাবায়ে কেরামের নামের পার্শ্বে "রাদিয়াল্লাহু আনহু" ব্যবহার করেন? কোন সাহাবা , তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈ তো ব্যবহার করেন নি।

২। আপনারা নিজেদেরকে 'সালাফী' কেন বলেন? খুলাফায়ে রাশিদিন বা তাবেঈগণ তো কেউ বলেন নি?

৩। ডাঃ জাকির নায়েক নিজেকে 'আহলে সহীহ হাদীস' বলেন। খুলাফায়ে রাশিদীন বা তাবেঈগণ তো কেউ বলেন নি।

৪। ডাঃ জাকির নায়েক প্রতি বৎসর 'পিস কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত করেন। খুলাফায়ে রাশিদীন বা তাবেঈগণ করেছিলেন কি?

৫। আপনারা তাওহীদকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, রুবুবিয়া, উলুহিয়া আসমা অয়াস সিফাত। কোন সাহাবা বা তাবেঈ করে ছিলেন কি?

৬। সালাফিগণ প্রতি বৎসর আহলে হাদীস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত করেন। সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈগণের পর যদি কোন কাজ প্রচলন করা বিদআত বা হারাম হয়, তাহলে আপনাদের নিজেদের উপর কি ফতোয়া আরোপিত হবে?

৭। একজন ইমামের পিছনে তাহাজ্জুদ নামায জামাআত সহকারে পাঠ তো সাহাবা বা তাবেঈগণের সময় ছিল না। আপনারা কেন প্রচলন করেছেন?

৮। রামজানের শেষে তারাবীর নামাযে কুরআন খতমের পর দোআর প্রচলন আপনারা কেন করেছেন?

৯। ২৭শে রমজান তাহাজ্জুদের জামাআতে ইমাম কর্তৃক খুৎবাদান আপনারা কেন চালু করেছেন? "কুল্লু বিদআতীন দলালাহ" এর যুক্তিকে যদি ঈদের মীলাদুন্নাবী বিদআত হয়, তাহলে একই যুক্তিতে আপনাদের উপরিল্লিখিত কর্মাবলীর জন্য আপনাদের উপর কি ফতোয়া আরোপিত হওয়া উচিত???

বন্ধুগণ আসুন! তরজা, বিভেদ, বিচ্ছেদ ভুলে সম্প্রীতি-ঐক্য ও সহযোগিতার চেষ্টা করি। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে যথাযথভাবে মীলাদুন্নাবী উদযাপনের তওফীক্ব দিন। আমীন

নূরের রচয়িতা ও কবিদের নিকট অনুরোধ

আপনাদের লেখাগুলো নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক হওয়া দরকার। যেমন-

- ☐ বর্তমান পরিস্থিতি।
- ☐ শিক্ষা সচেতনতা।
- ☐ মুসলমানদের সমস্যা পর্যালোচনা।
- ☐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক।
- ☐ ইসলামী ব্যক্তিত্ব।
- ☐ বিভিন্ন সমস্যার সংশোধন।
- ☐ সমালোচনামূলক সমীক্ষা।
- ☐ নারী সম্পর্কীয়। - *সম্পাদক।*

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
NOOR PATRIKA
নূর পত্রিকা
Vol.-2/Issue:2, November, 2014

নূরানী সম্পাদকীয়

একতার হত্যাকারী কে?

"কুফর সে কুফর বাগলগীর নাযার আতা হ্যায়,
কিঁউ নাহী হোতে মুসলমাঁ ভী মুসলমাঁকে কারীব।"

একতায় রয়েছে জীবন এবং ঐক্যহীনতায় রয়েছে মৃত্যু, ইত্তেহাদ হচ্ছে আলোক এবং ইখতেলাফ হচ্ছে অন্ধকার, ঐক্যের নাম জয় এবং ঐক্যহীনতা হচ্ছে পরাজয়। এই প্রকাশ্য সত্যটি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের মানচিত্রে যে কৌমটি সবচেয়ে বেশি বিভক্ত হয়ে পড়েছে সেটি হচ্ছে মুসলিম কৌম। এই "মতভেদ" কৌমে মুসলিমকে ঘিরে এমন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, একতা ও সংহতির গোটা দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে অকর্মন্য করে ফেলেছে।

একতার এই করুণ পরিস্থিতির বিষয়টি পূর্ণরূপে অনুভব করতে পেরে আজকে সাহিত্যিক, ভাষ্যকার, বক্তা, সমালোচক, সবাই নিজেদের শান্ত ভাবনা ও পরাপর্শ প্রদান করে যাচ্ছেন তাছাড়া বিভিন্ন সংবাদ পত্রে রচয়িতা ও লেখকগনও নিজেদের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা নিঃসৃত প্রবন্ধ লিখে এর (ঐক্যহীনতার) দাওয়াই পেশ করে চলেছেন তার সঙ্গে বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার, চিন্তন মজলিস কায়েম করে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মূল্যবান তথ্যও পেশ করছেন।

কিন্তু এত করা সত্ত্বেও কেন আমাদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছেনা? আসলে ঘটনা হচ্ছে– "না পাক কুপ থেকে পানী তোলা হচ্ছে ঠিক, কিন্তু অপবিত্র বস্তুটিকে তোলা হচ্ছে না।" আমরা এই প্রবন্ধে সেই বিষয়টি সম্ভাব্যরূপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

"ইসলাম" বিশ্ব আন্দোলন স্বরূপ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সে কেয়ামত পর্যন্ত নিজের পূর্ণাঙ্গতাসহ কায়েম থাকবে। এই বিশ্ব আন্দোলনের স্থায়িত্বের নিমিত্ত দুটি জিনিসের প্রয়োজন, এক হচ্ছে ইত্তেহাদ (একতা) এবং অন্যটি হচ্ছে ই'তিমাদ (বিশ্বস্ততা)। ইত্তেহাদের মাধ্যমে আন্দোলন যেমন শক্তিশালি হয় তেমনই অন্যদিকে ই'তিমাদের মাধ্যমে সে চৌম্বকত্ব (আকর্ষণ) অর্জন করতে পারে। মনে রাখবেন এই দুইটি বিষয়ই হচ্ছে আন্দোলনের প্রাণ স্বরূপ। একে কেন্দ্র করে আমার প্রিয় আক্কা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন ইসলামী আন্দোলনকে সারা বিশ্বে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি প্রথমেই আন্দোলনের দেহকে ইত্তেহাদের রুহ এবং ই'তিমাদের প্রাণ দ্বারা শক্তিশালী করে তোলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। আমার প্রিয় আক্কা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই পবিত্র প্রচেষ্টা এতই ফলপ্রসূ হল যে, ভালোবাসা, সংহতি ও সম্প্রীতির যেসব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার নবীর কর্তৃক রচিত সোসাইটিতে পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও আর পাওয়া যায় না। অথচ সবাই জানে যে, তিনি আরবের যে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে এই মেল বন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন, যখন আরবরা মানবিকতা ও সামাজিকতার ধারে কাছেও ছিলনা। সেখানে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তৌহীদের সুতোয় সবাইকে এমনভাবে গেঁথে দিয়েছিলেন যে, তাদের একজনের দঃখ সবারই হাসি কেড়ে নিত এবং তাদের মধ্যে একজনের আনন্দ পরিবেশকে গুল বাগিচায় পরিণত করে দিত। আরবের বুকে জাহেলিয়াতের যুগে ইখতিলাফের অঙ্গনে ইত্তেহাদের প্রদীপ হঠাৎ করেই কি জ্বলে উঠেছিল? না। তার জন্য নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথমে পরিস্থিতিকে বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার পরিকল্পনা গ্রহন করেন এবং ইত্তেহাদের নির্মান কাজ আরম্ভের পূর্বে অনৈক্যের কেল্লায় বোম্বারী করেন। ভালোবাসার বীজ বপন করার পূর্বে অনৈক্যের সমস্ত ক্ষতিকারক ঘাস-পাতকে তুলে ফেলেন। এক কথায় ইত্তেহাদের পথে বাধা প্রদান কারি সমস্ত জিনিসকে মানুষের মধ্য থেকে দূরিভূত করে ছিলেন।

বর্তমান যুগে ইত্তেহাদের সবচেয়ে বড় হত্যাকারী হচ্ছে– "তাআসসুব" (গোড়ামি, অন্যায় পরিতোষণ) এই তাআসসুব থেকেই সৃষ্টি হয় সকল প্রকার ইসলাম বিরোধি কার্যকলাপ এবং মানবিক ও সামাজিক পরিপন্থি সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও ধারণা। তাই যার অন্তরে মানবতা ও সমাজ বিরোধি চিন্তা ভাবনা থাকে তার অন্তর থেকে অন্যকে মর্যাদা দান, সম্মান প্রদর্শন ও সংরক্ষণের আবেগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু থাকে অন্যায় পরিতোষণ ও ব্যক্তি স্বার্থকে ঘিরে পক্ষপাতিত্ব। আর এই সব অপবিত্র গুনাবলির শিকড়কেই তুলে দিয়ে সৎ গুনাবলিকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে আমার রসূল ইত্তেহাদ কায়েম করেছিলেন। কেননা ইসলাম, মানবতা ও সমাজ বিরোধি সকল প্রকার মন্দ গুনাবলি যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের অন্তর থেকে অপসারিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরে কারোর জন্য স্থান থাকবেনা বা সে কারোর জন্য মঙ্গলকামি হতে পারবেন না।

এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দু প্রকারের এরশাদ বিদ্যমান – (১) অনুপ্রানিত করণ, (২) ভয় প্রদর্শন।

প্রথমটিতে অতি নাসেহানা (নসিহত) পদ্ধতিতে আমলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয় এবং তার উপকারিতার প্রতি আলোকপাত করা হয়। দ্বিতীয়টিতে পয়গাম্বরী দীপ্তি সহকারে, পূর্ণ ন্যায় পরায়নতার সঙ্গে অপছন্দনীয় ও অপ্রীতিকর সকল কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ প্রদান করা হয় এবং তার সঙ্গে সমস্ত মন্দ কাজের ভেদ ও গোপন অবস্থার প্রকাশও ঘটান। আমাদের পিয়ারা নবীর পেয়ারা এরশাদ– "আল্ খালকু কুল্লুহুম আয়্যালুল্লাহে ফা আহাব্বুহুন এলাল্লাহি আনফিউহুম লিআয়্যালিহি।" (মাহনামা কানযুল ঈমান) "সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার এবং সমস্ত মাখলূকের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি সব চেয়ে বেশি প্রিয় যে তার (আল্লাহর) পরিবারে সবচেয়ে বেশি উপকারে আসে।" বর্ণিত হাদীসখানায় যেমন সৃষ্টিকে আল্লাহর পরিবার ঘোষণা করে একদিকে পরিবারের মর্যাদা বান্দার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনই অন্যদিকে তার উদ্দেশ্যে উপকারের হাত বাড়ানোর প্রতি অনুপ্রানিত করেছেন এবং এর ফলাফল স্বরূপ মহান মাবূদের ভালোবাসা প্রাপ্তির শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন। কত সুন্দর রূপে আমার প্রিয় আক্কা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কথা বলে গেছেন এর চেয়ে হৃদয় প্রিয় বাক্য আর কী হতে পারে?

এই "তাআসসুবের" অসুখ যাকে ধরে ফেলে তার নিকট থেকে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা ও সৃজনশিল পরামর্শ পাওয়ার কথা ভাবতে পারা যায় না। কোন সমাজকে শান্তির নীড়রূপে তৈরী করতে হলে প্রথমে ঐ জালিম "তাআসসুবের" গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। এক হাদীসে পাকে আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অনুবাদ) "নিজের কৌমের সঙ্গে ভালোবাসা রাখাও কি "তাআসসুব"? আপনি এরশাদ করলেন– না, বরং জুলম (অন্যায় আচরণে) নিজের কৌমকে সাহায্য করা তাআসসুব।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে ঐ তাআসসুব বা গোড়ামীকে চিরতরে পরিত্যাগ করতে হবে অন্যথায় অন্তরে হিংসা রেখে, দিলের মধ্যে বিদ্বেষ পুষে রেখে না বিগত দিনে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, না কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে।

প্রেস বিভ্রান্তি মার্জনীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
NOOR PATRIKA
নূর পত্রিকা
Vol.-1/Issue:7, April'14

নূরানী সম্পাদকীয়

বর্তমান যুগের চাহিদা ও ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব

প্রত্যেকটি সচেতন ব্যক্তি জানেন যে, বর্তমান যুগ উন্নতি ও প্রগতির যুগ, দিনদিন যুগের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে চলেছে, আবার প্রত্যেক যুগেই, যুগের চাহিদাকে মেনে নেয়া হয়েছে। তাই যুগের অবস্থা সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা প্রত্যেক সজ্ঞান ব্যক্তির জন্য জরুরী মনে করা হয়। যুগের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়াও খুবই আবশ্যক যেমনটি ফোক্বাহায়ে কেরাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় যুগ সম্পর্কে জানল না সে মুর্খই বটে।"

বর্তমান যুগে নতুন নতুন মাসআলা, যুগের চাহিদা এবং আরও অন্যান্য ব্যাপার, ইসলাম ও সুন্নীয়াতের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে, এমতাবস্থায় যুগের চাহিদা ও অবস্থার প্রতি নজর না দেয়া, বড়ই অজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হবে। কারণ ফেক্বাহ্ সাস্ত্রের পদ্ধতি রয়েছে যে, যুগের পরিবর্তন হওয়ার কারণে অনেক জিনিসের শরয়ী পরিবর্তন ঘটে যায়। যার জন্য ইসলাম ধর্ম অবস্থার চাহিদাকে সামনে রাখতে নিষেধ করেনি। এমনকি যুগ যেমনই হোকনা কেন একে খারাপ বলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এই কথাটি খুবই মনে রাখতে হবে যে, যুগের অবস্থা যতই পরিবর্তন হোক। কিন্তু ইসলামী আক্বীদা ও তার মৌলিক বিষয় সমূহ সর্বক্ষণই অপরিবর্তিত থাকবে এবং যুগের বাতিল আক্বীদাহ ও ঐ আক্বীদাহ পোষণ কারিদের অশুভ মনোস্কামনা সমূহ ইসলামী সত্য আক্বীদাহর কঠোরতার ধাক্কায় চুর্ণ বিচুর্ণ হতে পারে। ইসলাম ও তার সত্যতা চিরকালই উন্নতির পথ অতিক্রম করতে থাকবে। হ্যাঁ, এমন যেন না হয় যে, মোমিনগণ এমন কাদামাত প্রিয় বা মৌলবাদী হয়ে পড়েন যে, যুগ ও যুগীয় সমস্যার শিকার হয়ে ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেন এবং শেষে একজন কুনো মানুষ হয়ে থেকে যায়। বরং মোমিনগণের জন্য জরুরী রয়েছে যে, ইসলামী সমাধানের হাতিয়ার নিয়ে যুগের অবস্থার মোকাবিলা করে এবং নিজেদের ঈমানী জাযবা (আবেগ) এর মাধ্যমে বর্তমান যুগের সমস্ত চাহিদাকে পূর্ণ করার অবিরল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং বর্তমান অবস্থা, যে পাশে থাকুক সেই অনুযায়ীই ইসলাম ও সন্নীয়াতের খিদমত করে যেতে হবে।

আজকে মানুষের অন্তর থেকে খোদাভীতি সরে পড়েছে, অন্যদিকে বিরোধি ওলামাদের আক্রমণ, ৩য় - ঐ শ্রেণির মানুষ যারা ওলামায়ে ইসলামের সংশ্রব থেকে দূরত্ব গ্রহণ করে ফেলেছে, ৪র্থ - ঐ মুর্খদের দল যারা ইলম ও আমল থেকে দূরে থাকা সত্যেও নিজেদের কোন আলিম ও মুফতীর চাইতে কম ভাবেনা, ৫ম- ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা বলছে যে, ওলামাদের মধ্যেই মতভেদ ও ঝগড়া, কার কথা মানব, এদের না, ওদের? এছাড়া আর একটি দল রয়েছে যারা শুধু ওলামায়ে কেরামের ত্রুটি অনুসন্ধান করতেই ব্যস্ত, ওলামাদের গুণ সমূহ তাদের দৃষ্টিতে আসেনা।

এমন পরিস্থিতিতে, যুগের চাহিদা হচ্ছে যে, ওলামায়ে ইসলামের জামাআত যাদের মাথায় আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্বের তাজ শোভা পাচ্ছে, তাদের দায়িত্ব রয়েছে যে, নিজেদেরকে ইলম, আমল, গবেষণা, চিন্তা-ভাবনা, পারহেযগারী, পার্থিব সার্থহীনতা তাছাড়া কলমী জেহাদ এবং উন্নত আদর্শ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে এবং সালফে সলেহীনের পদ অনুসরণ করে আল্লাহর মনোনিত ইসলামকে প্রচারের মহান দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ময়দানে নেমে পড়া। যাতে আলিম শব্দ উচ্চারণ করে আমাদের কেউ লজ্জা দেয়ার সুযোগ না পায়। মুসলিম জনগণকে সার্বিকভাবে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তারা আমাদের দিকে আঙুল তুলতে না পারে।

এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে - ইসলাম ও সুন্নীয়াতের পয়গামকে বিশেষ ও সাধারণ সকলের দরবারে এমনভাবে পৌছে দেয়া যাতে যুগের চাহিদা মিটে যায়। এই হচ্ছে আজকের ভাবনা ও করণীয়।

হিম্মত হারলে হবেনা

একটু ভেবে দেখুন! আমাদের সুন্নীজগতের বড় বড় ব্যক্তিত্ব পরস্পর, এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে চিরকালীন জগতের পানে পাড়ি জমিয়েছেন। সুন্নীয়াতের কাফেলার নেতাদের বিয়োগের এই ধারাবাহিকতা যদি চলতেই থাকে, তাহলে এই সঙ্কটময় অবস্থায় সুন্নী জনগণের ধর্মীয় কার্যকলাপে নেতৃত্ব কে দেবে? ইসলামের শত্রু সংগঠন ও জালিমদের আক্রমন থেকে নিজেদের মাদ্রাসা, খানক্বাহ ও মসজিদ সমূহ আমরা কিভাবে রক্ষা করব? মৃত্যু অনিবার্য, মরতেই হবে। কিন্তু দয়ালু খোদা আমাদের মধ্যে অনেককেই এমন যোগ্যতা প্রদান করেছেন যে, আমরা স্বীয় নেতৃবর্গের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারি। বুযুর্গানে দ্বীনের পদচিহ্ন ধরে সঠিক অবস্থানের সন্ধান পেতে পারি। তাছাড়া স্বীয় ধর্মের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য রক্ত সরবরাহ করে ইসলামের শিকড় মজবুত করতে পারি। কিন্তু সার্থপরতা ও মান মর্যাদার নেশা আমাদের অলসতার ঘুম থেকে জাগ্রত হতে দিচ্ছে না। মুসলমানদের প্রত্যেকে নাই হোক কেবল মাদারিসে ইসলামীয়ার চতুর্সীমার মধ্যে 'ইল্মে মুস্তাফার' প্রতিনিধিত্বের পতাকাধারী আমাদের ওলামা ও তালাবারাই যদি স্বীয় পথ প্রদর্শকদের ছেড়ে যাওয়া আমানতের ভার নিজেদের দূর্বল ঘাড়ে তুলে নেয়ার পাকা এরাদা করে নেন এবং পেশা গত ভাষণ দান ও এমামতের উর্দ্ধে উঠে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের খলুস ও ইসলামী আবেগের প্রকাশ ঘটান তাহলে নিশ্চয় ভারতবর্ষের মাটিতেও আমাদের জামাআতি উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় রচিত হতে পারে। ইসলাম আজকে তার আশ্রয়দাতাদের সন্ধানেই জোর যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

প্রেস বিভ্রান্তি মার্জনীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহীহ বুখারী পরিক্রমা

রসূলুল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ কী?

কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মদ এ.কে. আজাদ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ঐ পবিত্র সত্ত্বার শপথ,যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা-মাতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক না ভালোবাসবে।"

(তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, হাদীস নং-১৩-১৪, হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহ আনহুমা) এর রেওয়ায়েতের সংমিশ্রণ)

জরুরী ভাষ্য ঃ সহীহ বুখারীর এই হাদীস এবং আরও অগণিত হাদীসের আলোকে, ঈমানের প্রাণশক্তি হল ইশকে রাসূল। আশিকে রসূল ইমাম বুখারী (রাদিয়াল্লাহ আনহু) তাঁর সহীহ বুখারীতে অধ্যায়ের নামকরণই করেছেন, "বাব হুব্বুর রসূল মিনাল ঈমান"। আশিকে রসূল ইমাম মুসলিম (রাদিয়াল্লাহ আনহু) তাঁর সহীহ মুসলিমে অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন, "বাব ওয়াজুব মুহাব্বাতে রসূল্লাহ আকসারু মিনাল আহল ওয়াল ওয়ালাদ ওয়াল ওয়ালিদ ওয়ান নাসি আজমাঈন।"

এখন প্রশ্ন হল, ইশকে রসূল রসূলুল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ কি? কিছু লোক বলেন যে, কেবল মহানবীর নির্দেশাদী পালন করার নামই ইশকে রসূল। আবার, কিছু লোক মনে করেন যে, মহা নবীর নির্দেশাদী পালনের প্রতি উদাসীন থেকে কেবল নিজেকে 'আশিকে রসূল' দাবি করলেই ব্যাস হয়ে গেল। বস্তুতপক্ষে এদুটি ধারণই ভ্রান্ত। এসম্পর্কে আল কুরআনের আয়াতাবলী এবং হাদীসসমূহের সার নির্যাস আহরণ করলে আমরা দেখব যে, রসূলুল্লাহকে ভালোবাসার ১০টি শর্ত বা আলামাত রয়েছে। প্রকৃত আশিকে রসূল হওয়ার জন্য এই শর্তাবলী পালন করা অত্যাবশ্যক।

১ম শর্ত ঃ মহানবীর প্রতি প্রগাঢ়তম ও নিবিড়তম আত্মিক টান থাকা ঃ মৌলিক ভাবে, ভালোবাসা হল হৃদয়ের ফাংশন। সরল ভাষায়, কারও প্রতি হৃদয়ের তীব্র টানকে ভালোবাসা বলা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লামের প্রতি এই টান হতে হবে প্রগাঢ়তম। তীব্রতম। গভীরতম। এই টান হতে হবে নিজের সন্তান-সন্ততীর চেয়ে অধিক। নিজের সহধর্মীনির চেয়ে অধিক। নিজের পিতা-মাতার চেয়ে অধিক। নিজের ধন-সম্পদ এবং পৃথিবীর সকল লোকের চেয়ে অধিক। হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসি, কিন্তু নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী নয়।' মহা নবী বললেন, শপথ ঐ পবিত্র সত্ত্বার যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। তুমি ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসো। হযরত উমার বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এখন আপনাকে আমার প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি। মহানবী বললেন, হ্যাঁ, এবার হয়েছে।

(তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৪৫, হাদীস ৬২৫৭)

প্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম এবং দ্বিতীয় উক্তির মধ্যে কোন শারীরীক বা আর্থিক ইবাদত করেন নি, তাঁর হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে মাত্র। এরূপ বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

২য় শর্ত - মহা নবীর সীরাত এবং নির্দেশাবলীর অনুসরণ করা ঃ যদি কোন ইশকে রসূলের দাবিদার মহা নবীর সীরাত এবং নির্দেশাবলী অনুসরণে সচেষ্ট না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার দাবী আন্তরিক নয়। আল্লাহ পাক তার মাহবুবকে বলেন, "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো বাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩১) কাজী আয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী প্রেমিক হওয়ার আলামত হল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর আনুগত্য করা এবং সুন্নাতে নাববীর উপর আমল করা।" (তথ্যসূত্র ঃ শিফা শরীফ, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯)

৩য় শর্ত - অধিক হারে মহানবীর জিকর বা মহানবীকে স্মরণ করা ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে তার অধিক চর্চা করে।" (তথ্যসূত্র ঃ আবু নঈম, দাইলামী)

আল্লাহপাক তো তাঁর মাহবূবের জিকর বা চর্চাকে সমুন্নত করেছেন। আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেন, "আমি আপনার জিকর বা চর্চা বা সুখ্যাতিকে সুউচ্চ করেছি।" (সূরা আল ইনশিরাহ, আয়াত ৪)

কাজী আয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর স্মরণে মীলাদ মাহফিল আয়োজন করা, তাঁর গুনাবলীর জিকর করা এবং তাঁর উৎকর্ষতার চর্চা করা এর আলামাত।"

(তথ্যসূত্র ঃ আশ শিফা, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০)

চতুর্থ শর্ত - মহানবীর দীদারের জন্য লালায়িত থাকা ঃ ভালোবাসার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল, যে যাকে ভালোবাসে, তাকে দেখার জন্য লালায়িত থাকে। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম-এর যিয়ারতের জন্য সর্বদা বেচাইন থাকতেন। হযরত বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইন্তেকালের মুহূর্তে যখন পরিবারের সদস্যগণ শোক প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, তখন হযরত বিলাল বললেন, আজইতো আমার আনন্দের দিন কারণ আগামীকালই আমার প্রিয়তম মহানবী এবং তাঁর সাহাবাগণকে দেখতে পাব। (তথ্যসূত্র ঃ সাইয়েদনা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ)

ইসলামের মনিষীগণ স্বপ্নে মহানবীর দর্শন পাওয়ার জন্য তৃষ্ণার্ত থাকেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে বাস্তবিকই আমাকে দেখল কারণ শয়তান আমার আকার ধারণ করতে পারে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৭, হাদীস নং ১২৩)।

পঞ্চম শর্ত - মহানবীর তাযীম করা ঃ ইশকে রসূলের আর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট হল, মহানবীর সর্বোচ্চ তাজীম করা। আল্লাহপাক স্বয়ং বলেন "যাতে তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো।" (সূরা আল ফাতাহ, আয়াত ৯)। আল্লাহপাক আরও ঘোষণা করেন, "সুতরাং তাঁর (রসূলের) প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে শ্রদ্ধা করে এবং সাহায্য করে, আর সেই আলোককে (কুরআনকে) অনুসরণ করে চলে যা তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, তারাই সাফল্য লাভ করবে।" (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৭)। সাহাবায়ে কেরাম মহানবীকে ভীষণ তাযীম করতেন। এমনকি তাঁরা মহা নবীকে সিজদাহ করা জন্য উৎসুক থাকতেন, কিন্তু সিজদাহ যেহেতু আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারও জন্য নিষিদ্ধ, তাই মহানবী নিষেধ করে দিতেন। অনুরূপ, মহানবীর জিকর বা চর্চাকে ও তাযীম করা 'ইশকে রসূল' এর আলামাত। হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম কাজী আয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

(এরপর ৬ পাতায়)

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫ম পাতার পর)

রসূলুল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ কী?

তাঁর 'আশ শিফা' গ্রন্থে এসম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

ষষ্ঠ শর্ত - মহা নবী যা যা ভালোবাসতেন, সবকিছুকেই ভালোবাসা ঃ মহানবীর আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামকে ভালোবাসা এবং অনুসরণ করাও 'ইশকে রসূল' এর বৈশিষ্ট। মহানবী তাঁর আহলে বাইত সম্পর্কে বলেন, "হে মানববৃন্দ! আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যদি তোমরা সেগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকো তবে কোনক্রমেই গুমরাহ হবে না। একটি হল - আল্লাহর কিতাব এবং দ্বিতীয়টি হল আমার আহলে বাইত"। (সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ৩৭৮৬) সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহা নবী পর পর তিনবার সতর্ক করে বলেন,"আমার আহলে বাইতের বিষয়ে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৮)।

তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মহানবী বলেন, "যখন তোমরা এরূপ লোককে দেখবে যারা আমার সাহাবাগণের সমালোচনা করে, তখন বলবে, (তোমাদের অপকর্মের কারণে তোমাদের উপর আল্লাহর লানাত।" (সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ৩৮৬৬)। আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৩৭)

অনুরূপ ভাবে মহা নবী যে যে খাবার ভালোবাসতেন, যে যে বস্ত্র পছন্দ করতেন, সবকিছুকেই ভালোবাসা ইশকে রসূলের আলামাত। বর্ণিত আছে যে, ইমাম হাসান ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জাফর (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হযরত উম্মে সালমার গৃহে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমাদেরকে ঐ খাবার খাওয়ান যা মহানবী খেতেন। (সহীহ মুসলিম)

সপ্তম শর্ত - মহানবী যা অপছন্দ করতেন তা অপছন্দ করা এবং মহা নবীর গুস্তাখদের সঙ্গে শত্রুতা রাখা ঃ 'ইশকে রসূল'-এর একটি মৌলিক শর্ত এটাও যে, মহানবী যা অপছন্দ করতেন তা আমাদেরকেও অপছন্দ করতে হবে এবং মহা নবীর গুস্তাখদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, "যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা তওবা, আয়াত ৬১)

মহানবী সম্পর্কে দোদুল্যমানতা ঈমান-হীনতার আলামত। আল্লাহ পাক বলেন, "আর ঈমানদার কোন মুমিন পুরুষ বা মহিলার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কৃত ফয়সালা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই।" (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৬)

অষ্টম শর্ত - কুরআন ও হাদীসকে ভালোবাসা ঃ কাজী আয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কুরআনকে ভালোবাসাও ইশকে রসূলের আলামত কারণ এই কুরআনের মাধ্যমেই মহানবী লোকজনকে হেদায়েত করেছেন এবং এই কুরআনই এর আমালী নমুনা ছিলেন মহানবী স্বয়ং। কাজী আয়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল কুরআনকে ভালোবাসার অর্থ হল, প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে এবং অর্থ বুঝে নির্দেশাবলীর উপর আমল করতে হবে। (আশ শিফা, খন্ড -২, পৃষ্ঠা ২২) হাদীসকে ভালোবাসার অর্থ হল হাদীসের যথোপযুক্ত আদব করা এবং তার উপর আমল করা।

নবম শর্ত - উম্মতে মুহাম্মাদীর মঙ্গল কামনা করা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা ঃ ইশকে রসূলের আর একটি শর্ত হল, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মঙ্গলের জন্য কাজ করা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হওয়া। আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী! আমি আপনাকে সমস্ত জগৎবাসীর জন্য রাহমাত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)। আল্লাহ পাক আরও বলেন, "আর আল্লাহ এমন নন যে, আপনি তাদের (কাফেরদের) মাঝে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন, একসাথে ধ্বংস করে দিবেন।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩)

দশম শর্ত - মহা নবীকে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র আকীদা পোষণ করা ঃ মহানবীর কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি বের করার প্রচেষ্টা গুস্তাখ, খারিজী বিদয়াতীদের আলামত। মহা নবীর শানে ন্যূনতম গুস্তাখী ঈমানকে ধ্বংস করে দিবে। মহা নবীর গুস্তাখদের নামায, রোযা, হজ, যাকাত কোন উপকারে আসবে না। সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি (যার ঘন দাড়ি ছিল এবং যে লুঙ্গী উঁচু করে পরিধান করেছিল) বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন।' মহানবী বললেন, 'তুই নিপাত যা! সকল বিশ্ববাসীর মধ্যে আমিই কি আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভয় করি না? লোকটি যখন প্রস্থান করার জন্য পেছনে ঘুরল তখন মহা নবী সাল্লাল্লাহো আলাইহি অসাল্লাম বললেন, এই লোকটি থেকে এমন দল বেরোবে যারা অধিক কুরআন তেলাঅত করবে কিন্তু কুরআন তাদের গলার নিচে নামবে না। দ্বীন থেকে এরা এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে চলে যায়। (তথ্যসূত্র ঃ সহীহ বুখারী, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৮১, হাদীস নং ৪০৯৪)

আল্লামা ইকবাল কি সুন্দরই না বলেছেন–

মুসলমানের অন্তরে মুস্তাফার স্থান
মুস্তাফার মাধ্যমে আমাদের মান
নবী ভক্তি ইসলামে প্রথম শর্ত
এতে ত্রুটি হলে সবই ব্যর্থ।